ভারতপ্রসঙ্গ

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৪।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

ভারতী, নবজীবন প্রভৃতি সাময়িক পত্রে যে কয়েকটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তৎসমুদয় কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া উপস্থিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। "বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার" প্রবন্ধের উপসংহার ভাগটি নূতন লিখিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মিল্, সীলি, মালিসন্ প্রভৃতি ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থাবলী এবং 'লাম হোসেন খাঁ-প্রণীত সৈরমুতাক্ষরীণ গ্রন্থের ইঙ্গরেজী বাদ হইতে ভারত-প্রসঙ্গের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

ইঙ্গরেজ এখন আমাদের রাজা। ইঙ্গরেজের রাজশক্তি এখন আমাদের দেশে বদ্ধমূল হইয়া অনেক বিষয়ে মঙ্গলসাধন করিতেছে। ইঙ্গরেজের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কতবার আক্রান্ত হইয়াছে, ইঙ্গরেজ এই বিশাল রাজ্যে আসিয়া কিরূপে আপনাদের অধিকার স্থাপন করিয়াছেন, এস্থানের কি কি বিষয়, তাঁহাদের অধিকারস্থাপনের অনুকূল হইয়াছিল, এবং ঐ অধিকারস্থাপনে ইঙ্গরেজের রাজশক্তি বা লোকশক্তি কতদূর সহায় হইয়াছিল, তাহা আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং ইতিহাসের অবশ্য বর্ণনীয় বিষয়। ভারত-প্রসঙ্গে এবিষয় বিশদরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

অধিকাংশ ইঙ্গরেজের লিখিত গ্রন্থে হতভাগ্য নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্র অতি কুৎসিত ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু অধুনাতন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকদিগকে ধন্যবাদ যে, তাঁহাদের চেষ্টায় এই স্রোত অন্য দিকে ফিরিয়াছে। কর্ণেল মালিসনের ন্যায় লেখক, বিশেষ উদারতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনেক বিষয়ে ঐ হতভাগ্য নবাবের পক্ষসমর্থনে ত্রুটি করেন নাই। সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইঙ্গরেজকোম্পানি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তদ্বিষয় মালিসনপ্রভৃতির গ্রন্থানুসারে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ভারতাক্রমণ	১
বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার	১৫
ভারতে ব্রিটিশাধিকার	১৭১
ভারতে ইঙ্গরেজ-রাজত্ব	২০০
পরিশিষ্ট	২১৫

সংশোধনী।

মুদ্রাকরের অনবধানতায় উপস্থিত গ্রন্থের কতিপয় স্থলে পাঠ-দোষ ঘটিয়াছে। উহার মধ্যে গুরুতর প্রমাদগুলি এই স্থলে সংশোধিত হইল :—

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১	কালে	কালের
১৫	১৪	দক্ষিনাপথের	দক্ষিণাপথের
১৬	১৭	জলপূর্ণ	জনপূর্ণ
২০	১	উড়িষ্যা	উড়িষ্যার
৮৭	৬	ফরাসীর	ফরাসীরা
ঐ	১৭	বিশ্বাঘাতক	বিশ্বাসঘাতক
৮৯	১২	সেণ্ট্‌ফ্রেস্	সেণ্ট্‌ফ্রে
১৫১	১	ম্যাক্‌ডোনাল্ড	মাক্‌ডোনাল্ড
২১২	৩	ক্ষীণপ্রভাবে	ক্ষীণপ্রভভাবে
২১৩	২	বলিরা	বলিয়া

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৯০০
২৪৫৯০
পরিগ্রহণ সংখ্যা
পরিগ্রহণের তারিখ ০২/০২/২০০৭

ভারতপ্রসঙ্গ

ভারতাক্রমণ।

প্রকৃতির বিশাল রাজ্যে ভারতবর্ষ অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে অপার অনন্ত জলরাশি, আর এক দিকে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার অভ্রভেদী অটল গিরিবর। সুতরাং ভারতবর্ষ প্রায় চারি দিকেই প্রকৃতি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত। স্থলপথে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কট অতিক্রম না করিলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারাযায় না, আর জলপথে মহাসাগরের তরঙ্গবিক্ষোভী বারিরাশি ছাড়াইতে না পারিলে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করা যায় না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা বহু আয়াস ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতবর্ষ প্রকৃতির দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। এই ভীষণ প্রাকৃতিক প্রাচীর অতিক্রম করা বড় সহজ নহে। কিন্তু প্রকৃতি এত যত্ন করিয়া যে সোণার ভারত আগুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও চিরকাল বিদেশী জাতির আক্রমণের বহির্ভূত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোন ভূখণ্ড বহুবার বিদেশী আক্রমণকারীর পদানত হয় নাই। যে সুদূরবিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভার-

তের শীর্ষদেশে বিরাট পুরুষের ন্যায় দাঁড়াইয়া আপনার অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটি গিরিসঙ্কট আছে।' এই গিরিসঙ্কট প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ করিয়া দিয়াছে। আফগানিস্তান হইতে ঐ গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে যে সকল বিদেশী লোক উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অথবা রাজ্যবিস্তার, প্রভুত্বস্থাপন বা সম্পত্তি-লুণ্ঠনের আশায় ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই এই পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছে। প্রথমে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতবর্ষ এই পথে দশবার আক্রান্ত হইয়াছে।

প্রথম আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ঘটনা সর্ব্বপ্রধান হইলেও উহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। পুরাতত্ত্বজ্ঞদিগের মতে আর্য্যজাতি প্রথমে মধ্যএশিয়ার অধিবাসী ছিলেন। মানচিত্রসমূহে মধ্য এশিয়ার ঐ ভূখণ্ড স্বাধীন তাতার নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যজাতির এক শাখা আফগানিস্তান হইতে পূর্ব্বোক্ত পথ দিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হন নাই। ভারতের আদিম নিবাসিগণ বিদেশী আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যে অনার্য্যে যুদ্ধ হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন। বেদে এই আর্য্যপ্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্য-সম্প্রদায় দস্যু বা দাস নামে অভিহিত হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহামতি শাক্য সিংহের জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ দ্বিতীয় বার আক্রান্ত হয়। এই সময়ে পারস্যের অধিপতি দরায়ুস্ হিস্তাস্পেশ্ সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটি জনপদ অধিকার করেন। দরায়ুস আর্য্যদিগের অবলম্বিত পথেই বোধ হয়, ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী আক্রমণ মাসিদনের অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সেকন্দর শাহ কর্ত্তৃক হয়। এই আক্রমণপ্রসঙ্গেই প্রতীচ্য জগতে ভারতবর্ষের কথা লইয়া আন্দোলন ঘটে। ভারতবর্ষ এই সময় হইতেই ইউরোপীয়দিগের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে থাকে।

সেকন্দরের পর আফগানিস্তানের উত্তরে বল্‌ক্‌র অধিপতিগণ বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া ছিলেন। বল্‌ক্ তখন গ্রীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানের গ্রীক ভূপতিগণের কেহ কেহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইযা ছিলেন। এইরূপে ভারতবর্ষ গ্রীক ভূপতিগণ কর্ত্তৃক তৃতীয়বার আক্রান্ত হয। এই আক্রমণেরও বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা একটি অবশ্যজ্ঞাতব্য ঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলির "অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্, অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্" বাক্য* বোধ হয়, এই আক্রমণ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে।

* পাণিনির সূত্র :—৩।২।১১১ :—অনদ্যতনে লঙ।

বার্ত্তিক :—পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তু র্দর্শনবিষয়ে।

ভাষ্য :—পরোক্ষেচ লোকবিজ্ঞাতে প্রয়োক্তু র্দর্শনবিষয়ে লঙ বক্তব্যঃ। অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্। অরুণদ্ যবনো মাধ্যমিকান্ ইত্যাদি। অযোধ্যার প্রাচীন নাম সাকেত। মধ্যদেশের অধিবাসিগণ এস্থলে মাধ্যমিক নামে উক্ত

ইহার পর গজনির সুলতান মহমূদের আক্রমণ। মহমূদ খ্রীঃ ১০০১ অব্দে প্রথমবার ভারতবর্ষে উপনীত হন। আর্য্যদিগের ভারতাক্রমণ ইতিহাসের মধ্যে একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু উহাতে ভারতে সভ্যতার বিকাশ হয়, ধনসম্পত্তির উন্মেষ হয়, জ্ঞানগরিমা পরিস্ফুট হয়, সংক্ষেপে ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার প্রসূতি বলিয়া জগতের সমক্ষে পরিচিত হইতে থাকে। সুলতান মহমূদের ভারতাক্রমণও একটি প্রধান স্মরণীয় ঘটনা; যেহেতু উহাতে ভারতে আসিবার পথ সাধারণের বিশেষরূপে বিদিত হয়, সাধারণে ভারতবর্ষ সহজে আক্রম্য ও সহজে অধিগম্য বলিয়া মনে করিতে থাকে। একবার দুইবার নয়, সুলতান মহমূদ উপর্য্যুপরি দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এইরূপ বারংবার আক্রমণে পূর্ব্বোক্ত গিরিবর্ত্ম সাধারণের নিকটে অনায়াসগম্য পথ বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। কলম্বসের পর হইতে নবাবিষ্কৃত ভূমণ্ডলে যাওয়ার পথ যেমন সকলে সহজ বলিয়া মনে করিতে থাকে, সুলতান মহমূদের পর হইতে বিদেশী জিগীষুগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করাও তেমন সহজ ভাবে। আমেরিকার পক্ষে যেমন কলম্বস্, ভারতবর্ষের পক্ষে তেমন সুলতান মহমূদ। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেই অনেকে

হইয়াছে। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে বোধ হয়, মধ্যদেশ ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। বাহ্লীকের (বক্ষের) গ্রীক ভূপতিদিগের মধ্যে দেমেত্রিয়স্ ও মেনান্দ্র অনেক স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। বোধ হয়, দেমেত্রিয়সের আক্রমণপ্রসঙ্গে (খ্রীঃ পূঃ ১৭৮ অব্দে) পতঞ্জলি উক্ত বাক্যদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির সেই ফলসম্পত্তিশোভিত রমণীয় রাজ্যে যাইতে থাকেন। বিদেশী-দিগের এইরূপ আক্রমণে আমেরিকার আদিম নিবাসী-দিগের স্বাধীনতারত্ন অপহৃত হয়। আর সুলতান মহমূদ ফিরিয়া গেলেই অনেকে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পার হইয়া ভারতে আসিয়া পড়িতে থাকেন। বিদেশীদিগের এই সম্পর্কে, বিদেশী সৈন্যপ্রবাহের এই ভীষণ অভিঘাতে ভারতের স্বাধী-নতা বিনষ্ট হয়।

সুলতান মহমূদের পর মহম্মদ গোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফল ভারতে পরাধীনতার সূত্রপাত। সুলতান মহমূদ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াই নিরস্ত ছিলেন, কিন্তু মহম্মদগোরী ভারতে মুসলমানরাজ্য প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়া যান। দৃশদ্বতীর তীরে মহাযুদ্ধে পৃথ্বীরাজের পতন হইলে মহম্মদ গোরীর ক্রীতদাস ও সেনাপতি কোতবদ্দিন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। ভারতে মুসলমানদিগের আধিপত্য কোতবদ্দিন হইতে আরম্ভ হয়।

ভারতে পাঠানরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে তিমুরলঙ্গ ১৩৯৮ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। এই সময়ে তগলকবংশীয় মহম্মদ তগলক দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারত-বর্ষ অধিকার করা তিমুরলঙ্গের ভারতাক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল না। উহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্ব্বধ্বংস ও সর্ব্বনাশ। এই উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছিল। তিমুর শতদ্রুর তটদেশ হইতে পথবর্ত্তী দেশ সকল লুণ্ঠন করিতে করিতে দিল্লীতে উপস্থিত হন। মহম্মদ তগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। দিল্লী অধি-

কৃত, বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। অধিবাসিগণ তরবারির মুখে সমর্পিত হইতে থাকে। এইরূপে বিপ্লবময় উদ্দেশ্য সাধনের পর তিমুর কাবুল দিয়া, আপনার দেশে ফিরিয়া যান।

ক্রমে পাঠানরাজত্বের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আইসে, ক্রমে পাঠানরাজগণ ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়েন। বাবরশাহ এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া মোগলরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদ গোরী যাহার সূত্রপাত করেন, বাবর ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাহা সম্প্রসারিত ও সুশৃঙ্খল করিয়া তুলেন। ভারতে মোগলরাজত্ব পাঠানরাজত্ব অপেক্ষা সুদৃঢ় ও সুব্যবস্থিত। প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ ঘটনাবিশেষে বাধ্য হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বাবরও কিয়দংশে সেইরূপ বাধ্য হইয়া ভারতে উপনীত হন। পশুপালক ও কৃষিজীবী আর্য্যসম্প্রদায় মধ্যএশিয়ার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হইতে ক্রমে আফগানিস্তানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। বাবরও আপনার মধ্য এশিয়ার রাজ্য হারাইয়া কাবুলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘোরতর আত্মবিগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, কৃষিজীবী আর্য্যগণ শান্তিলাভের আশায় দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে পদার্পণ করেন, বাবরও আত্মবিগ্রহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শান্তিলাভ ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির আশায় পঞ্জাবের মুসলমান শাসনকর্ত্তার পরামর্শে আফগানিস্তান হইতে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ অতিবাহন করিয়া, ভারতবর্ষে উপনীত হন। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য হন নাই। অনার্য্যদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রাধান্য স্থাপন ও বসতি বিস্তার করিতে হয়। বাবরও ভারতবর্ষে আসিয়া নির্ব্বিবাদে

রাজত্ব স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি পানিপথের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী এব্রাহেম লোদীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। আর্য্যশাসনে ও আর্য্যসভ্যতায় যেমন বিজিত অনার্য্যদিগের অনেক উপকার হয়, মোগল রাজত্বের পূর্ণ বিকাশে তেমন নিপীড়িত ভারতবর্ষীয়দিগেরও অনেক অংশে উপকার ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে। বাবরের রোপিত বীজ আকবরের সময়ে ফলপুষ্পযুক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়। তাপদগ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ এই তরুবরের শীতল ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা এই আশ্রয়স্থলে সমবেত হইয়া, শান্তিলাভে একবারে হতাশ হয় নাই। ইহাদের অনেকের জ্বালাযন্ত্রণা দূর হয়, অনেকে বাসনায় পরিতৃপ্তিতে, কৃতজ্ঞতার আবেশে বিভোর হইয়া, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে চারিদিক মাতাইয়া তুলে। সুতরাং বাবরের আক্রমণে ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হয়। ইহাতে আপাততঃ দীর্ঘকালব্যাপী অত্যাচার অবিচারের স্রোত অনেকাংশে নিরুদ্ধ হইয়া আইসে। পাঠানরাজত্বে ভারতবর্ষীয়েরা যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, আকবর বা শাহজঁহার রাজত্বে সে শৃঙ্খলের বন্ধন শিথিল হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অনেকাংশে স্বাধীনতার সুখভোগ করিতে থাকে। পরজাতির অধীন হইলেও আকবরশাসিত ভারতবর্ষকে স্ব-তন্ত্র বলা যাইতে পারে।

পাঠান-রাজত্বের ভগ্নদশায় যেমন তিমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন, মোগলরাজত্বের ভগ্ন দশায়ও তেমন আর দুইজন আক্রমণকারী আফগানভূমি হইতে ভারতে সমাগত হন।

ইহাদের একজন নাদিরশাহ; অপর জন অহম্মদশাহ দোর্‌রাণী। নাদির পারস্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া ১৭৩৯ অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। আর মহম্মদ শাহ আফগানিস্তানের দোর্‌রাণীদিগের অধিনায়ক হইয়া, ১৭৬১ অব্দে ভারতে উপনীত হন। এই দুই আক্রমণও তিমুরলঙ্গের আক্রমণের ন্যায় সর্ব্বস্বান্তকর। সুতরাং ইহাতে ভারতবর্ষের কোন উপকার হয় নাই।

ভারতবর্ষকে এই সকল প্রধান প্রধান আক্রমণের গুরুতর ভাব—সময়ে সময়ে অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে। হিন্দু আর্য্যগণের ভারতাক্রমণে ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতিতে যে, ভারতবর্ষ সমগ্র সভ্য জগতের নিকটে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূজা পাইতেছে, তাহার মূল এই আক্রমণ। রাজনৈতিক বিষয়ে বাবরের আক্রমণেও ভারতবর্ষের কিয়দংশে উপকার হইয়াছে। যেহেতু ইহাতে জেতৃবিজিত-সম্বন্ধ অনেকাংশে শিথিল হয়। আকবরের রাজত্বে এই সম্বন্ধ প্রায় উঠিয়া যায়। বিজিত হিন্দু বিজেতা মোগলের সমকক্ষ হইয়া, সৈন্যপরিচালন রাজ্যশাসন ও গুরুতর রাজনৈতিক বিষয়ে মন্ত্রণা দান করিতে থাকেন।

ভারতবর্ষ স্থলপথে এইরূপ বহুবার আক্রান্ত হইলেও আক্রমণকারীর গতিনিরোধে সমুচিত ক্ষমতা প্রদর্শন করে নাই। সুলতান মহমূদ মধ্য এশিয়ার সম্মুখে ভারতাক্রমণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করেন। এই দ্বার উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর ভারতবর্ষকে বিদেশী আক্রমণকারীর নিকটে সর্ব্বদা অবনত থাকিতে হইয়াছে।

সুলতান মহমূদ ও মহম্মদ গোরীর সময়ে ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান ছিল। স্বাধীন হিন্দু রাজগণ ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডে আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে ছিলেন। কিন্তু তখন সমগ্র ভারত একতাসম্পন্ন বা জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না। তখন ভারতে কোনও পরাক্রান্ত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। মহারাজ চন্দ্র গুপ্তের সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষের উপকার হইয়াছিল। যেহেতু তখন বাহ্লীকের গ্রীক ভূপতিগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিতে সাহসী হন নাই। সুলতান মহমূদ বা মহম্মদ গোরীর সমকালে ভারতবর্ষের বিছিন্ন রাজ্যের উপর কোন একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তখন ভারতের দেহ পরস্পর বিযুক্ত ছিল। সুতরাং অভিনব আক্রমণকারীর প্রয়াস সফল হয়। মুসলমানগণ ভারতের রত্নসিংহাসন অধিকার করিলেও সমুদয় স্থলে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের অনেকে বিলাসসুখে প্রমত্ত থাকিতেন, অনেকে অত্যাচারে অবিচারে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন। এজন্য অন্তর্বিদ্রোহে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিত। লোদীবংশের শেষ রাজা এব্রাহিমের সময়ে ভারতবর্ষের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, স্থানান্তরের তাতার ভূপতিও মুক্তিদাতা বলিয়া অভিনন্দিত হইয়া ছিলেন। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা দৌলত খাঁর আহ্বানে বাবর ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করেন। মুসলমান ভূপতিগণের আক্রমণেই ভারতে মুসলমান-রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। আর ইহার সাংঘাতে শিবজির মহামন্ত্রে সঞ্জীবিত মরহাট্টাদিগেরও

অধঃপতন হয়। ভারতে প্রবেশের সেই অদ্বিতীয় দ্বার সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম ঐ আক্রমণের পথও উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। মুসলমানের প্রথম দুই আক্রমণে ভারতের দুইটি প্রধান মুসলমানশক্তির অধঃপতন ঘটে। ইহার পর আর দুই আক্রমণে ভারতের শেষ মুসলমানরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাজয় হয়। এই সকল আক্রমণের স্রোতও আফগানিস্তান হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সংকীর্ণ রাজনীতির দোষে মোগলসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, মোগলের শাসন ও মোগলের আধিপত্যের ক্রমে বলক্ষয় হইতে থাকে। এই সময়ে নাদির শাহ আফিগানিস্তান হইতে প্রবলবেগে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। দিল্লী বিধ্বস্ত ও রাজকীয় ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়। নাদিরের আক্রমণের পর আর দিল্লীর সম্রাটগণ মাথা তুলিতে পারেন নাই। যে শরীরী রোগজীর্ণ হইয়া শোচনীয় ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, তাহা এই আক্রমণেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রবল প্রতাপ। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত তাহাদের বীরদর্পে কাঁপিতেছিল। এই প্রবল প্রতাপ ও এই বীরদর্পের অধঃপতন অহম্মদ শাহ দোর্‌রাণীর আক্রমণে ঘটে। অহম্মদ শাহ আফগানিস্তান হইতে আসিয়া ১৭৬১ অব্দে পানিপথের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রসৈন্য পরাজিত করেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল করিতেছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, মুসলমানের প্রথম দুই আক্রমণে দুইটি মুসলমানশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়। তিমুরলঙ্গের আক্রমণে মহম্মদ তগলকের রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং বাবর শাহের আক্রমণ-

প্রবাহে লোদীবংশীয়দিগের রাজত্বের শেষ চিহ্ন বিধৌত হইয়া যায়। সুতরাং মুসলমান ভারতে কেবল হিন্দুশক্তিই সঙ্কুচিত করে নাই, মুসলমানশক্তিও বিনষ্ট করিযাছে।

পূর্ব্বোক্ত আক্রমণ ব্যতীত আরবেরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। পারস্য ও আরবের সেনাপতি মোহালিব স্থলতান মাহমূদের আক্রমণের কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুলতানে উপনীত হন। কথিত আছে, তিনি ঐ স্থান হইতে অনেককে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর খলিফা ওমরের সময়ে আরবেরা জলপথে সিন্ধুদেশে পদার্পণ করে। কিন্তু, তখন তাহারা দেশজয়ে প্রবৃত্ত হয় নাই। সিন্ধুদেশের সুন্দরী নারী সংগ্রহ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। খ্রীঃ ৭১১অব্দে খলিফা ওয়ালিদের সময়ে সিন্ধুদেশ মহম্মদ কাসেমকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কাসেম বোধ হয়, জলপথে আসিয়া সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষ জলপথে এই প্রথম বার আক্রান্ত হইলেও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। কাসেমের মৃত্যুর পরেই সিন্ধু আবার স্বাধীন হয়।

যাহা হউক, সুলতান মহমূদ যেমন উত্তর দিক্ হইতে স্থলপথে ভারতবর্ষে আসিবার পথ উন্মুক্ত করেন, বাস্কোডি গামা তেমন ইউরোপ হইতে জলপথে ভারতে আইসার পথ উদ্ঘাটিত করিয়া দেন। সুলতান মহমূদ মধ্যএশিয়ার সহিত ভারতবর্ষ সংযোজিত করিয়া ছিলেন, সেকেন্দর শাহের পর বাস্কোডিগামা ইউরোপের সহিত ভারতের সংযোগ সাধন করেন। সুলতান মহমূদ মহাপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী ভূপতি; বাস্কোডি গামা একজন সামান্য নাবিক। সুলতান মহমূদ সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতবর্ষ আক্র-

মণ করিয়াছিলেন, বাস্কোডি গামা বাণিজ্যব্যবসায়প্রসঙ্গে ভারতে উপনীত হইয়া ছিলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এই সামান্য নাবিকের আবিষ্ক্রিয়ায় কোনরূপ রাজনৈতিক ফলের উৎপত্তি হয় নাই। শেষে এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়। এই আবিষ্ক্রিয়া হইতে শেষে ভারতে প্রধান রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজেরা ভারতের বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিল। ঐ শতাব্দীর শেষে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গরেজ, বাস্‌কোডি-গামার আবিষ্কৃত পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের উপকূলে উপনীত হন। এ সময়ে ওলন্দাজদিগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। ক্রমে পরিবর্ত্তনশীল সময়ের সহিত ওলন্দাজদিগের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বাস্‌কোডি-গামার আবিষ্ক্রিয়ার যেরূপ ফলভোগ করিতেছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইঙ্গরেজ ও ফরাসী সেইরূপ ফলভোগে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষ অরাজক অবস্থায় ছিল। নাদির-সাহের আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাট্ রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ঘোরতর অভ্যন্তরীণ বিপ্লবের স্রোতে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অরাজকতা, ইঙ্গরেজ ও ফরাসী, উভয়কেই ভারতে আত্মপ্রাধান্য স্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। এইরূপে দুইটি প্রবল বণিকসম্প্রদায় ভারতের রত্নসিংহাসন লাভের আশায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসীর পরাজয় হয়। একশতাব্দীর মধ্যে প্রায় সমগ্র ভারত ইঙ্গরেজের পদানত হইয়া উঠে।

বাস্কোডিগামার আবিষ্ক্রিয়া হইতে এইরূপ মহাব্যাপার সম্পন্ন হয়। সামান্য নাবিক যখন ঘোরতর কষ্ট ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করেন, তখন তিনি মনেও ভাবেন নাই যে, ঐ পথই এক সময়ে সুদূরবিস্তৃত ভারতবর্ষের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবে। সুলতান মহমূদের অবলম্বিত পথ অপেক্ষা বাস্কোডিগামার আবিষ্কৃত পথ, ভারতে গুরুতর রাজনৈতিক ফল বিকাশ করিয়া দিয়াছে। ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই, ভারতে আপনাদের রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার মানসে সৈন্য সামন্ত লইয়া মহাসাগর অতিবাহনে প্রবৃত্ত হন নাই। সুলতান মহমূদ বা মহম্মদ গোরী প্রভৃতির সহিত ইঙ্গরেজকে এক শ্রেণীতে নিবেশিত করা যায় না। ইঙ্গরেজ বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া প্রধানতঃ এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যে এদেশের শাসনদণ্ড অধিকার করিয়াছেন। সময় ও অবস্থা, উভয়ই ইঙ্গরেজের অনুকূল হইয়াছিল। অনুকূলতায় ইঙ্গরেজের অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। ইঙ্গরেজ ভারতের আক্রমণকারী না হইলেও ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। আয়তনে, পরিমাণে ইঙ্গরেজের ভারতসাম্রাজ্য আকবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে।

এখন ভারতাক্রমণের স্থলপথ ও জলপথ, উভয়ই জিগীষু জাতির সুপরিচিত হইয়াছে। রুশিয়া ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের সীমান্তভাগে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সুলতান মহমূদের অবলম্বিত পথের অনুসরণ করিবেন কিনা, তৎসম্বন্ধে নানাজনে নানাকথা কহিতেছেন। জলপথে ফরাসীদিগের

উপর অনেকের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। অনন্ত কালের অভি-ঘাতে ভারতের অবস্থা আবার পরিবর্ত্তিত হইবে কি না, তাহা ভবিষ্যদ্দর্শীই অবগত আছেন।

বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার।

পলাশী যুদ্ধের পর হইতে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হয়। এই যুদ্ধের পর হইতেই বাঙ্গালার নবাব ইঙ্গরেজের পদানত হইয়া পড়েন। যে যুদ্ধ একদল বিদেশীকে বণিকবেশ ছাড়াইয়া রাজবেশে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়াছে, তাহাতে বিজেতা আপনার লোকাতীত শূরত্ব বা আপনার অসাধারণ পরাক্রম দেখান নাই। দেবীরের যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ মোগলের হস্ত হইতে মিবার রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। পরাক্রমশালী রণজিৎসিংহ নওশেরার যুদ্ধে জয়শ্রী অধিকার করিয়া সিন্ধুনদের অপর পারে —আফগানের অধিকৃত পেশাবরে আপনার জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ভারতের মহাশক্তিরূপিণী কর্ম্মদেবী আম্বেরের নিকটে কোতবদ্দীন ইবক্‌কে পরাজিত করিয়া, স্বরাজের স্বাধীনতা অক্ষত রাখিয়াছিলেন। বীরকেশরী শিবজী দক্ষিণাপথের যুদ্ধে মোগলসৈন্যের ক্ষমতা রোধ করিয়া, হিন্দুজয়ী মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধেই বিজেতার বিজয়িনী শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়—বিজেতারা এই সকল যুদ্ধে আপনাদের বীরত্ব ও ক্ষমতাবলে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করেন। ইতিহাসে এই সকল কথা অক্ষয় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। কিন্তু যে পলাশীর যুদ্ধে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, মীরজাফর ইঙ্গরেজের নিকটে আত্মবিক্রয় করেন, ব্যবসায়ী ব্রিটিশ কোম্পানি বাঙ্গালা,

বিহার ও উড়িষ্যার সন্ধিবিগ্রহঘটিত রাজকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হন, তাহাতে বিজেতা ইঙ্গরেজ আপনাদের বীরত্বের পরিচয় কিছুই দেন নাই। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" একথা পলাশীযুদ্ধের সম্বন্ধে প্রয়োজিত না। অকৃতজ্ঞতায় এই যুদ্ধের উৎপত্তি, বিশ্বাসঘাতকতায় এই যুদ্ধের স্থিতি এবং আশ্রয়দাতা প্রতিপালকের প্রাণনাশের সহিত তাঁহার ধনসম্পত্তিতে অকৃতজ্ঞ আশ্রিতের লোভের পরিতর্পণ, এই যুদ্ধের পরিণাম। মহারাজ পুরু যদি বীরোচিত তেজস্বিতা ও গৌরব দেখাইতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেকন্দর শাহের উদারতা ইতিহাসের বরণীয় হইত না। সিরাজের অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতেন, তাহা হইলে পলাশীর যুদ্ধে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজের আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন না।

ইঙ্গরেজ ইতিহাসলেখক ইঙ্গরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী সিরাজের চরিত্র বড় কুৎসিতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। মার্শমান প্রভৃতির মুখে আমরা শুনিতে পাই, সিরাজউদ্দৌলা বড় অত্যাচারী ও ক্রূরপ্রকৃতি ছিলেন, গর্ভিণীর গর্ভ বিদারণ করিয়া আমোদিত হইতেন, ভাগীরথীতে জলপূর্ণ নৌকা ডুবাইয়া তামাসা দেখিতেন। সংক্ষেপে পৃথিবীতে যতপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তি ও পাপ আছে, সিরাজ তৎসমুদায়েরই অধিকারী ছিলেন। আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাধারণের নিকটে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত করাই বোধ হয়, ইঙ্গরেজ ইতিহাসলেখকের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। আজ কাল কোন নৃশংস নরাধমের নাম করিতে হইলে প্রায়ই সিরাজউদ্দৌলার সহিত তাহার তুলনা হইয়া থাকে। কিন্তু সিরাজ প্রকৃতপক্ষে এইরূপ

নরপশু ছিলেন কিনা, তাহা অনেকে অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন তাঁহার মাতামহের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। এ বয়সে বুদ্ধির স্থিরতা বা দূরদর্শিতা জন্মে না। সুতরাং সিরাজ যে, অস্থিরবুদ্ধি ও অদূরদর্শী ছিলেন, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তরুণবয়সে একটি বহুসমৃদ্ধ, বহুজনাকীর্ণ রাজ্যের অধিকার পাইলে সহজেই রাজ্যাধিকারীর ক্ষমতাপ্রিয়তার বিকাশ হয়। সিরাজ যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী পাইয়া উদ্ধত ও ক্ষমতাপ্রিয় হইয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্যের কথা নহে। আজকাল সুসভ্য দেশেও এইরূপ ক্ষমতাপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জর্ম্মনির সম্রাট ও রুশিয়ার জার কিরূপ কঠোরভাবে আপনাদের রাজশক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা অনেকেই জানেন। স্বদেশহিতৈষী আরাবী পাশা স্বার্থপর ইঙ্গরেজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে ইঙ্গলণ্ডের উদারনীতিক সম্প্রদায় তাঁহাকে কিরূপে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল পরিণতবুদ্ধি দূরদর্শীকে কেহ ক্রূরপ্রকৃতি নরশার্দ্দূল বলিয়া উল্লেখ করেন না। অপরিণতবুদ্ধি, অদূরদর্শী সিরাজউদ্দৌলা উক্তভাবের পরিচয় দিয়াছেন বলিয়াই যে, সমুদায় পাপভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইবে, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

বাঙ্গালার ইঙ্গরেজাধিকারের কথা কেবল চাতুরী, প্রবঞ্চনা ও অবাধ্যতায় পরিপূর্ণ। এই চাতুরীময়, প্রবঞ্চনাময় ও অবা

ধ্যতাময় কথার প্রসঙ্গে আমরা সিরাজউদ্দৌলার পরিচয় পাই। এই পরিচয়ে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে যত দোষ দেখা না যায়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইঙ্গরেজের চরিত্রে ততোঽধিক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সিরাজউদ্দৌলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার, ইঙ্গরেজেরা কলিকাতায় তখন একদল সামান্য ব্যবসাদার। এই ব্যবসাদারের দল যে কোন প্রকারে হউক, নবাবের আদেশে তাচ্ছল্য দেখাইয়া, নবাবের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হন। ইঁহারা নবাবের অধিকারস্থ একজন অপরাধীকে আপনাদের আশ্রয়ে রাখেন, নবাব পুনঃ পুনঃ বলিয়া পাঠাইলেও তাহাকে ছাড়িয়া দেন না; আবার নবাবের বিনা অনুমতিতে আপনাদের দুর্গের জীর্ণসংস্কার করেন। একদল বিদেশী ব্যবসায়ীর এইরূপ আস্পর্দ্ধা ও অনধিকারপ্রিয়তা রাজাধিপতির অসহনীয়। লাহোরদরবারের একজন তেজস্বী সর্দ্দার বৃদ্ধ পিতার অপমানে উত্তেজিত হইয়া, অস্ত্রধারণ করিলে, ইঙ্গরেজ চিরবন্ধু রণজিৎসিংহের শিশু পুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, অনায়াসে পঞ্জাব আত্মসাৎ করিতে পারেন, আর বাঙ্গালার নবাব একদল সামান্য ব্যবসায়ীর অবাধ্যতায় উত্তেজিত হইয়া, তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন না কেন, তাহা ইতিহাস নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ। সিরাজ তাঁহার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দুর্গের জীর্ণসংস্কার সম্বন্ধে কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবের অবাধ্যতাপূর্ণ পত্র পাইলেন। তাঁহার ক্রোধ প্রবল হইল। তিনি অবিলম্বে আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশীমবাজারে উপনীত

হইলেন। ওয়াটস্ সাহেব এই স্থানে ইঙ্গরেজদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। নবাব তাঁহাকে তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অবাধ্যতা ও অবিনয়ের জন্য মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু ওয়াটস্, ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রভৃতির সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলেন না *। অপমানক্রুদ্ধ, নরঘাতক ও গর্ভিণীর গর্ভ-বিদারকের সমক্ষে ইঙ্গরেজেরা অক্ষতশরীরে রহিলেন। ইহার পাঁচদিন পরে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিরোধ ঘটে, শেষে পলাশির যুদ্ধে এই বিরোধের অবসান হয়। ঘটনার মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে বোধ হইবে, ইঙ্গরেজের অবাধ্যতা ও প্রাধান্যপ্রিয়তার জন্য এই বিরোধ ঘটিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান সময়েও দেখা যায়, ইঙ্গরেজ যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে গমন করেন, প্রায় সেই স্থানে কোন না কোন প্রকারে আপনাদের ক্ষমতা স্থাপন করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল। ইঙ্গরেজ বাণিজ্য করিতে বাঙ্গালায় আসিয়া, ধীরে ধীরে দুর্গ নির্ম্মাণ ও তাহাতে সৈন্য নিবেশ করিতে থাকেন। এজন্য নবাবের আদেশে উপেক্ষা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। নবাব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইলেও কাশীমবাজারে কলিকাতাস্থিত ইঙ্গরেজদিগের সতীর্থগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ভুলেন নাই। ইহা

* Torrens, Empire in Asia, p. 27.

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা অধিকারী অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবকের অল্প সুখ্যাতির কথা নহে।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে ইঙ্গরেজদিগের কুঠীতে ৫১৪ জন লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে ইউরেশীয় প্রভৃতির সংখ্যাই বেশী, ১৭৪ জন মাত্র ইউরোপীয়। যাহাহউক, কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া, কতিপয় সতীর্থের সহিত দুর্গ হইতে পলায়ন করিলেন। কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হইল। নবাব ইউরেশীয় প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিলেন। কেবল হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬ জন ইঙ্গরেজ তাঁহার বন্দী হইলেন। সিরাজ এই বন্দীদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোরতা দেখান নাই। তিনি হলওয়েল প্রভৃতির বন্ধন মুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে অনেক আশ্বাস দিলেন *। অপরিণতবয়স্ক নবাবের এইরূপ ব্যবহার, তাঁহার শিষ্টতা ও সৌজন্যের দ্বিতীয় প্রমাণ। যে নরহত্যায় আমোদিত হয়, কেহ বিপদগ্রস্ত হইলে আহ্লাদে গলিয়া যায়, সে কখনও বন্দীকৃত শত্রুকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, আশ্বাসিত করে না। হতভাগ্য সিরাজের অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু পতিত শত্রুর প্রতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনে তাঁহার যে গুণগরিমা প্রকাশ পাইয়াছে, ইতিহাস তাহার আদর করিতে বিমুখ হইবে না।

নবাব বন্দীভূত ১৪৬ জন ইঙ্গরেজকে আশ্বাস দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের দুরদৃষ্ট ঘুচিল না। যাহার হস্তে এই সকল বন্দীর রক্ষার ভার ছিল, তিনি সকলকে রাত্রিকালে একটি

* Empire in Asia, p 27.

পরিগ্রহণের তারিখ ০২/০২/২০০৭

অতি সঙ্কীর্ণ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিশীথে এইরূপ বায়ুশূন্য গৃহে আবদ্ধ থাকাতে অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। ভয়ঙ্করী রাত্রি প্রভাত হইলে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩টি বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালমাত্রাবিশিষ্ট জীবিত দেহ বাহিরে আসিল। নবাব রাত্রিকালে বিশ্রামগৃহে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, এই শোচনীয় অন্ধকূপহত্যার বিষয় তাঁহার গোচর হয় নাই। সুতরাং এজন্য তাহাকে দায়ী করা যাইতে পারে না। প্রভাতে এ বিষয় তাঁহার গোচর হইলে তিনি বন্দীরক্ষকগণকে সমুচিত শাস্তি দেন নাই, এইটি তাঁহার একটি প্রধান দোষ। এ দোষ গোপন করিতে কেহ ইচ্ছা করে না। কিন্তু সেনাপতি হড্‌সনের পৈশাচিক ব্যবহারের সাফাই করিবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্র হইয়া পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাঁহারাই আবার অন্ধকূপ-বিড়ম্বনার উল্লেখ করিয়া এশিয়াবাসীর নৃশংসতায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, ইহাই অধিকতর আশ্চর্য্য এবং বর্ত্তমান সভ্যনীতির রহস্য।

সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বের একশত বৎসর পরে ব্রিটিশ কোম্পানির সুশাসিত ভারতবর্ষে যখন সিপাহিহাঙ্গামা প্রায় মিটিয়া যায়, তখন কাপ্তেন হডসন দিল্লীর তিন জন রাজকুমারকে যেরূপ নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়াছিলেন, তাঁহা মনে হইলে আজ পর্য্যন্ত হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে—প্রেতাত্মার আশ্রয়ভবনে এই রাজকুমারগণ আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। আপনাদের জীবন রক্ষা পাইবে, এই আশায় ইহারা সমাধিমন্দির হইতে আপনাদের ইচ্ছায় বাহিরে আসিয়া ইঙ্গরেজ সেনানী হডসনের নিকটে আত্মসমর্পণ করেন। ইহাদের

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরী
ডাক সংখ্যা ৭৫০

মুখমণ্ডলে ভয়ের চিহ্ন ছিলনা, আশঙ্কার কালিমা ছিল না, নিরাশার বিষণ্ণতা ছিল না, ইঁহারা উপস্থিত হইয়া বিনয় ও নম্রতার সহিত হডসনকে অভিবাদন করিলেন। হডসনও প্রত্যভিবাদন করিলেন। হডসন ইঁহাদিগকে সমাধিমন্দির হইতে পাঁচ মাইল দূরে লইয়া গেলেন। শেষে আপনার সৈন্য দ্বারা ইঁহাদের আরোহিত গোরুর গাড়ী ঘেরিলেন এবং ইঁহাদের গাত্রবস্ত্র খুলিয়া স্বহস্তে ইঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করিলেন। কেবল এই হত্যাতেই ব্রিটিশ বীরপুরুষের ক্রোধ শান্ত হইল না। হডসন নিহত সম্রাটপুত্রগণের অস্ত্র, অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ সংগ্রহ পূর্ব্বক দিল্লী নগরে যাইয়া মৃত দেহ গুলি বাহিরে অনাবৃত স্থানে ফেলিয়া রাখিলেন *। সুসভ্য ব্রিটিশরাজত্বে ব্রিটিশ বীরের নিকটে এইরূপে আশ্রয়প্রার্থীর আত্মসমর্পণের গৌরব রক্ষা পাইল, ব্রিটিশ বীরপুরুষ এইরূপে যুদ্ধবিরত, শোচনীয় দশাগ্রস্ত নিরাশ্রয় জীবকে হত্যা করিয়া জগতের সমক্ষে আপনার অপূর্ব্ব বীরত্বকীর্ত্তির পরিচয় দিলেন। সেই বীরপুরুষের মহাকীর্ত্তির গৌরব তাঁহার স্বজাতীয়গণের অনেকে উচ্চকণ্ঠে গান করেন। হায়! জয়শ্রী! তুমি মানবহৃদয়কে কতই মলিন করিতে পার।

ঠিক এই ভাবের না হউক, বিচারে শৈথিল্য, পক্ষপাতের বিচারে স্বজাতীয় দোষীর অব্যাহতি, রাজার বা রাজপুরুষগণের দণ্ডপরিচালনে বিষম বিড়ম্বনা কি নিত্য ঘটিতেছেনা? এখনকার দিনে অনেক নরঘাতক ইঙ্গরেজকে ইঙ্গরেজের বিচারে অব্যাহতি পাইতে কি আমরা দেখিতেছি না? মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বে, উদারতা ও সমদর্শিতার উপাসক গ্লাডষ্টোনপ্রভৃ-

* Martin, Indian Empire, Vol II. p. 448.

ত্তির প্রাধান্যসময়ে এই সকল ঘটনা আমাদের চক্ষের উপর ঘটিতেছে। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যাঁহারা রাজনীতি-বিশারদ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে যাঁহারা দূরদর্শী বলিয়া গৌরবলাভের প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা যাহা করিতে পারিতেছেন না, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একটি অপরিণতবুদ্ধি তরুণ যুবক তাহা যে, করিতে পারেন নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু এজন্য নিরন্তর অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার সন্তর্পণে প্রবৃত্ত হওয়া, কতদূর ন্যায়সঙ্গত বলিতে পারি না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবাব হল্‌ওয়েল প্রভৃতি ইঙ্গরেজ বন্দী-দিগকে অন্ধকূপে আবদ্ধ করিয়া রাখার জন্য বন্দীরক্ষককে সমুচিত শাস্তি দেন নাই। অন্ধকূপে যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিবি কেরী নাম্নী একটি যুবতী এবং হল্‌ওয়েল প্রভৃতি চারিজন ইঙ্গরেজ ব্যতীত নবাব সকলকে ছাড়িয়া দেন। নবাবের ধারণা ছিল, হল্‌ওয়েল ইঙ্গরেজদিগের গুপ্ত ধনাগারের বিষয় অবগত আছেন, ঐ ধনাগারে বহু অর্থ সঞ্চিত রহিয়াছে। হল্‌ওয়েল অন্ধকূপ হইতে যখন নবাবের সমক্ষে আনীত হন, তখন তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। নবাব জল দিয়া তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। নবাব তখন হল্‌ওয়েলকে গুপ্ত ধনাগারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হল্‌ওয়েল কিছুই জানেন না বলিয়া উত্তর দিলেন। কিন্তু নবাব এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইলেন না। বোধ হয়, অর্থলাভের আশাতেই নবাব হল্‌ওয়েল প্রভৃতিকে বিমুক্ত করেন নাই।

রক্ষকদিগের হস্তে বন্দীদের দুরবস্থার একশেষ হয়। বন্দিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিশীর্ণশরীরে ভগ্নহৃদয়ে মুর্ষিদাবাদে আনীত হন। নবাব এজন্য রক্ষকদিগকে শাস্তি দেন নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, ইহা নবাবের দোষ। কিন্তু নবাব মুর্ষিদাবাদে উপস্থিত হইয়া বন্দীদের বিষয় যখন অবগত হইলেন, তখন তিনি কয়েক জনকে মুক্তি দিলেন, এবং হল্‌ওয়েলপ্রভৃতিকেও বিমুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বন্দীদিগকে এত তাড়াতাড়ি মুর্ষিদাবাদে পাঠান হইয়াছে বলিয়া, তিনি ক্রোধপ্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে নবাবের আদেশে বন্দিগণ বিমুক্ত হইলেন। পারিষদবর্গ নবাবকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, হল্‌ওয়েলের এখনও অনেক সম্পত্তি আছে। সুতরাং তাঁহাকে পুনর্ব্বার আলীনগরে (কলিকাতার পূর্ব্ব নাম) মাণিকচাঁদের নিকটে পাঠান উচিত। ইহাতে বিমুক্তির বিনিময়ে হল্‌ওয়েলের নিকট হইতে অনেক অর্থ পাওয়া যাইবে। নবাব ইহাতে গম্ভীর ভাবে কহিয়াছিলেনঃ—"একথা ঠিক হইতে পারে; যদি তাঁহার কিছু থাকে, তাহা হইলে উহা তাঁহারই থাকুক। তিনি অনেক যাতনা, অনেক কষ্ট সহিয়াছেন। এখন তাঁহার মুক্তিলাভ করাই উচিত*।" অষ্টাদশবর্ষীয় তরুণ যুবক এইরূপ সদয়ভাবে এইরূপ হৃদয়ভেদী কথা কহিয়া হল্‌ওয়েলপ্রভৃতিকে মুক্তি দিয়া ছিলেন। হল্‌ওয়েলের লিপিতে ইঙ্গরেজবর্ণিত নির্ম্মম, নির্দ্দয়, নিদারুণ অত্যাচারী যুবকের এইরূপ সমবেদনা ও এইরূপ সদাশয়তার চিহ্ন জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

* Wheeler, Early Records of British India, p. 251.

অন্ধকূপ হত্যার পর এক জন ইঙ্গরেজ সেনানী মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ইঁহারই অসাধারণ সাহস ও প্রতিভা এবং ইঁহারই অসাধারণ চাতুরী ও ছলনায় বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজের অধিকার বদ্ধমূল হয়।

কর্ণেল ক্লাইব মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতা উদ্ধার করেন। ইহার পর হুগলি অধিকৃত হয়। হুগলী সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। ইঙ্গরেজ কোম্পানি এই সুযোগে, নবাবের সৈন্য পহুঁছিতে না পহুঁছিতে হুগলীর উপর গোলাগুলি চালাইতে আরম্ভ করিলেন। ইঙ্গরেজরা কিরূপে উড়িয়া আসিয়া যুড়িয়া বসিতেছিলেন, তাহা ইহাতে বুঝা যাইবে। ইঙ্গরেজকর্তৃক হুগলী অধিকারের সংবাদে নবাব ক্রুদ্ধ হন। এস্থলে ক্রোধ না হওয়াই আশ্চর্য্য, এক দল বিদেশীর এইরূপ অত্যাচারে যে রাজ্যাধিপতি নীরব থাকেন, তিনি প্রকৃত নরপতি নামের যোগ্য নহেন। সিরাজ-উদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া আবার সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু এবার ইঙ্গরেজদিগের ক্ষতি হইল না। নবাবের সহিত ইঙ্গরেজেরা সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিতে তাঁহাদের অনেক লাভ হইল। তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছামত কলিকাতা গড়খাই করিবার অধিকার পাইলেন। নবাব ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, তাঁহাদের যে সকল সম্পত্তি লইয়াছিলেন, তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইল। পূর্ব্ব ফর্ম্মাণ অনুসারে ইঙ্গরেজেরা যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহা বজায় থাকিল। তাঁহারা বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার স্থলপথে ও জলপথে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগকে টাকা প্রস্তুত করিবার অধিকার দেওয়া হইল। নবাব ইঙ্গরেজকে রক্ষা করিতে

সম্মত হইলেন, ইঙ্গরেজেরাও নবাবের সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিলেন *। এই সন্ধিস্থাপনের দুই দিন পরে নবাব মুর্শিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যে সন্ধিতে ইঙ্গরেজপক্ষের এত লাভ হইল, ইঙ্গরেজরা যদি সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু দুরন্ত লোভী আত্মলোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। নবাব ইঙ্গরেজ কোম্পানির নিরন্তর সুবিধা করিয়া দেওয়াতে ইঙ্গরেজেরা এখন তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজের বক্তৃতায়—ইঙ্গরেজের চিঠি পত্রে, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলিয়া সম্মানিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু এই বন্ধুতা—এই সম্মানের উদ্দেশ্য সর্ব্বস্বগ্রহণ। বন্ধুর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতে না পারিলে, বন্ধুতার গৌরব রক্ষা পাইবে কেন? নবাব বহুবিস্তৃত জনপদের অধিকারী ও বহুসম্পত্তি-শালী, সুতরাং তিনি ঘোর অত্যাচারী। এই অত্যাচারের অপরাধে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করাই উচিত। উপস্থিত সময়ে ইহাই লর্ড ক্লাইবের প্রধান নীতি ছিল। ইঙ্গরেজাধিকারের পরবর্ত্তী ইতিহাসেও আমরা এই নীতির বিকাশ দেখিতে পাই। ধন সম্পত্তির মহিমায় ও দেববাঞ্ছনীয় কোহিনুরের বিমল বিভায় পবিত্র পঞ্চনদ ভারতে তুলনারহিত, সুতরাং লাহোর-দরবার উচ্ছৃঙ্খল ও শান্তির বিরোধী। এজন্য অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহকে রাজ্যচ্যুত করাই সঙ্গত। বিপুল বৈভবে অযোধ্যা, লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন, সুতরাং অযোধ্যা ঘোর অরাজকতা-পূর্ণ

* Orme, Hindustan. Vol II, p. 135-136. Malleson, Life of Lord Clive., p. 189.

অযোধ্যার নবাবকে মুচিখোলায় নির্ব্বাসিত করাই কর্ত্তব্য। দাহিবের দুহিতা সুন্দরী না হইলে, সিন্ধুজয়ী কাসেমের শিরশ্ছেদ হইত না। হতভাগ্য ভারতের রাজ্যগুলি ধনসম্পত্তিতে গৌরবান্বিত না হইলে, রাজ্যাধিকারীরা দুর্দ্দশায় পড়িতেন না। এই লোভ-লালান্বিত নীতির সূত্রপাত লর্ড ক্লাইব করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী সময়ে লর্ড ডালহৌসী তাহারই সম্প্রসারণ করিয়াছেন। ভারতে ইঙ্গরেজাধিকারের মূল সূত্র পৌনঃপুনিক দশমিকের ন্যায় ইতিহাসে কতবার দেখা দিয়াছে। আবার যে দেখিতে পাইব না, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব?

যখন সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করেন, তখন ইউরোপে ফরাসীইঙ্গরেজে যুদ্ধ চলিতেছিল। কিন্তু এই যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া চন্দননগরের ফরাসীরা সে সময়ে কলিকাতার ইঙ্গরেজদিগের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। নবাব ক্রোধান্ধ হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিয়াছিলেন; কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত ছিল না; আক্রান্ত ইঙ্গরেজেরাও সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন না। আক্রমণনিবারণে বা আত্মসংরক্ষণে তখন তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা এসময়ে অনায়াসে ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া, তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিতে পারিতেন। কিন্তু ফরাসীরা ইহা করেন নাই। এ সঙ্কটকালেও প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা ও প্রাধান্য পর্য্যদস্ত করিতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। ইঙ্গরেজেরা নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ওলন্দাজ এই প্রার্থনাপূরণে সম্মত হন নাই, কিন্তু ফরাসীরা ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য করিতে উদ্যত হইয়া,

ছিলেন। সকলেই ভবিষ্যৎবিষয়ে অন্ধ। সিরাজউদ্দৌলা যদি জানিতেন, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট ও প্রণষ্ট-সর্ব্বস্ব করিবেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। ফরাসীরা যদি জানিতেন, ইঙ্গরেজ পরে তাঁহাদের প্রাধান্য নষ্ট করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহা হইলে তাঁহারা নবাবের কলিকাতা আক্রমণসময়ে, ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে উদাসীন থাকিতেন না। ফরাসী ভবিষ্যদ্দর্শী বা ইঙ্গরেজকোম্পানির কূট মন্ত্রকৌশলের মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন না। এই ভবিষ্যদ্দর্শিতার অভাবে বাঙ্গালায় ফরাসীর অধঃপতন হইয়াছে, আর লর্ড ক্লাইবের কূটমন্ত্রকৌশলের প্রভাবে বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে।

ইঙ্গরেজ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন। নবাবের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। সন্ধির নিয়মে ইঙ্গরেজ বণিককোম্পানি অনেক বিষয়ে লাভবান্ হইলেন। তাঁহারা যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদের বাসনা ফলবতী, সাধনা সিদ্ধিবিধায়িনী হইল। ফরাসীরা চন্দননগরে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিতেছিলেন, ক্লাইব এখন ঐ প্রাধান্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। রোমের সিপিও যেমন কার্থেজের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, ক্লাইবও তেমনই চন্দননগর রোষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন তিনি হুগলী আক্রমণ করেন, তখন ফরাসী অধিকার চন্দননগরও উৎসন্ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছা ফলবতী করিতে, তিনি এখন কৃত সঙ্কল্প হইলেন।

ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধির বন্দোবস্ত করিয়া, নবাব মুর্শি-

দাবাদের অভিমুখে যাইতে ছিলেন। পথে, ইঙ্গরেজ কোম্পানির চন্দননগর আক্রমণের প্রস্তাব তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। নবাব এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ফরাসীরা তাঁহার অধিকারে শান্তভাবে বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে নিরাপদে রাখিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক এ প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে উদাসীন হইলেন না। তিনি ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে অসম্মত হইলেন। ইহা সিরাজউদ্দৌলার ধীরতা ও শান্তভাবের আর একটি প্রমাণ। সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রপট যাঁহাদের হস্তে কলঙ্কিত হইয়াছে, যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে ঘোর দুর্বৃত্ত ও অশান্তপ্রকৃতি বলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত করিয়াছেন, সিরাজউদ্দৌলা এক সময়ে তাঁহাদের সমক্ষেই এইরূপ ধীরতা ও প্রশান্তভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ নবাবের অধিকারে শান্তি ভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, নবাবের আশ্রিত লোকদিগকে স্থানভ্রষ্ট ও সম্পত্তিভ্রষ্ট করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, নবাব এ প্রার্থনাপূরণে অসম্মত হইলেন। ইহাতে শান্তির প্রত্যাশী তরুণ রাজ্যাধিপতির চরিত্র যেমন উজ্জ্বল হইতেছে, শান্তির বিদ্বেষী কলিকাতাস্থিত ইঙ্গরেজ বণিকের প্রকৃতি তেমন আত্মস্বার্থের গভীরকালিমায় ঢাকিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু লর্ড ক্লাইব আপনার সঙ্কল্প ছাড়িলেন না—স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে কিছুতেই উদাসীন রহিলেন না। তিনি চন্দননগর অক্রমণের বন্দোবস্ত করিলেন। চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা রেণল্ট ইঙ্গরেজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া

নবাবকে জানাইলেন। নবাব অগ্রদ্বীপে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় ফরাসীদিগের দূত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা দূতমুখে শান্তিভঙ্গের সংবাদ পাইয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার রাজ্যে শান্তভাবে থাকিতে সম্মত নহেন। তাঁহাদের দূরভিসন্ধিতে ক্রমে নানা স্থানে অশান্তির আবির্ভাব হইবে, ক্রমে হয়ত তিনি স্বয়ংই এই অশান্তির জালে জড়িত হইয়া পড়িবেন। সুতরাং তিনি এই ভাবী অশান্তির পূর্ব্বসূচনা দেখিয়া, স্থির থাকিতে পারিলেন না। সংবাদ পাওযামাত্র সিরাজউদ্দৌলা অগ্রদ্বীপ হইতেই ইঙ্গরেজদিগকে উপস্থিত আক্রমণে নিবৃত্ত থাকিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ইঙ্গরেজদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তাঁহাদের উপর নবাবের কেমন একটা অবিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সুতরাং নবাব কেবল পত্র লিখিয়া নিরস্ত থাকিলেন না। হুগলী সুরক্ষিত করিবার জন্য পনর শত সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে রাজা নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। ইঙ্গরেজেরা চন্দননগর আক্রমণ করিলে, নবাব ফরাসীদিগকে যথোচিত সাহায্য করিতে নন্দকুমারকে আদেশ দিলেন, অধিকন্তু আত্মসংরক্ষণ-ব্যয়ের জন্য ফরাসী গবর্ণর রেণল্টের নিকটে এক লক্ষ টাকা পাঠাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলার পত্র কলিকাতায় পহুঁছিল। ক্লাইব কিছু চিন্তিত হইলেন। একবারে দুই পক্ষের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হন, উপস্থিত সময়ে তাঁহার এমন ক্ষমতা বা যোগাড় ছিলনা। সুতরাং তিনি নবাব ও ফরাসী, উভয়কেই আপনাদের শত্রু করিয়া তুলিতে অনিচ্ছুক হইলেন। উপস্থিত সময়ে চন্দননগরে ফরাসীদিগের ১৪৬ জন মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল।

ক্লাইব ইহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইলে, চন্দননগর অধিকার করা বড় একটা সহজ ব্যাপার হইবেনা ভাবিয়া, ক্লাইব কিছু ভগ্নোৎসাহ হইলেন। এ সময়ে চন্দননগর আক্রমণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতা করিতে নিরস্ত হইলেন। ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেণ্ট ওয়াটস্ সাহেব নবাবের সঙ্গে ছিলেন। ক্লাইবের আদেশে তিনি নবাবকে জানাইলেন যে, ইঙ্গরেজেরা চন্দননগর আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা আর ফরাসীদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না।

কিন্তু ক্লাইব মুখে যাহা বলিতেন, কার্য্যে তাহা পরিণত করিতে জানিতেন না। সুবিধা অসুবিধা বুঝিয়া তিনি আপনার কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ইহাতে লোকলজ্জা, ধর্ম্মভয় বা সুনীতির অবমাননা, কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। যে কোন উপায়ে হউক, আপনার স্বার্থসাধনই তাঁহার অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার কার্য্যসাধনী বৃত্তি ন্যায়ের দিকে চাহিয়া দেখিত না, উদারতার দিকে দৃষ্টিপাত করিত না, লোকহিতৈষিতার দিকে মনোযোগ দিতনা, আত্মসম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিত না, কেবল স্বার্থসাধনার তৃপ্তিতেই আপনি তৃপ্ত হইত। তিনি আজ যাহা বলিতেন, কাল তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন। আজ যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতেন, কাল সে প্রতিজ্ঞাপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন। ঘটনাস্রোতের পরিবর্ত্তের সহিত তাহার চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইত, সুতরাং তাঁহার কথা ও তাঁহার অঙ্গীকারের কোন মূল্য

ছিলনা। তিনি উচ্চ শ্রেণীর সেনাপতি, উচ্চ শ্রেণীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু সাধুতার অভাবে মহাপুরুষের শ্রেণীতে স্থান পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই।

অসুবিধা দেখিয়া, ক্লাইব নবাবকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি চন্দননগর আক্রমণ করিবেন না, ফরাসীদিগের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন না। কিন্তু সহসা এই অসুবিধা দূর হইল। সুযোগ ও সুবিধা ক্লাইবের হৃদয়ে গভীর আশা ও বিশ্বাসের রেখাপাত করিল। এই সময়ে আহম্মদ খাঁ দোর্‌রাণী দিল্লী আক্রমণ করিয়া ছিলেন। অল্পবয়স্ক, অপরিণতবুদ্ধি নবাব ইহাতে আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, আক্রমণকারী পাঠান ক্রমে বিহার ও বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িবে। সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা বাড়িয়া উঠিল। তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যে দিন নবাবের পত্র ক্লাইবের নিকটে উপস্থিত হয়, সেই দিন ক্লাইব সংবাদ পাইলেন যে, তিন খানি জাহাজ অনেকগুলি ইউরোপীয় সৈন্য লইয়া বোম্বাই হইতে ভাগীরথীর মুখে আসিয়া পহুঁছিয়াছে, আর এক খানি জাহাজ আর এক দল সৈন্য লইয়া মাদ্রাজ হইতে বালেশ্বরে উপনীত হইয়াছে। ক্লাইব এখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহসী হইলেন। এতদিন তিনি সৈন্যবলে প্রবল ছিলেন না, সুতরাং নবাবের কথাতেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া আসিতে ছিলেন। এখন সৈন্যসমাগমের সংবাদে প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বের আশা জাগিয়া উঠিল। তিনি নবাবের কাছে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, শান্তভাবে যে শান্তিময় কথায় নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা ভুলিয়া গেলেন।

ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সুনীতির অবমাননা করিয়া, ক্লাইব আবার চন্দননগর আক্রমণে উদ্যত হইলেন। হল্‌ওয়েল প্রভৃতি ইঙ্গরেজ বন্দিগণ যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একখানি সামান্য নৌকায় মুর্ষিদাবাদে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাদের পরিধেয় বসন ছিল না, চাউল ও নদীর জল ব্যতীত অন্য কোন আহারীয় বা পানীয় ছিল না, নৌকায় রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার ভাল আবরণ ছিল না। তাঁহারা এইরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া কাশীমবাজারে উপনীত হইলে হলওয়েল সেই স্থানে ফরাসীদিগের কুঠীর অধ্যক্ষ ল'কে একখানি পত্র লিখেন। পত্র পাইয়া ল' নদীতটে আসিয়া বন্দীদের নিকটে প্রায় এক ঘণ্টা থাকেন। ল, রক্ষীদিগকে কহেন যে, যদি তাহারা বন্দী-দিগকে আহার করিতে এক ঘণ্টার জন্য তটদেশে নামিতে দেয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে যথোচিত পারিতোষিক দেওয়া যাইবে, কিন্তু রক্ষকগণ ইহাতে সম্মত না হওয়াতে ল বন্দী-দিগকে পরিধেয় ও অন্যান্য গরম কাপড়, খাদ্য, পানীয় (সুরা) এবং নগদ টাকা দেন। বন্দিগণ মুর্ষিবাদে উপনীত হইলেও ল' ঐরূপ সৌজন্য ও বন্ধুতা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই।

হলওয়েল স্বয়ং এই উপকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী, দুঃসময়ে ইঙ্গরেজের এইরূপ উপকার করিয়াছিলেন *। এখন ইঙ্গরেজই প্রত্যুপকারের বিনিময়ে ফরাসীদিগের অপকারসাধনে প্রস্তুত হইলেন। কৃতজ্ঞতার কি শোচনীয় পরিণাম!

এখন লর্ড ক্লাইবের পার্শ্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে রাখিলে

* Early Records of British India, pp., 247, 248.

উভয়ের চরিত্রগত তারতম্য বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। ইঙ্গ-রেজ ও ফরাসী, উভয়েই সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। উভয়েই শান্তভাবে আপনাদের অবলম্বিত কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকেন, ইহাই নবাবের ইচ্ছা ছিল। অধিকন্তু নবাব ফরাসীদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতিপ্রযুক্তই তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য টাকা পাঠাইয়া দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতিপ্রযুক্তই লর্ড ক্লাইবকে চন্দননগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করেন। রাজ্যাধিপতির এই অনুরোধ রক্ষা করা লর্ড ক্লাইবের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু এই কর্ত্তব্যপালনে ক্লাইবের মনোযোগ ছিলনা। সিরাজউদ্দৌলা নিজের অধিকারে শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে ক্লাইবকে নিষেধ করিয়াছিলেন, চতুর ক্লাইব চাতুরী অবলম্বন করিয়া, নবাবকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা শান্তির প্রয়াসী, ক্লাইব শান্তির বিদ্বেষী, সিরাজউদ্দৌলা আশ্রিতের রক্ষাবিধানে যত্নশীল, ক্লাইব সেই আশ্রিতের অনিষ্টসাধনে উদ্যত। সিরাজউদ্দৌলা সরল হৃদয়ে ক্লাইবের নিকটে সরলতার আশা করিয়াছিলেন, ক্লাইব স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপূর্ব্ব চাতুরী ও প্রবঞ্চনার বলে তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সরলভাবে ইঙ্গরেজ বণিকের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন, ক্লাইব সেই সরলতা ও সুবিধার বিনিময়ে তাঁহাকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা সদ্ব্যবহারের সম্মানরক্ষক, ক্লাইব সাধুতার অমর্য্যাদা-কারক। সিরাজউদ্দৌলা প্রতারিত, ক্লাইব প্রতারক। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কে? বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি। আর ক্লাইব কে? বাঙ্গালার এক

দল বিদেশী বণিকের একজন সামান্য সেনাপতি মাত্র। এই আশ্রিত সেনাপতি এক সময়ে আশ্রয়দাতা অধিপতিকে এই রূপে প্রতারিত করিয়াছিলেন। ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা লর্ড ক্লাইবের সমক্ষে তরুণবয়স্ক সিরাজের চরিত্র কতদূর উজ্জ্বল হইয়াছে, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।

রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটসন্ সাহেব পদগৌরবে ক্লাইব অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীতে নিবেশিত ছিলেন। সুতরাং ক্লাইব তাঁহার বিনা সম্মতিতে চন্দননগর আক্রমণ করিতে পারিলেন না। এদিকে ওয়াটসন্ও নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে উপস্থিত বিষয়ে সম্মত হইলেন না। যাহাহউক, তিনি এ বিষয়ে নবাবকে সম্মত করাইতে একখানি পত্র লিখিলেন। ফরাসীদিগকে সাহায্য করাতে নবাবকে যথোচিত ভর্ৎসনা করা হইল। ইহার পর রণতরীর অধ্যক্ষ লিখিলেন—"পাঠানের আক্রমণ নিবারণ জন্য আপনি পাটনায় যাইতেছেন; এ জন্য আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, আমাদিগকে চন্দননগর অধিকার করিতে অনুমতি করুন, আপনার ইচ্ছা হইলে, আমরা আপনার সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত যাইব। আমরা শপথ পূর্ব্বক কি এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হই নাই যে, আমাদের এক পক্ষের বন্ধু ও শত্রু, অপর পক্ষের বন্ধু ও শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে? এখন যদি আমরা এই প্রতিজ্ঞা পালন না করি, তাহা হইলে কি প্রবঞ্চকের শাস্তিবিধানকর্ত্তা ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবেন না?" পত্র পাইয়া নবাব বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যখন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তখন কখনও ভাবেন নাই যে, ঐ পবিত্র সন্ধিপত্রের

কথা এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অনুগত ও আশ্রিতের উচ্ছেদসাধন কি প্রবঞ্চকের দণ্ডবিধাতা ঈশ্বরের অভিপ্রেত? অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক ইঙ্গরেজের এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অধীর হইলেন। বিস্ময় ও অধীরতার সঙ্গে তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। ফরাসীগণ বাঙ্গালায় শান্তভাবে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই, তথাপি ওয়াটসন্ সাহেব পবিত্র সন্ধির নামে, দুর্জ্জনের শাস্তিদাতা ঈশ্বরের পবিত্র নামে, তাহাদের উচ্ছেদসাধনজন্য অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। ইঙ্গরেজের বর্ণিত নীতিজ্ঞানশূন্য, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য সিরাজউদ্দৌলা ন্যায়ত ধর্ম্মের অবমাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। নিদারুণ ক্রোধের সহিত তিনি ইঙ্গরেজদিগের কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। যাহারা ছলে, বলে ও কৌশলে নির্দ্দোষ ও নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়, ঈশ্বরের সমক্ষে তাহারাই প্রবঞ্চক ও শাস্তির উপযুক্ত। নবাব এইরূপ প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে জড়িত না হইয়া আপনার হৃদয়বলের পরিচয় দিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয়, অধিকাংশ ইঙ্গরেজের ও তাঁহাদের ছন্দানুবর্ত্তী ভারতবর্ষীয়ের লিখিত ইতিহাসে এই হৃদয়বলের সমুচিত সম্মান রক্ষিত হয় নাই। ন্যায়পরতা ও দূরদর্শিতার অভাবে, পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতার প্রভাবে ইহাদের লেখনী প্রায়ই অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছে।

ওয়াটসন্ সন্ধিপত্রের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া, যখন সিরাজউদ্দৌলাকে চন্দননগর আক্রমণের অনুমতিদানে সম্মত করাইতে পারিলেন না, তাঁহার চাতুরী, তাঁহার কৌশলজাল,

যখন সমস্তই সিরাজের কাছে ব্যর্থ হইল, তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া ভয়প্রদর্শনে উদ্যত হইলেন। অষ্টাদশবর্ষ-বয়স্ক তরুণমতি নবাবের মনে আতঙ্ক জন্মাইয়া, আপনাদের স্বার্থ সাধন করিতে এখন তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি ৭ই মার্চ্চ নবাবকে লিখিলেন, "যদি দশ দিনের মধ্যে সন্ধি অনুসারে কার্য্য করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি আরও অধিক রণতরী আনা-ইবেন এবং তাঁহার রাজ্যে এমন অগ্নি প্রজ্বালিত করিবেন যে, সমস্ত ভাগীরথীর জলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।" সিরাজউদ্দৌলা যখন আফগানদিগের আশঙ্কায় অস্থির ছিলেন, তখন কঠোরমতি ইঙ্গরেজের এই কঠোরতাময় পত্র তাঁহার নিকটে পহুঁছিল। পত্র পাইয়া তিনি অধিকতর অস্থির হইলেন। গভীর আশঙ্কায় তাঁহার পূর্ব্বক্রোধ তিরোহিত হইল। তিনি এখন বিনয়ের সহিত ওয়াট্‌সন্‌কে লিখিলেন যে, ফরাসীদিগকে কোনরূপ সাহায্য করা হয় নাই। সন্ধি-পত্রের নিয়মসমূহ পালন করিতে তাঁহার বিশেষ যত্ন আছে। ইহার পর চন্দননগর আক্রমণের সম্বন্ধে তিনি লিখি-লেন, "আপনারা সদ্বিবেচক ও সচ্চরিত্র। যদি আপনা-দের কোন শত্রু সরলহৃদয়ে আপনাদের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে আপনারা অবশ্য তাহার জীবনের কোন হানি করিবেন না। কিন্তু এইরূপ দয়াপ্রদর্শনের পূর্ব্বে আপনাদি-গকে সেই শত্রুর হৃদয়ের সরলতা ও অভিপ্রায়ের সাধুতার সম্বন্ধে সন্তোষকর প্রমাণ গ্রহণ করিতে হইবে। নচেৎ আপ-নারা যাহা ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ওয়াট্‌সন্‌ নবাবের এই শেষ বাক্যই, চন্দননগর আক্রমণে

তাঁহার সম্মতি বলিয়া ধরিয়া লইলেন। পরদিন সিরাজের চিত্ত-বৃত্তি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। সিরাজ পরদিন জানিতে পারিলেন যে, আফ্‌গানেরা আর বাঙ্গালা আক্রমণ করিবে না। সুতরাং তিনি নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইলেন। যে গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, ইঙ্গরেজের সহিত আচরণেও তাহাদের নিকটে তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে দূর হইল। তিনি এখন দৃঢ়ভাব সহিত ওয়াট্‌সন্‌কে চন্দননগর আক্রমণে নিরস্ত থাকিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কোনও ফল হইল না। ওয়াট্‌সন্ ক্লাইবের ন্যায় চন্দননগর আক্রমণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এখন কিছুতেই বিচলিত হইল না। নবাবের দ্বিতীয় পত্র তাঁহার নিকট অসম্মান-সূচক বলিয়া বোধ হইল। তিনি অবিলম্বে চন্দননগরের বিরুদ্ধে আপনার রণতরী পরিচালিত করিলেন।

কূটবুদ্ধি ইঙ্গরেজ কিরূপ চাতুরী অবলম্বন করিয়া অল্পবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই ঘটনাতেও তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। ছলে হউক, বলে হউক, কোনরূপে নবাবকে আপনাদের ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়া রাখিতেই ইঙ্গরেজ কোম্পানির বিশেষ চেষ্টা ছিল। ক্লাইব ও ওয়াট্‌সনের সময়ে এই চেষ্টা অধিকতর প্রসারিত হয়। ইঙ্গরেজ কোম্পানির ব্যবহারে সিরাজউদ্দৌলা বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার দূরদর্শী মাতামহ মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল *।

* যখন আলিবর্দ্দীখাঁর মৃত্যু হয়, তখন মারহট্টাদিগের প্রবল প্রতাপ।

তিনি ইঙ্গরেজ হইতে নানা অনিষ্টের আশঙ্কা করিতেন। ইঙ্গরেজ তাঁহাকে সন্ধিপত্রের যে অর্থ বুঝাইয়া দেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হন। ঘৃণা ও বিরাগের সহিত তাঁহার ক্রোধ বাড়িয়া উঠে। তিনি প্রথমে ইঙ্গরেজের কোন অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন নাই; ইঙ্গরেজ কোম্পানিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনে প্রয়াস পান। বিদেশীর এরূপ আস্পর্দ্ধা রাজ্যাধিপতির সহনীয় হয় নাই। এই অসহিষ্ণুতা কখনও অপক্ষপাত ঐতিহাসিকের নিকটে নিন্দনীয় হইবে না। যাহারা কোনও রাজ্যাধিপতির আশ্রয়ে বাস করিয়া শেষে, নানা চাতুরীতে সেই রাজাধিপতিরই ক্ষমতা নাশ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহারা লোকত ও ন্যায়ত দণ্ডনীয়। ইঙ্গরেজ সিরাজউদ্দৌলার নিকট অবশ্য এইরূপ দণ্ডনীয় হইয়াছিলেন। কিন্তু সিরাজ তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করেন নাই। তাঁহাদিগের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, সিরাজ সমস্ত ক্ষতির পূরণ করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নাই। ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, বিবেকের মর্য্যাদা বিনষ্ট করিয়া, আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া, তাঁহারা কেবল আত্মস্বার্থের তৃপ্তিসাধনেই উদ্যত হইয়াছিলেন। কিছুতেই এই দুরাকাঙ্ক্ষার অবসান হয়

মহারাষ্ট্র সৈন্য সময়ে সময়ে বাঙ্গালায় আসিয়া উপদ্রব করিত। এই সময়ে ইঙ্গরেজেরাও প্রবল হইতে ছিলেন। তাঁহাদের সুদৃঢ় রণতরী ও জলযুদ্ধের সুপ্রণালী দেখিয়া আলিবর্দ্দীখাঁর বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। তিনি মারহট্টাদিগের পরাক্রম ও ইঙ্গরেজদিগের জলযুদ্ধকৌশল লক্ষ্য করিয়া মৃত্যুসময়ে সিরাজউদ্দৌলাকে কহিয়াছিলেন। 'এখন, স্থলে অগ্নি জ্বলিতেছে, জলে উহা জ্বলিলে কে নিবাইতে সমর্থ হইবে?' আলিবর্দ্দীখাঁ ইহা কহিয়া সিরাজকে ইঙ্গরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

নাই, এই উদ্যমও কিছুতেই প্রতিহত হইয়া উঠে নাই। ইঙ্গরেজ এক সময়ে অষ্টাদশবর্ষীয় যুবককে আপনাদের চাতুরীজালে আবদ্ধ করিয়া, আর এক সময়ে, তাঁহাকে ঘোরতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের আবর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের স্বার্থ সাধন করিতে ছিলেন। তরুণবয়স্ক নবাব এক সময়ে ইঙ্গরেজের অনুচিত প্রার্থনায় অধীর হইয়া অপরিসীম ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন, আর এক সময়ে তাঁহাদের ভয়ে ভীত হইয়া অনুনয়বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেন। ইঙ্গরেজের কূট মন্ত্রণার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়া নির্দ্দোষ যুবক এইরূপে এদিক ওদিক পরিচালিত হইতে ছিলেন। আর ইঙ্গরেজও এইরূপে এই নির্দ্দোষ যুবকের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাইয়া, আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ও প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিতেছিলেন। বঙ্গে ইঙ্গরেজের রাজত্বস্থাপন এইরূপ অনুদারতা ও অবিবেচনায় কলঙ্কিত হইয়াছিল। এইরূপ অপরিসীম প্রাধান্যস্পৃহা ও অনন্ত দুরাকাঙ্ক্ষার স্রোতে বিবেক ও ন্যায়পরতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

চন্দননগর আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইল। পরাজিত ফরাসীগণ কাশীমবাজারে আসিয়া আশ্রয় লইল। নবাব চন্দননগর পতনের সংবাদে যারপরনাই, ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধের আবেগে তিনি ইঙ্গরেজদিগকে শান্তির বিরোধী বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। ফরাসীদিগের উপর এখন তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদনার সঞ্চার হইল। তিনি পরাজিত ফরাসীদিগকে কাশীমবাজারে আপনার রক্ষাধীনে রাখিলেন। কিন্তু তিনি ফরাসীদিগের প্রতি সমবেদনা দেখাইতে গিয়া ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্ট

সাধনে উদ্যত হন নাই। লর্ড ক্লাইব আপনার গোপনীয় পত্রসমূহে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, নবাব সন্ধিপত্রের সমস্ত নিয়ম যথাযথ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট ওয়াট্‌স্ সাহেবকে তিন লক্ষ টাকা দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইঙ্গরেজ কোম্পানির যে সমস্ত কুঠী ও দ্রব্যাদি নবাবের অধিকারে আসিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ফিরাইয়া দেওয়া হয়। এসম্বন্ধে নবাবের কোনরূপ অযত্ন বা ত্রুটি লক্ষিত হয় নাই *। কিন্তু সিরাজের এই সদাচারণেও লর্ড ক্লাইব সন্তুষ্ট হন নাই। অপরিণতবুদ্ধি, অপরিণতবয়স্ক রাজ্যাধিপতি জগতের সমক্ষে যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন, বিদেশী ইঙ্গরেজ কোম্পানির একজন কূটবুদ্ধি কর্ম্মচারী সে সত্যনিষ্ঠার অবমাননা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। লর্ড ক্লাইব গোপনে সিরাজের সত্যবাদিতার প্রশংসা করেন, কিন্তু প্রকাশ্যে তাঁহার অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। ন্যায় ও ধর্ম্মের অবমাননা করিয়াও তিনি আপনাদের প্রাধান্য রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিছুতেই তাঁহার এই দুরভিসন্ধি প্রতিহত হয় নাই এবং কিছুতেই তাঁহার এই দুরাশা দূরীভূত হইয়া যায় নাই। সিরাজ ক্রমে বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি ধীরে ধীরে চক্রী ইঙ্গরেজের চাতুরীজালে জড়িত হইতেছেন। সুতরাং একদিন তাঁহার ক্ষমতা অন্তর্হিত ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইবে। এই দুশ্চিন্তায় ইঙ্গরেজদিগের উপর ক্রমে তাঁহার অবিশ্বাসের সঞ্চার হইল। তিনি রাজা রামদুর্লভকে সৈন্যদল লইয়া ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী পলাশী গ্রামে থাকিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু এই

* Torrens, Empire in Asia, P. 33.

আদেশপ্রচারে ইঙ্গরেজদিগের প্রতি তাঁহার কোনও শত্রুতা প্রকাশ পায় নাই। পলাশী গ্রাম কলিকাতা বা চন্দননগরের নিকটবর্ত্তী নহে; রাজদুর্লভও ইঙ্গরেজ সৈন্যদলের সমক্ষে আপনার সৈন্যদল স্থাপন করেন নাই। সিরাজ সমগ্র দেশের অধিপতি ছিলেন। অধিকৃত ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে তিনি আপনার সেনাপতিদিগকে রাখিতে পারিতেন। এই কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণে কাহারও কোনও অধিকার ছিল না। তথাপি লর্ড ক্লাইব পলাশীতে নবাবের সৈন্যদল আছে শুনিয়া, তাহার বিরুদ্ধাচরণে সমুত্থিত হইলেন। নবাবের অধিকারে আর যে সকল ফরাসী উপনিবেশ ও ফরাসী প্রজা ছিল, তৎসমুদায় তিনি আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে নবাবকে কঠোরভাবে লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্রমে তাহার এ কঠোরভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতনের সূত্রপাত ঘটিল।

সিরাজউদ্দৌলা মর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় তাঁহার একাধিপত্য ছিল। তথাপি একদল বিদেশীয় অধীনস্থ সেনাপতি তাঁহাকে তাঁহার অনভিপ্রেত কার্য্য সাধনে আদেশ দিতে লাগিলেন। রাজ্যাধিপতির সমক্ষে যেরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার দেখাইতে হয়, লর্ড-ক্লাইব তাহার কিছুই পরিচয় দেন নাই। ফরাসীগণ নবাবের অধিকারে আশ্রয় লইয়াছিলেন; নবাব তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে ধর্ম্মত বাধ্য ছিলেন। কিন্তু লর্ড ক্লাইব এই রাজধর্ম্মের প্রতি কিছুমাত্রও সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। তিনি সেই আশ্রিত ফরাসীদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ জন্য নবাবকে কঠোরভাবে আদেশ দেন। বিদেশীর এইরূপ আস্পর্দ্ধা ও

এইরূপ অনধিকারপ্রিয়তায় রাজ্যাধিপতির মনে কিরূপ অপমান ঘৃণা, ক্রোধ ও বিরাগের আবেগ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এদিকে সিরাজউদ্দৌলা অতি তরুণবয়স্ক ছিলেন। বয়সের তারল্যপ্রযুক্ত তাঁহার চিত্তবৃত্তির চাপল্য সর্ব্বাংশে তিরোহিত হয় নাই। ইহার উপর বণিক্‌বৃত্তি বিদেশীর নানা উপদ্রবে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধীরতা অন্তর্হিত হইল। ক্রোধ পূর্ণমাত্রায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং অপরিসীম অপমানতিমিরে তাঁহার হৃদয় কালিমাময় হইয়া পড়িল। দিবসে তাঁহার শান্তি ছিল না, রাত্রিতেও নিদ্রা আসিয়া তাঁহার শ্রান্তিবিনোদনে সমর্থ হইত না। আফ্‌গানদিগের আক্রমণভীতি এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি আপনার শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিয়া ক্রমে উদ্বিগ্ন, ক্রমে শঙ্কিত ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। সন্তোষ ও শান্তি চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে অপসারিত হইল। তিনি একদিন ইঙ্গরেজ দূতকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিতেন, আর এক দিন অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইতেন; এক দিন আফ্‌গানের আক্রমণসংবাদে সংত্রস্ত হইতেন, আর একদিন ইঙ্গরেজদের কোন রূপ ন্যায়বিগর্হিত অভিনব প্রার্থনায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেন, একদিন তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, আর একদিন দুশ্চিন্তা ও বিষাদে তাঁহার মুখে প্রগাঢ় কালিমার রেখা পাত হইত। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। পর-প্রতারণা ও পর-লাঞ্ছনায় হতভাগ্য অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের সুখ ও শান্তি এইরূপ তিরোহিত হইয়াছিল।

রাজ্যাধিপতির ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর সম্ভবে না। এই শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া আজ কে না হতভাগ্য সিরাজের প্রতি সমবেদনা দেখাইবে? অপমানের কঠোর দংশন, নিরাশার গভীর আর্ত্তনাদ, প্রভুশক্তির শোচনীয় অধঃপতন ও বিনাদের অনন্ত কালিমার ছবি স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া আজ কে না এই হতভাগ্য বালকের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে? কিন্তু আজ অধিকাংশ ইঙ্গরাজের ইতিহাসে সিরাজ ঘোর দুর্ব্বৃত্ত নরাধম বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। ইঙ্গরাজের অঙ্কিত সিরাজের এই কলঙ্কময় চিত্র আজ বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে। কলঙ্কের অকথ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আজ অনেকেই এই হতভাগ্য সিরাজের পরলোকগত আত্মার সন্তর্পণ করিতেছেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার অদৃষ্টচক্র এক সময়ে সহসা এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

সিরাজউদ্দৌলা যখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, এবং পরে যখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়, তখন রঙ্গ-ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান রাজপুরুষের আবির্ভাব হইয়া উঠে। ইহারা উভয়েই সিরাজের সমক্ষে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিতেন, উভয়েই কার্য্যক্ষম ও ক্ষমতাপ্রিয় ছিলেন। নবাবের দরবারে উভয়েরই ক্ষমতা ও প্রাধান্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। ক্রমে ইহাদের চক্রান্তেই সিরাজের কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। ইহাদের একজন চক্রান্তের সূত্রপাত করেন, আর একজন সেই চক্রান্তের গতি বিস্তার করিয়া, সিরাজের স্থলে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠেন। ইহাদের একজন ওয়াট্‌স সাহেব, আর একজন মীরজাফর খাঁ।

ওয়াট্‌স্ সাহেব মুর্ষিদাবাদে ইঙ্গরেজ কোম্পানির রেসিডেণ্ট ছিলেন। লর্ড ক্লাইব এই রেসিডেণ্ট দ্বারা অনেক সময়ে নবাবের মনোগত ভাব জানিতে পারিতেন। সুতরাং নবাবের দরবারে যে সকল ঘটনা উপস্থিত হইত, তাহার কিছুই ক্লাইবের অবিদিত থাকিত না। ক্লাইব এই সূক্ষ্মদর্শী কর্ম্মচারী হইতে সকল বিষয় জানিয়া, আপনার দুরভিসন্ধিসিদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব যেমন সাক্ষাৎসম্বন্ধে কলিকাতায় ইঙ্গরেজ কোম্পানির সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, মীরজাফর তেমন ছিলেননা। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত মীরজাফরখাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। মীরজাফর নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি হইয়া বক্‌সী উপাধিতে বিশেষিত হন। তাঁহার অধীনে অনেকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্যছিল। তিনি ইচ্ছা করিলেই, সমরক্ষেত্রে ঐ সকল সৈন্য একত্র করিয়া আপনার রণ-পারদর্শিতা দেখাইতেন। ঘটনাক্রমে সিরাজউদ্দৌলার রক্ষিত এই প্রধান সেনাপতিরও মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। আলিবর্দ্দী খাঁ যাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং আপনার দুহিতারত্নকে যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, যিনি সিরাজউদ্দৌলার আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার অবস্থার উন্নতি করিতেছিলেন, তিনিই শেষে ইঙ্গরেজের পক্ষে যাইয়া আপনার সেই আশ্রয়দাতা, প্রতিপালনকর্ত্তা প্রভুর বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন। দুর্নিবার লোভে, অপার বিশ্বাসঘাতকতায়, মীরজাফরের চরিত্র এইরূপে কলঙ্কিত হইয়াছিল। এই রূপ কলঙ্কের ভার মাথায় লইয়া মীরজাফর সিরাজের সর্ব্বনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দীখাঁর ন্যায় দূর-দর্শী বা সদ্বিবেচকছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে অসন্তুষ্টছিল। প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরাও সহসা তাঁহার অব্যবস্থিততা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ, রাজা রায় দুর্লভ ও মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গালার রাজকার্য্যের প্রধান পরিচালক ছিলেন। জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ নবাবের ধনতৃষ্ণায় অসন্তুষ্ট হন। নবাবের একজন তরুণবয়স্ক প্রিয়পাত্র, রায় দুর্লভের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করাতে, রায় দুর্লভও নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। যখন রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজ-কর্ম্মচারিগণ কোনও বিষয়ে রাজ্যাধিপতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তখন সহজেই কোন একটি গুরুতর ষড়যন্ত্রের উদ্ভব হইতে পারে। উপস্থিত সময়েও সিরাজের বিরুদ্ধে এইরূপ ষড়যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রথমে জাবলতিফ্ খাঁ নামক এক জন রাজপুরুষ রঙ্গক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিনি রেসিডেণ্ট ওয়াটস্ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করেন যে, নবাব ইঙ্গরেজের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আফগানদিগের আক্রমণভয় দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি ইঙ্গ-রেজদিগের সহিত মৌখিক বন্ধুতা রাখিতেছেন মাত্র। তিনি শীঘ্রই সৈন্যদল লইয়া পাটনায় যাত্রা করিবেন। তাঁহার অনু-পস্থিতিতে ইঙ্গরেজগণ সহজে মুর্শিদাবাদ অধিকার করিতে পারেন। জাবলতিফ্ খাঁ অতঃপর নবাব হইবেন, ইহা স্থির হইলে তিনি, রাজা রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের সহিত মুর্শি-দাবাদ অধিকারে ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য করিতে পারেন।

ইহার পর ইঙ্গরেজেরা যে কোন প্রস্তাব করিবেন, জারগতিফ্ তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইবেন।

ওয়াট্‌স্ সাহেব এই সকল কথা ক্লাইবের নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব এবিষয়ে উৎসাহদিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্লাইবের এই উৎসাহসূচক পত্র যখন ওয়াট্‌স সাহেবের নিকটে পৌঁছুছে, তখন আর একজন অধিকতর ক্ষমতাপন্ন রাজপুরুষ হইতে আর একটি অধিকতর অনুকূল প্রস্তাব উপস্থিত হয়। মিরজাফর পিত্রস্ নামক একজন আর্মানি দ্বারা ওয়াট্‌স্ সাহেবের নিকটে এই প্রস্তাব করেন, যে, যদি তিনি সিরাজের-স্থলে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃপদে অধিষ্ঠিত হন, তাহা হইলে সিরাজের বিরুদ্ধে ইঙ্গরেজাদিগের যথোচিত সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। উপস্থিত প্রস্তাব ক্লাইবের নিকট সাদরে পরিগৃহীত হইল। ক্লাইব ওয়াটস্ সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মীরজাফর নবাব হইলে, ইঙ্গরেজ কোম্পানিকে যথোচিত অর্থ পুরস্কার দিতে হইবে, এবং ইঙ্গ-রেজ কোম্পানির ও সর্ব্বসাধারণের যে সকল ক্ষতি হইয়াছে তৎসমুদায়ের পূরণ করিতে হইবে।

যাঁহারা হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন সাধন জন্য ইঙ্গরেজ-দিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি; আমরা ভারতবর্ষীয় বলিয়া অনেক বিষয়ে জগতের সমক্ষে অভিমান প্রকাশ করিতে পারি। সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাব আছে; সকল বিষয়ে স্বদেশীয়দিগের সহিত একমত হইতে পারিলে, সকল সময়ে স্বদেশীয়দিগের গুণোৎকীর্ত্তনে সমর্থ হইলে, আমাদের

হৃদয়ে অপরিসীম আহ্লাদের সঞ্চার হয়। কিন্তু ন্যায়ের অনু-রোধে আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের যে সকল স্বদেশী এক সময়ে বিদেশীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্বিবেচনা, বিশ্বস্ততা বা ধীরতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। সিরাজউদ্দৌলা যখন মুর্যিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন বঙ্গের অধিবাসিগণই বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ডের পরিচালক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার জাতিবিদ্বেষ ছিল না। তিনি স্বজাতির পক্ষপাতী হইয়া বিজাতির অবনতি সাধনে উদ্যত হইতেন না। তাঁহার সময়ে রাজা রামনারায়ণ পাটনার শাসনকর্ত্তা, জগৎশেট মহাতাপচাঁদ ধনরক্ষক ও মন্ত্রিসভার সদস্য, এবং রাজা রায়দুর্লভ প্রধান রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী সিরাজের রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীর উচ্চপদ, উচ্চ সম্মান ছিল। হিন্দুগণ সৈন্য পরিচালনা করিতে পারিতেন, সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণা দিতে পারিতেন, এবং রাজ্যের ধন বৃদ্ধি করিয়া রাজা ও জনসাধারণের উপকার করিতে পারিতেন। তথাপি এক সময়ে ইহারাই সিরা-জের সর্ব্বনাশ করিয়া শ্বেতপুরুষের হস্তে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা দিতে সঙ্কুচিত হন নাই। ইঁহাদের ধারণা ছিল যে, ইঙ্গরেজগণ ক্ষমতাপন্ন হইলেই ইঁহারা অত্যাচার ও অবিচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আত্মপ্রাধান্য সর্ব্বতোভাবে অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারণা শেষে অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। চক্রান্তকারিগণ মায়াবিনী মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যে সুখ ও শান্তির উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিলেন,

সে সুখ ও শান্তি তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহারা আপনারাই আপনাদের পায়ে কুঠারাঘাত করেন, এবং আপনারাই আপনাদের স্বদেশীয়ের উন্নতির পথ কণ্টকিত করিয়া তুলেন। ইঙ্গরেজের ক্ষমতায় তাঁহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়; ইঙ্গরেজের প্রাধান্যে তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। এক শত বৎসরের অধিক কাল হইল, বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছে। ইঙ্গরেজের বর্ণিত দুরাত্মা সিরাজের সময়ে যে অপূর্ব্ব দৃশ্য বাঙ্গালির হৃদয়ে যুগপৎ আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছিল, এই এক শত বৎসরের অধিক কালেও সুসভ্য ইঙ্গরেজের অধিকারে সে দৃশ্যের আবির্ভাব হয় নাই। ইঙ্গরেজের রাজ্যে আজ অস্ত্র স্পর্শ করা বাঙ্গালীর মহাপাপের মধ্যে পরিগণিত, আজ ইঙ্গরেজের সন্ধিবিগ্রহের মন্ত্রণা-গৃহে বাঙ্গালীর প্রবেশাধিকার নাই, আজ রাজনৈতিক বিষয়ে বাঙ্গালী ইঙ্গরেজের নিকটে অবিশ্বস্ত, রাজ্যের শাসন-দণ্ড-পরিচালনে আজ বাঙ্গালী ইঙ্গরেজের সমক্ষে অশক্ত। ইঙ্গরেজের ক্ষমতা-দাতা জগৎশেঠের বংশধর, আজ ইঙ্গরেজের রাজ্যে দীনদশাগ্রস্ত, রাজবল্লভের বংশধর আজ হীনভাবে সাধারণের নিকটে অনুগ্রহপ্রার্থী। চক্রান্তকারিগণ যদি জানিতেন যে, ইঙ্গরেজের অধিকারে, ইঙ্গরেজের বিচারে তাঁহাদের স্বদেশের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন হইবে, তাহা হইলে, বোধ হয়, তাঁহারা লর্ড ক্লাইবের পরিপোষক হইতেন না, এবং সিরাজকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনাদের অধিকারচ্যুতির পথ পরিষ্কার করিতেন না। ঘটনা-চক্রে তাঁহাদের মতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। তাঁহারা পরিণাম-দর্শিতায় পরিচালিত হন নাই; সদ্বিবেচনা

তাঁহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। তাঁহারা অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একটি তরুণবয়স্ক যুবকের বিরুদ্ধাচরণ করেন, এবং অদূরদর্শিতা ও অসমীক্ষ্যকারিতায় আপনাদের পবিত্র প্রভুভক্তি কলঙ্কিত করিয়া তুলেন। তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতায়, তাঁহাদের জন্মভূমির যেরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা অনন্ত কাল অপক্ষপাত ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকিবে।

যখন সিরাজের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইতেছিল, মুর্যিদাবাদের প্রধান রাজপুরুষগণ যখন ইঙ্গরেজদিগের সহযোগী হইয়া আপনাদের প্রভুকে ধনেপ্রাণে নষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলা তখন আপনার কর্ত্তব্যপথ অবধারণ করিতে পারেন নাই। তখন তাঁহার গভীর সন্দেহ ক্রমে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আপনার চারি দিকে ঘোরতর বিঘ্নবিপত্তি দেখিয়া অধিকতর উদ্বিগ্ন ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিরূপে ইঙ্গরেজের সমক্ষে আপনার প্রাধান্য অব্যাহত রাখিতে হইবে, কিরূপে আপনাকে সমুদয় বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে, তাহা তিনি তখন কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। সিরাজের আশঙ্কা কিরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহার সেই সময়ের অবস্থার বিষয় ভাবিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি যাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে কৃতসঙ্কল্প হন। যাঁহাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া তিনি আপনাকে নিরাপদ করিবেন, ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে উদ্যত হইয়া উঠেন। গুরুতর আশঙ্কা ও উদ্বেগের করাল ছায়া চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহার হৃদয় অন্ধকারময়

করিতেছিল। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সুনিয়মিত ছিল না। তিনি শাসনদণ্ডের গৌরব রক্ষা করিতে সুযোগ পাইতেন না। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রতিদিন সিরাজের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সিরাজ আপনাকে শত্রু-পরিবেষ্টিত ভাবিয়া, অধিকতর শঙ্কিত, অধিকতর চিন্তিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চন্দননগর অধিকৃত হইলে কতিপয় ফরাসী সৈন্য কাশীমবাজারে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা তথায় উপস্থিত হইলে, কাশীমবাজারের ফরাসী কুঠীতে ৭০ জন ইউরোপীয় ও ৬০ জন এতদ্দেশীয় সৈন্য সমবেত হয়। 'ল' নামক একজন ফরাসী ইহাদের সেনাপতি ছিলেন। সেনাপতির কার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যোগ্যতা না থাকিলেও, তিনি দূরদর্শী ও সদ্বিবেচক ছিলেন। নবাবের মঙ্গল-সাধনে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি নবাবের নিকটে থাকিয়া আপনার স্বদেশীয়দিগকে রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড ক্লাইব এই অল্পসংখ্যক ফরাসীরও বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত থাকেন নাই। তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য ফরাসী অধিকার আক্রমণ করিবার অনুমতি দিতে নবাবকে কঠোরভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইহাতে নবাবের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। নবাব ক্লাইবের এই অনুচিত প্রার্থনায় সম্মত হন নাই। কিন্তু ক্লাইবের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবার অল্প কাল পরেই তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। তিনি আবার ইঙ্গরেজ-

ভীতিতে বিচলিত হইয়া উঠেন। ফরাসী সেনাপতি 'ল' কে স্থানান্তরিত করিয়া ইঙ্গরেজ কোম্পানির সন্তুষ্টিসাধনে এখন তাঁহার ইচ্ছা হয়। দূরদর্শী 'ল' সহসা নবাবের এইরূপ চাঞ্চল্য দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বৃথা নবাবকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, যাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে তাঁহার সমক্ষে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছে, তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে তাঁহার বিপদ বাড়িয়া উঠিবে, বৃথা দেখাইতে লাগিলেন, যে, বিশ্বস্ত ফরাসীরা রাজধানীর নিকটে থাকাতেই তাঁহার বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদিগের দুরভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে। 'ল'র এই যুক্তিপূর্ণ কথায় নবাবের চৈতন্য হইল না। 'ল' স্থানান্তরে গেলে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায় দূর হইবে ভাবিয়া, মুর্শিদাবাদের বিশ্বাসঘাতক রাজপুরুষগণও সিরাজকে পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সুতরাং নবাব, 'ল' কে কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি ফরাসী সেনাপতিকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া কহিলেন যে, তিনি যেন ভাগলপুরের অধিকদূরে গমন না করেন। ভাগলপুরে থাকিলেই নবাব আবশ্যকমত তাঁহার সাহায্য লইতে পারিবেন। 'ল' ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তরুণবয়স্ক যুবককে চতুরের চাতুরীজালে এইরূপ জড়িত হইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে গভীর বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ক্লাইব যেরূপ চতুরতা দেখাইতেছেন, মুর্শিদাবাদের রাজপুরুষগণ যেরূপ অবিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে নবাবের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ফরাসী সেনাপতি নবাবকে

ষড়যন্ত্র হইতে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর-দৃষ্ট বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না। নবাবের বুদ্ধিচাঞ্চল্যে ও ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে এই হিতৈষী ব্যক্তির সমস্ত যুক্তি বিফল হইল। নবাব পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দিয়াছিলেন, তিনি এখন এই আদেশপালনে উদ্যত হইলেন। নবাব বিষণ্ণচিত্তে, সজলনয়নে তাঁহাকে বিদায় দিয়া কহিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু নবাব বিপত্তির বিষম বাগুরায় ধীরে ধীরে যেরূপ আবদ্ধ হইতেছিলেন, তাহা দূরদর্শী ফরাসী সেনাপতির অবিদিত ছিল না। নবাবের শেষ কথায় 'ল' কাতর-তার সহিত কহিলেন যে, বোধ হয় আর তাঁহারা কখন পর-স্পর সম্মিলিত হইবেন না *। ইহার পর 'ল' আবার কাতরতার সহিত নবাবের কাছে এই ভিক্ষা করিলেন যে, নবাব যেন তাঁহার কথা মনে রাখেন। নিরাশার ঘোর অন্ধকারে, বিপত্তির করাল ছায়ায়, তাঁহার ভবিষ্য সুখের পথ আচ্ছাদিত হইতেছে। আপাতমনোরম দৃশ্যে, আপাত সুখের আবেশে, তিনি যেন কখনও ইহা ভুলিয়া না যান। পরস্পরের সম্ভাষণবাক্য শেষ হইল। "ল" সজলনয়নে নবাবের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। তরুণবয়স্ক নবাবও একজন বিদেশীর এইরূপ সৌজন্য, এই রূপ স্নেহ ও এইরূপ সমবেদনায় মুগ্ধ হইয়া সজলনয়নে তাঁহার গমনপথের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 'ল" আপনার সৈন্য লইয়া ধীরে ধীরে কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিলেন; ধীরে ধীরে তাঁহার ভবিষ্যবাণী ফলবতী হইতে লাগিল। ফরাসী সেনা-

* Seir Mutagherin p. 762.

পতির গমনসংবাদে ক্লাইব সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ হইলেন। এখন অভীষ্ট কার্য্যসাধনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ জন্মিল। তিনি কাশীমবাজারের ইঙ্গরেজ কুঠী রক্ষা করিতে একদল সৈন্য পাঠাইয়া, ওয়াটস্ সাহেবকে মীরজাফরের সহিত সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক করিতে অনুরোধ করিলেন। ফরাসী সেনাপতি 'ল'র প্রস্থানের কয়েক দিন পরেই নবাবের চিত্ত-বৃত্তি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। ইঙ্গরেজদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নবাব 'ল' কে কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, ইহাতে তাঁহারই অনিষ্ট ঘটিবে। ইঙ্গরেজ সেনাপতি ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকেই ধনে প্রাণে বিনষ্ট করিতে সচেষ্ট হইবেন, সুতরাং আবার তাঁহার ভয় বাড়িয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কা আবার তাঁহাকে বিচলিত করিতে লাগিল। তিনি মীরজাফরকে পনর হাজার সৈন্য লইয়া রাজা দুর্লভরায়ের সহিত পলাশীতে থাকিতে আদেশ দিলেন, কাশীমবাজারের ইঙ্গরেজ কুঠী ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, এবং ইঙ্গরেজ রণতরীর গতিনিরোধ জন্য ভাগীরথীতে বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠের গুঁড়ি ডুবাইয়া রাখিলেন।

নবাব ইঙ্গরেজের ভয়েই এই সমস্ত করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজদিগকে আপনাহইতে আক্রমণ করা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। নানা দুশ্চিন্তায় ও নানা দুর্ঘটনায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইঙ্গরেজ একদিন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন। তিনি এই আশঙ্কাতেই এইরূপ পূর্ব্বসাব-ধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। নবাবের এই কার্য্যে চতুর

ক্লাইবের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ অধিকতর প্রশস্ত হইল। নবাব ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন বলিয়া, ক্লাইবও আটঘাট বাঁধিতে লাগিলেন, এবং এখন দুরাশয় মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্রঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া নবাবের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার অবসর পাইলেন।

যখন মীরজাফর নবাবের আদেশে পলাশীতে যাত্রা করেন, তখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে একজন বিশ্বস্ত এজেণ্ট রাখিয়াছিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব ইহা অবগত হইয়া উপস্থিত বিষয়ে অতঃপর কি করিতে হইবে, জানিবার জন্য আপনার সহকারী স্ক্রাফ্‌টন সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। এই সময়ে নবাবের মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত না হয়, নবাব আপনাকে সম্পূর্ণরূপ নিরাপদ ভাবেন, এজন্য যে সকল সৈন্য কাশীম-বাজারে আসিবার জন্য কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিল, ওয়াট্‌স্ সাহেব তাহাদিগকে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইলেন।

ষড়যন্ত্রঘটিত সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কলি-কাতায় ইঙ্গরেজদিগের একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল *। এই সমিতি হইতে প্রথম একখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়। নবাব হইলে, মীরজাফরকে যে সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সন্ধিপত্রে তৎসমুদয়ের উল্লেখ থাকে। এই সন্ধিপত্রে নিম্নলিখিত ১৩টি ধারা ছিল ঃ—

* এই সমিতিতে ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াট্‌স্, কর্ণেল কিলপাট্রিক, বেচর্ ও মানিংহাম সাহেব ছিলেন।

১ম। শান্তির সময়ে, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে যে সন্ধি হয়, আমি তৎসমুদয় রক্ষা করিব।

২য়। ভারতবর্ষীয় হউক, কিংবা ইউরোপীয় হউক, যে কেহ ইঙ্গরেজের শত্রু হইলেই, আমার শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৩য়। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদিগের যে সকল কুঠী ও সম্পত্তি আছে, তৎসমুদয় ইঙ্গরেজের অধিকারে থাকিবে। আমি এই তিন প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ফরাসীদিগকে কখন অনুমতি দিব না।

৪র্থ। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করাতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহারপূরণ জন্য আমি ঐ কোম্পানিকে এক কোটী টাকা দিব।

৫ম। উক্ত আক্রমণে কলিকাতার ইঙ্গরেজ অধিবাসিগণের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাদিগকে ৫০ লক্ষ টাকা দিব।

৬ষ্ঠ। কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে।

৭ম। কলিকাতার আর্ম্মানিদিগের ক্ষতিপূরণ জন্য ৭ লক্ষ টাকা দিব। এই টাকা বণ্টনের ভার ওয়াটস্, ক্লাইব, ড্রেক ওয়াট্সন্, কিল্‌পাট্রিক ও বেচর্ সাহেবের উপর থাকিবে।

৮ম। কলিকাতার প্রান্তভাগে যে মহারাষ্ট্রখাত আছে, তাহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ, এবং ঐ খাতের বহিঃস্থ ৬০০ গজপরিমিত ভূমি ইঙ্গরেজ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হইবে।

৯ম। কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত ভূভাগ, ইঙ্গরেজ কোম্পানির জমিদারির অন্তর্গত হইবে। অন্যান্য জমিদারেরা

যে নিয়মে কর দেন, ইঙ্গরেজ কোম্পানিকেও সেই নিয়মে কর দিতে হইবে।

১০ম। ইঙ্গরেজ আমার সাহায্যের জন্য যে সৈন্য পাঠাইবেন, আমি তাহার খরচ যোগাইব।

১১শ। হুগলীর দক্ষিণ গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, ভাগীরথীর তটে আমি কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিব না।

১২শ। উপরে টাকা দেওয়ার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছে, আমি বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার অধিকার পাইয়াই তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করিব।

মীরজাফর নবাব হইলে, প্রথমে যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা এইরূপে স্থির হয়। ওয়াট্‌স্ সাহেব কলিকাতা হইতে এই সন্ধিলিপি প্রাপ্ত হইয়া মীরজাফরের এজেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। এজেণ্ট পলাশীতে যাইয়া উহা আবার মীরজাফরকে দেখান। ইহার দুই দিন পরে, এই এজেণ্ট মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হইয়া ওয়াটস্ সাহেবকে কহেন, যে, "মীরজাফর সন্ধিপত্রের সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু এই বিষয় উমিচাঁদের গোচর করা তাঁহার অভিপ্রেত নয়, যেহেতু তিনি উমিচাঁদের উপর কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না।"

সন্ধিপত্র পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উহার দ্বাদশ ধারার পর মীরজাফর এই বলিয়া আপনার নাম স্বাক্ষর করেন:—"আমি ঈশ্বর ও ঈশ্বরের প্রেরিতের নামে শপথ করিতেছি যে, যত দিন জীবিত থাকিব, ততদিন সন্ধির নিয়ম সকল পালন করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখাইব না।"

ইহার পর ত্রয়োদশ ধারায় ওয়াট্‌সন, ড্রেক, কর্ণেল ক্লাইব, ওয়াটস্‌, কিলপাট্রিক্‌ ও বেচর্‌ সাহেব নিম্নলিখিত ভাবে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন—"মীরজাফর খাঁ সন্ধিপত্রের উল্লিখিত নিয়ম সকল পালন করিবেন, এই স্বত্বে আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ঈশ্বরের নিকটে শপথ করিতেছি যে, মীরজাফর খাঁ বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার করিতে যথোচিত সহায়তা করিব, এবং তাঁহাকে সমস্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিব।" এই রূপ ত্রয়োদশ ধারাপূর্ণ ঘৃণিত সন্ধিপত্র মীরজাফর ও ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে বিধিবদ্ধ হয়। এই রূপে মীরজাফর ও ক্লাইবপ্রমুখ ইঙ্গরেজগণ হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইবার সূত্রপাত করেন।

উল্লিখিত সন্ধিপত্রে মীরজাফর কলিকাতার ইঙ্গরেজদিগকে যে অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহাতেও ক্লাইবপ্রভৃতির দুর্নিবার লালসা চরিতার্থ হয় নাই। ইঙ্গরেজসম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে আর এক খানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত হয়। ঐ অঙ্গীকারপত্রে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে পার্শ্বের লিখিত মত টাকা দিবার কথা থাকে :—

কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব		...	২,৮০,০০০ টাকা
কর্ণেল ক্লাইব ...	...	...	২,৮০,০০০ "
ওয়াট্‌স্‌ সাহেব...	...	...	২,৪০,০০০ "
কর্ণেল কিলপাট্রিক	...	...	২,৪০,০০০ "
মানিংহাম সাহেব	...	...	২,৪০,০০০ "

বেচর্ সাহেব ... ... ২,৪০,০০০ টাকা

১৫,২০,০০০টাকা*

মীরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্যলাভ মানসে, এইরূপে ইঙ্গরেজদিগের ভোগলালসার পথ উন্মুক্ত করিয়াদিলেন। ওয়াট্স্ সাহেব যখন তাঁহার সম্মুখে সন্ধিপত্র উপস্থিত করেন, তখন তিনি আপনাদের চিরপবিত্র কোরাণ মাথায় লইয়া, এবং আপনার পুত্রের হস্তে দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিয়া, গম্ভীরভাবে এই অঙ্গীকার করেন যে, ইঙ্গরেজগণ যখন নবাবের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি ইঙ্গরেজের সহযোগী হইতে সঙ্কুচিত হইবেন না। ইঙ্গরেজেরা যদি সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হন, তাহাহইলে তাঁহারা যেমন আক্রমণ করিবেন, অমনি

* এতদ্ব্যতীত ক্লাইব প্রভৃতিকে আরও অনেক টাকা দিবার কথা হয়। অতি গোপনে এই বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। যদিও সন্ধিসংক্রান্ত কোন প্রকাশ্য কাগজে এ বিষয়ের উল্লেখ ছিল না, তথাপি নিম্নলিখিত হারে টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় :—

কর্ণেল ক্লাইব ... ... ১৬,০০,০০০ টাকা,
ওয়াটস্ সাহেব ... ... ৮,০০,০০০ ,,
কর্ণেল কিলপাট্রিক ... ... ৩,০০,০০০ ,,
কলিকাতার ইঙ্গরেজ কৌন্সিলের ৬ জন সদস্য প্রত্যেকে
১ লক্ষ করিয়া ... ... ৬,০০,০০০ ,,
ক্লাইবের সেক্রেটরি ওয়ালস্ সাহেব ... ... ৫,০০,০০০ ,,
স্ক্রাফটন সাহেব ২,০০,০০০
লসিংটন সাহেব ... ... ৫০,০০০ ,,
৩৯ গণিত পদাতিকদলের অধ্যক্ষ মেজর গ্রাণ্ট ... ১,০০,০০০ ,,

এতদ্ব্যতীত সৈনিক কর্ম্মচারী দিগকে যে অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়, তাহার অংশস্বরূপ ক্লাইব ২,০০,০০০ টাকা প্রাপ্ত হন। এই বিলুণ্ঠনকার্য্যে ক্লাইবের ২০,৮০,০০০ টাকা লাভ হয়। এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, সে সময়ে টাকার মূল্য বর্ত্তমান সময়ের অপেক্ষা অধিক ছিল।

তিনি নবাবকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। চতুরে চতুরে মিলন হইল। বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা স্থান পরিগ্রহ করিল। অর্থের অপার মহিমায়, অনন্ত ভোগতৃষ্ণায় ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা সমস্তই অন্তর্ধান করিল। ঘোরতর অবিচার—কলঙ্কের অসীম কালিমার মধ্যে বঙ্গে ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

পূর্ব্বে-বলা হইয়াছে যে, মীরজাফর উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় উমিচাঁদের নিকটে গোপনে রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, উমিচাঁদের সহিত ইঙ্গরেজদিগের ঘনিষ্ঠতা আছে। উমিচাঁদ অনেক সময়ে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উপকার করিয়াছেন। এখন যদি তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন তাহা হইলে, তাঁহাকেও অনেক টাকা দিয়া বশীভূত করিতে হইবে। মীরজাফর এই আশঙ্কাতেই সমস্ত বিষয় উমিচাঁদের গোচর করিতে চাহেন নাই। কিন্তু মীরজাফরের এই অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করা ওয়াট্স সাহেবের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। উমিচাঁদ ওয়াট্স সাহেবের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনি মুর্ষিদাবাদে ওয়াট্স সাহেবের অনেক সহায়তা করেন। ওয়াটস্ সাহেবের বিশ্বাস ছিল, যে, উপস্থিত ষড়যন্ত্রের বিষয় যথাসময়ে তাঁহার বিশ্বস্ত পাত্রের গোচর করা হইবে; কিন্তু মীরজাফরের দূত পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে ওয়াটস্ সাহেবের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হয়। এখন হইতে ওয়াটস্ সাহেব উমিচাঁদের নিকটে অনেক কথা ঢাকিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠে। উমিচাঁদ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, মীরজাফরের সহিত ইঙ্গরেজ

দিগের কোন গুরুতর ও গোপনীয় বিষয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে। সন্দেহের আবেগে, এখন তিনি ওয়াট্‌স্‌ সাহেবকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ইতিহাসলেখক অর্ম সাহেব উপস্থিত বিষয়প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, কথিত আছে, উমিচাঁদ এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, যদি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি নবাবকে ষড়-যন্ত্রের কথা জানাইবেন। অন্যান্য ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকগণ অর্ম সাহেবের এই বাক্যই অতিরঞ্জিত করিয়া পবিত্র ইতিহাসে আপনাদের অপূর্ব্ব কল্পনাচাতুরীর পরিচয় দিয়াছেন। স্যার্‌ জন্‌ মালক্‌ম লিখিয়াছেন, "যখন সমস্ত ঠিক হইয়াছে, তখন উমিচাঁদ ওয়াটস্‌ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহেন যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার বন্দোবস্ত না হয়, তাহা হইলে তিনি নবাবের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিবেন"। লর্ড-মেকলে মাল্‌কমের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া, বলিয়াছেন, "উমিচাঁদ ৩০ লক্ষ টাকা দাবি করিয়াছিলেন।" গ্লিগ সাহেবের কল্পনাময়ী লেখনী আবার এইরূপ অতিরঞ্জনশক্তির অনন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছে ঃ—"উমিচাঁদ ওয়াটস্‌ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহেন যে, যদি তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করা না হয়, তাহা হইলে, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে সমস্ত বিষয় জানাইবেন, এবং সমস্ত ইঙ্গরেজ ও এতদ্দেশীয় ষড়যন্ত্র-কারীকে ঘটনাস্থলে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিবেন"*।

ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকগণের এই সকল বাক্য নিরবচ্ছিন্ন জনশ্রুতি মূলক। এই বাক্যের কোন পরিপোষক প্রমাণ

* Malleson, Lord Clive, p. 229-230.

অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। মাল্‌কম্, মেকলে প্রভৃতি সকলেই অর্ম সাহেবের "কথিত আছে" বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া আপনাদের এইরূপ অতিরঞ্জনশক্তি ও কল্পনা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। উমিচাঁদ নবাবের নিকট ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবেন বলিয়া যে, সকলকে ভীত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সে সময়ে উমিচাঁদের চরিত্র কলঙ্কিত করিতেই সকলে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। টাকা না পাইলে পাছে উমিচাঁদ সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়াই সে সময়ে কলিকাতাস্থ ইঙ্গরেজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অলীক দোষের আরোপ করেন। অর্ম সাহেব অন্য প্রমাণাভাবে কেবল "কথিত আছে" বলিয়াই, উমিচাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়া ইতিহাসের সম্মান রক্ষা করিতে যত্নশীল হন। মালকম সাহেব এই "কথিত আছে" কথার অনুসরণ করিয়া উক্ত অভিযোগটি পল্লবিত করিয়া তুলেন, আর মেকলে ও গ্লিগ্ মাল্‌কমের পরিপোষক হইয়া আপনাদের রসময়ী লেখনীর বলে জগতের সমক্ষে অপূর্ব্ব কল্পনা-বিভ্রম প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ উমিচাঁদ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে কোন রূপ ভয় দেখান নাই। তিনি ইঙ্গরেজদিগের যেরূপ সপক্ষতা করিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ কোন অভিযোগ উত্থাপিত হইতে পারে না। সে সময়ে উমিচাঁদ হইতে ইঙ্গরেজদিগের অনেক উপকার হইয়াছিল। উমিচাঁদ ইঙ্গরেজদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু ইঙ্গরেজগণ শেষে আপনাদের এই উপকারীর নিকট সমুচিত

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। ইঙ্গরেজের অসীম চাতুরীতে ও অনন্ত কৌশলেই, শেষে উমিচাঁদ প্রতারিত ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া দুর্দ্দশার একশেষ ভুগিতে থাকেন। এসম্বন্ধে একজন ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, উমিচাঁদ সে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের যে উপকার করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, ইঙ্গরেজেরা উমিচাঁদকে বিশেষ পারিতোষিক না দিয়া আপনাদের যারপরনাই অসাধুতা, অকৃতজ্ঞতা ও দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের আচরণেই উমিচাঁদ ভগ্নহৃদয় হন। টাকা না পাইলে তাঁহার অসন্তোষ জন্মিত, কিন্তু তিনি কখনও ওয়াটস্ সাহেবকে ভয় দেখান নাই, যথোচিত অর্থ না পাইলে নবাবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় জানাইবেন, ইহা কখনও ওয়াটস্ সাহেবকে বলেন নাই। উমিচাঁদের জাতির এবং উমিচাঁদের শ্রেণীর কোন হিন্দু কখনও এরূপ করেন না"*।

এই ইঙ্গরেজলেখক ইহার পর লিখিয়াছেন, কলিকাতার গুপ্ত সমিতির আচরণ ও ষড়যন্ত্রমূলক ঘৃণিত সন্ধিব বিষয় পাড়িয়া বোধ হয়, কোন ইঙ্গরেজ লজ্জার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। ইঙ্গরেজগণ যখন উমিচাঁদকে অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আপনাদের মধ্যে অনেক টাকা ভাগাভাগি করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করেন। তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা ও তাঁহাদের নীচাশয়তা কেবল ইহাতেই শেষ হয় নাই। ওয়াট্স্ সাহেব একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা ক্লাইবের নিকট, একখানি পত্র পাঠাইলেন, পত্রে উমিচাঁদের বিষয় উল্লেখ থাকিল।

* Malleson, Lord Clive, p. 232-233.

ক্লাইব এই পত্র পাইয়া ওয়াট্‌স্ সাহেবকে লিখিলেন যে, "ওয়াটস্‌ন ও সমিতির অন্যান্য সদস্যগণ সকলেই উমিচাঁদের চরিত্রের উপর দোষারোপ করিতেছেন, সকলেরই ধারণা হইয়াছে যে, উমিচাঁদ ঘোর দুর্ব্বৃত্ত ও নীচাশয়। এই দুর্ব্বৃত্ত ও নীচাশয়ের সমুচিত শিক্ষা হওয়া উচিত *। অতঃপর ক্লাইব দুই খানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে এই স্থির হয় যে, প্রকৃত অঙ্গীকারপত্রে উমিচাঁদকে অর্থ দেওয়ার সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত হইবে না, কিন্তু যেখানি অলীক, তাহাতে লেখা থাকিবে, কার্য্য সিদ্ধ হইলে উমিচাঁদ ২০ লক্ষ টাকা পাইবেন। উভয় অঙ্গীকারপত্রেই মীরজাফর, ওয়াটস্‌ন, ক্লাইব ও কলিকাতাস্থ সমিতির অন্যান্য সদস্যগণের স্বাক্ষর থাকিবে বলিয়া, বন্দোবস্ত হয়। ক্লাইব এইরূপ নীচাশয়তার পরিচয় দিয়া, আপনাদের স্বার্থসাধনের উপায় স্থির করেন। কিন্তু এই স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে প্রথমে একটি অচিন্তনীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটস্‌ন সাহেব প্রথম হইতেই ক্লাইবের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন, এখন তিনি অলীক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হন। ক্লাইব স্পষ্ট জানিতেন যে, অঙ্গীকারপত্রে ওয়াটস্‌নের স্বাক্ষর না দেখিলে উমিচাঁদের সন্দেহ বাড়িয়া উঠিবে, সুতরাং প্রথমে তিনি কিছু চিন্তিত হইলেন; কিন্তু এই চিন্তা দীর্ঘ কাল থাকিল না। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সুতরাং তিনি কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, আপনাদের স্বার্থসাধনই তাঁহার প্রধান

* Malleson, Lord Clive, p. 233-234.

উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল। শেষে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপার কলঙ্কময় উপায় স্থির হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ক্লাইব অলীক অঙ্গীকারপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিলেন।

ক্লাইব স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এক জন অর্থগৃধ্নু লোককে হতাশ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজ ও মীরজাফরের মধ্যে যে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হয়, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সে সময় আরও অনেক অর্থগৃধ্নু লোক-ছিল, ক্লাইব তাহাদিগকে হতাশ করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই। ইঙ্গরেজেরা যখন নবাবের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় অর্থলালসা যখন বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহারা কেবল উমিচাঁদকে লক্ষ্য করিয়াই দুরন্ত লোভের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত হন, এবং সেই লোভী ব্যক্তিকে যথোচিত শাস্তি দিয়া আপনাদিগের লোভশূন্যতা প্রকাশ করেন। তাঁহারা জগতের সমক্ষে এইরূপ ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এইরূপ কলঙ্কের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ক্লাইব আত্মপক্ষ-সমর্থন জন্য যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সভ্য জগতের নিকটে তাহা কখনও আদরণীয় হইবে না। লোভের কুহকে পড়িয়া, দুরাশার দাস হইয়া, তিনি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, জগতের সমক্ষে তাহা অনন্তকাল বিদ্যমান রহিবে—অনন্ত কাল এই পাপময় চিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত থাকিবে।

উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুই খানি অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত হয়, তাহার এক খানি শ্বেত ও অপর খানি লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিবার কথা ছিল, কিন্তু

শ্বেতবর্ণের পত্রে উহার কিছুই উল্লেখ ছিলনা, সুতরাং শ্বেতবর্ণ পত্র খানি প্রকৃত ও লোহিতবর্ণ পত্র খানি অলীক। ক্লাইব প্রকৃত অঙ্গীকারপত্রে ওয়াটসনের নাম জাল করিয়া, উভয় পত্রই ওয়াট্‌সের নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং এ সম্বন্ধে কি করিতে হইবে, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রায়দুর্লভ ও মীরজাফর সৈন্যদল লইয়া পলাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঙ্গরেজেরা অকস্মাৎ পলাশীতে নবাবের সৈন্য দেখিয়া মনে করিলেন, নবাব তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু নবাব ইহাতে প্রকাশ করেন যে, ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টসাধন জন্য পলাশীতে সৈন্য স্থাপিত হয় নাই। হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা যখন এইরূপে আত্মদোষ ক্ষালন করিতেছিলেন, তখন তিনি সহসা আর একটি ঘটনায় অধিকতর চক্রান্তজালে জড়িত হইয়া পড়েন।

১৭৫৭ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় একটি অপরিচিত পুরুষ উপস্থিত হন। আগন্তুকের নাম গোবিন্দ রায়। তিনি মহারাষ্ট্র সেনাপতি বলজীরাওর দূত বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তাঁহার নিকট বলজী রাওর এক খানি পত্র ছিল। এই পত্রে বলজীরাও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, যদি কলিকাতার ইঙ্গরেজ গবর্ণর সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি এক লক্ষ সৈন্যের সহিত বাঙ্গালায় উপস্থিত হইবেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহযোগী হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। এই পত্র উপস্থিত হইলে ইঙ্গরেজদিগের সমিতিতে উহার সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক হয়, অবশেষে ক্লাইব বিশেষ চতুরতা দেখাইয়া, উহা নবাবের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। তিনি এই বলিয়া

আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, উপস্থিত পত্র নবাবের নিকট পহু-ছিলেই, ইঙ্গরেজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মিবে। নবাব আপাততঃ বুঝিতে পারিবেন যে, ইঙ্গরেজদিগের কোনও দুরভিসন্ধি নাই, কেননা তাহারা মহারাষ্ট্র-সেনাপতির গোপনীয় পত্র দেখাইয়া আপনাদের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছেন। সমিতিতে ক্লাইবের এই প্রতারণাময়ী যুক্তির সম্মান রক্ষিত হয়। সকলেই উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। সুতরাং ক্লাইব বলজীরাওর গোপনীয় লিপি ও আপনার লিখিত আর একখানি পত্র স্ক্রাফ্‌টন সাহেবের দ্বারা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেন। ক্লাইব আপনার পত্রে প্রকাশ করেন যে, মহারাষ্ট্র-সেনাপতির গোপনীয় পত্র পাঠাইয়া দেওয়াতে প্রমাণ হইতেছে, ইঙ্গরেজেরা নবাবের সহিত শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন। নবাব কেন যে, পলাশীতে সৈন্য রাখিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। এই সৈন্য থাকাতে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইতেছে এবং ইহাতে ইঙ্গরেজদিগের মনে এই সন্দেহ হইতেছে যে, যখন সুযোগ উপস্থিত হইবে, তখনই নবাব তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইবেন। যখন নবাব আশঙ্কার তরঙ্গে দোলায়মান ছিলেন, ইঙ্গরেজদিগের উপর যখন তাঁহার অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন বলজীরাওর পত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। পত্র পাইয়া সিরাজ আবার বিচলিত হইলেন, আবার একটির পর আর একটি চিন্তার তরঙ্গ তাঁহাকে আন্দোলিত করিতে লাগিল। তিনি আবার এই চিন্তার আবেগে অধীর হইয়া, সুখময় স্বপ্নের অপূর্ব্ব বিভ্রম দেখিতে লাগিলেন।

নবাব বলজীরাওর পত্রের বিষয় পূর্ব্বে কিছুই জানিতেন না। বলজীরাও যে, বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করিবেন, ইহা পূর্ব্বে তাঁহার গোচর হয় নাই। এখন সহসা এই বিপদের সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নবাব বুঝিলেন যে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার হিতসাধনমানসেই এই সংবাদ তাঁহাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার বিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। তিনি ভাবিলেন, ইঙ্গরেজদিগেকে অবিশ্বাস করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে। ইঙ্গরেজগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে অবিশ্বস্ত বা অসাধু নহেন। তাঁহারা অবিশ্বস্ত হইলে, কখনও বলজীর পত্র পাঠাইয়া দিতেন না। সুতরাং ইঙ্গরেজদিগের সদভিপ্রায়ের উপর সন্দেহ স্থাপন করা কখনও উচিত নহে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নবাব সুখের আবেশে ইঙ্গরেজদিগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সুখের আবেশে, ইঙ্গরেজদিগকে শুভানুধ্যায়ী পরম-মিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ক্লাইবের চাতুরী ফল-বতী হইল। বাজীরাওর পত্র নবাবের সমক্ষে অধিকতর মোহের অন্ধকার বিস্তার করিল। নবাব অধিকতর মোহজালে জড়িত হইয়া ক্লাইবের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরকে সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদে আসিবার জন্য আদেশ দিতে চাহিলেন। মারহাট্টারা বাঙ্গালা আক্রমণ করিলে, রাজা দুর্ল্লভ রায় ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়া, সেই আক্রমণ নিরস্ত করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে তিনি রায় দুর্ল্লভকে সৈন্যের সহিত পলাশীতে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির

ব্যাঘাত হইবে, ভাবিয়া ওয়াট্‌স্‌ ও স্ক্রাফ্‌টন সাহেব নানা কৌশলে নবাবকে সমুদয় সৈন্য ফিরাইয়া আনিতে পরামর্শ দিলেন, নবাব কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে এই পরামর্শ অনুসারেই কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। মীরজাফর আপনার সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার চারি দিন পরে রায়দুর্লভও অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন।

মহারাষ্ট্র-সেনাপতির পত্র সিরাজের হস্তগত হওয়াতে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে এইরূপ অচিন্তনীয় সুযোগ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর নবাবের যে ক্রোধ ও অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, ঐ পত্র তাহা দূর করিল। উহা নবাবের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে, ইঙ্গরেজ হইতে আর কোন আশঙ্কা নাই। যখন ইঙ্গরেজেরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, নবাবকে পদচ্যুত করিবার উপায় স্থির করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের রাজ্যভোগলালসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন উক্ত পত্র নবাবের মন হইতে ইঙ্গরেজ-বিদ্বেষ দূরীভূত করিয়া ফেলিল।

ঐ পত্র আর এক দিকে ইঙ্গরেজদিগের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজ বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত সময়ে সময়ে বুদ্ধির চাঞ্চল্য দেখাইতেন। মীরজাফরের উপর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার অবিশ্বাস ও বিরাগের সঞ্চার হইয়াছিল। এতদিন তিনি ভয়ে কিছুই বলিতে পারেন নাই, এখন ইঙ্গরেজেরা সহায় আছেন ভাবিয়া, সিরাজ অধিকতর সাহসী হইয়া উঠিলেন। মীরজাফর পলাশী হইতে প্রত্যাগত হইলে, নবাব

তাঁহার প্রতি সাতিশয় কঠোর ভাব দেখাইতে লাগিলেন। ইহাতে মীরজাফর স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, নবাবের সহিত তাঁহার আর সদ্ভাবের আশা নাই; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববিদ্বেষ দৃঢ়তর হইল, প্রতিহিংসা বলবতী হইয়া উঠিল; তিনি আপনার প্রাসাদে আসিয়া অধীনস্থ সমস্ত সৈন্য ও কর্ম্মচারীকে আদেশ-প্রাপ্তি মাত্র প্রস্তুত হইতে কহিলেন। নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার যে ষড়যন্ত্র হইতেছিল, এখন হইতে তাহার কার্য্য অধিকতর সুনিয়মে ও অধিকতর সত্বরতার সহিত সম্পাদিত হইতে লাগিল। এইরূপে বলজীর পত্র উভয়দিকেই ইঙ্গরেজদিগের সমূহ উপকার সাধন করিল। উহা এক দিকে যেমন ইঙ্গরেজদিগের উপর নবাবের বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল, অপরদিকে তেমনই নবাবের একজন প্রধান সেনাপতিকে তাঁহার ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিল।

এই সময়ে ওয়াট্‌স সাহেব আপনার একজন বিশ্বস্ত দূত দ্বারা মীরজাফরের নিকট সন্ধিপত্র পাঠাইয়া দেন। মীরজাফর যদিও এখন সিরাজউদ্দৌলার ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন, যদিও এখন, যে কোন উপায়ে হউক, সিরাজের সর্ব্বনাশসাধন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তথাপি তিনি রাজা রায়দুর্লভের সহিত পরামর্শ না করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না। ৩রা জুন রায়দুর্লভ পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগত হন। ইহার পর দিন মীরজাফর তাঁহাকে সন্ধিপত্র দেখান। রাজা রায়দুর্লভ সন্ধিপত্রে বহু অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই সকল টাকা

দেওয়া হইলে, রাজকোষ শূন্য হইবে, প্রজাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া অর্থ সংগ্রহ না করিলে, আর আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে না, সুতরাং তিনি, নবাবের ধনাগারে এখন যে অর্থ আছে, তাহা মীরজাফর ও ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে তুল্যরূপে ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু ওয়াট্স সাহেব এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি সন্ধিপত্রে নির্দ্দিষ্ট কোনও প্রস্তাবের কোনও অংশ পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অসম্মতি দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোনও ব্যাঘাত হইল না। তিনি চতুরতাপূর্ব্বক রায় দুর্লভকে আপনার পক্ষে আনিলেন। আর রায় দুর্লভ কোন আপত্তি করিলেন না। সুতরাং ৪ঠা জুন মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ঐ দিনই নবাব মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া খোজাহাদী নামক এক ব্যক্তিকে প্রধান সেনাপতি করিলেন। বলা বাহুল্য যে, উপস্থিত সন্ধিপত্রের বিষয় এপর্য্যন্ত নবাবের গোচর হয় নাই। নবাব কেবল আন্তরিক বিদ্বেষপ্রযুক্ত মীরজাফরকে এইরূপে দণ্ডিত করেন।

মীরজাফর এইরূপে সেনাপতির পদ হইতে বিচ্যুত হওয়াতে নবাবের উপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং অধিকতর আগ্রহের সহিত ইঙ্গরেজ বণিকদিগের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে উদ্যত হইলেন। যে দিন মীরজাফর পদচ্যুত হন, তাহার পরদিন তাঁহার সহিত ওয়াট্স্ সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। অন্তঃপুরচারিণীদিগকে যেরূপ বস্ত্রাচ্ছাদিত পাল্কীতে লইয়া যাওয়া হয়, ওয়াট্স্ সাহেব নবাবের ভয়ে সেইরূপ পাল্কীতে চড়িয়া মীরজাফরের কাছে গিয়াছিলেন। সুতরাং উহাতে নবাবের লোকের

মনে কোনওরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, কোনও অন্তঃপুরমহিলাই ঐ পাল্কীতে যাইতেছে। ওয়াট্‌স্ সাহেব মীরজাফরের নিকট উপনীত হইলেন, মীরজাফর কহিলেন, যে, এখন তিনি অনায়াসে তাঁহার সৈন্য লইয়া ইঙ্গরেজদিগের সপক্ষতা করিতে পারেন। রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোক নবাবের উপর যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঐ সকল লোককেও তিনি আপনার পক্ষে আনিতে পারিবেন। ইহার পর মীরজাফর গম্ভীরভাবে শপথ করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং কলিকাতার ইঙ্গরেজদিগকে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে অভীষ্ট বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ওয়াট্‌স সাহেবকে বিশেষ অনুরোধ করেন। ইহার পর তিনি দুইখানি সন্ধিপত্র আপনার কোনও বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরদ্বারা কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে স্বীকৃত হন। এইরূপে কথাবার্ত্তা হইলে ওয়াট্‌স্ সাহেব বিদায় গ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় ছদ্মভাবে আপনার আবাসগৃহে ফিরিয়া আইসেন।

এখন ওয়াট্‌স্ সাহেবের কেবল একটি মাত্র কার্য্য বাকী রহিল। উমিচাঁদের সম্বন্ধে যে দুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা গোপনে গোপনে দুই চারি জনের কাণে উঠিয়াছিল। এই সময়ে উমিচাঁদ মুর্ষিদাবাদে ছিলেন। যদি উপস্থিত বিষয় তাঁহার গোচর হয়, তাহা হইলে সমস্ত পণ্ড হইবে, এই আশঙ্কায়,ওয়াট্‌স সাহেব তাঁহাকে তাড়াতাড়ি কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি উমিচাঁদকে অধিকতর নিরাপদ করিবার ভাণ করিয়া কৃত্রিম বন্ধুতা দেখা-

ইয়া পরামর্শ দিলেন যে, এখন নবাবের সহিত যেরূপ বিবাদের সূত্রপাত হইতেছে, তাহাতে মুর্ষিদাবাদে থাকিলে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে। সুতরাং স্ক্র্যাফ্টন্ সাহেবের সহিত তাঁহার তাড়াতাড়ি কলিকাতায় প্রস্থান করা উচিত। ওয়াট্‌স সাহেবের কৌশল ব্যর্থ হইল না। উমিচাঁদ ধনাগার হইতে কিছু টাকা লইবার জন্ত একদিন মাত্র অপেক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু যখন তিনি নবাবের কোষাগার হইতে টাকা পাইলেন না, তখন আর মুর্ষিদাবাদে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। উমিচাঁদ ৮ই জুন কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ইহার দুই দিন পরে দুই খানি অঙ্গীকারপত্র লইয়া মীরজাফরের দূত কলিকাতায় আসিল। কলিকাতার ইঙ্গরেজসমিতি পূর্ব্বেই সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; এখন অঙ্গীকারপত্র দুই খানি উপস্থিত হওয়ামাত্র উহার যে খানি অলীক, সেই খানি উমিচাঁদকে দেখান হইল। উমিচাঁদ দেখিলেন যে, এই পত্রে তাঁহার সমস্ত দাবিপূরণের কথা লেখা আছে; ইঙ্গরেজ-সমিতির সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। সুতরাং যে গভীর সন্দেহে তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহা দূর হইল। উমিচাঁদ প্রতিজ্ঞাপত্র দেখিয়া আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইলেন।

সমুদয় ঠিক হইল। চাতুরীতে, প্রবঞ্চনার বলে, বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে একজনের সর্ব্বনাশ ও আর এক জনকে হতাশ্বাস করিবার সমুদয় কথাবার্ত্তা, সমুদয় কৌশল ও সমুদয় মন্ত্রণা ঠিক হইয়া গেল। ক্লাইব এখন সুযোগ বুঝিয়া শেষ কার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে,

তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সম্পন্ন হইলে সমস্ত বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় ইঙ্গরেজকোম্পানির প্রভুশক্তি বদ্ধমূল হইবে, অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার নিজের নামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থকিবে। সুতরাং তিনি এ সুযোগ ছাড়িতে কোনরূপ আশঙ্কায় বা ভয়ে, নিরাশায় বা নিরুৎসাহে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ইঙ্গরেজ সৈনিক পুরুষেরা ২০০ শত খানি নৌকায় করিয়া নবাবের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। সিপাহিরা স্থলপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। নবাবের যে দুই জন দূত ক্লাইবের সঙ্গে ছিল, ক্লাইব তাঁহাদিগকে পূর্ব্বেই বিদায় দিয়াছিলেন। দূতদ্বয়ের দ্বারা তিনি নবাবের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইয়া-দেন। এই পত্রে ক্লাইব সাহস করিয়া নবাবের নিকট লিখি-লেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসে নবাবের সহিত যে সন্ধি হয়, নবাব সে সন্ধি পালন না করাতে দোষী হইয়াছেন। কলি-কাতায় তিনি যে সম্পত্তি লুঠিয়া লইয়াছেন, চারি মাসের মধ্যে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশী ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইঙ্গরেজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি থাকাতেও তিনি আপনার সাহায্যার্থ ফরাসী সেনাপতি বুসিকে আহ্বান করিয়া-ছেন, এবং এই সময়ে 'ল' নামক আর এক জন ফরাসী সেনা-পতির অধীনে আপনার রাজধানীর ১০০ শত মাইলের মধ্যে এক দল ফরাসী সৈন্য রাখিয়াছেন। এইরূপে ইঙ্গরেজদিগের যারপরনাই অবমাননা করা হইয়াছে। এইরূপ অবিশ্বাসের কার্য্য এবং এইরূপ শত্রুতা করাতেও ইঙ্গরেজেরা এতদিন অসা-ধারণ ধীরতা দেখাইয়া আসিয়াছেন। যখন আফগানদিগের আক্রমণের আশঙ্কায় নবাব বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন

ইঙ্গরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নবাবের পুনঃপুনঃ গর্হিতাচরণে এখন তাঁহাদের স্থিরতা বিচলিত হইয়াছে। তাঁহারা আর কোন উপায় না দেখিয়া মুর্ষিদাবাদে আসিয়া এ বিষয়ের বিচারভার নবাবসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী মীরজাফর খাঁ, রাজা রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ এবং মোহনলালের উপর সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে যে, নবাব এই সালিশিতে সম্মত হইয়া নরশোণিতপাত বন্ধ রাখিবেন। ইহার পর, ক্লাইব পত্রের উপসংহারে কহেন যে, বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়াতে নবাবের নিকট হইতে উত্তর পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইবে। এজন্য গুরুতর প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি স্বয়ংই তাঁহার নিকটে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

রাজ্যাধিপতির নিকটে এরূপ কঠোর পত্র বোধ হয় আর কেহ কখনও পাঠায় নাই, এবং রাজ্যাধিপতির কাছে এরূপ গর্ব্ব, এরূপ ঔদ্ধত্য ও এরূপ অপমানসূচক ভাব, বোধ হয় আর কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। একদল বিদেশী যাঁহার অধিকারে বাস করিয়া যাঁহার অধিকৃত রাজ্যের সমৃদ্ধিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতেছিল, তিনিই শেষে সেই বিদেশী, বিজাতি, লাভালাভ-গণনানিপুণ, ক্রয়বিক্রয়ব্যবসায়ী বণিকদিগের এইরূপ অবজ্ঞা ও এইরূপ অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্থিরভাবে বিচার করিলে, এ বিষয়ে ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগেরই গুরুতর অপরাধ লক্ষিত হয়। ক্লাইব ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি যখন তরুণমতি নবাবকে আপনাদের সৈন্যবল দেখাইয়া চমকিত করেন, সেই দিন হইতেই ইঙ্গরেজেরা নবাবের ইচ্ছার

বিরুদ্ধে নানা কার্য্য করিয়া নবাবকে ঘোরতর অপদস্থ করিয়া তুলেন। তাঁহারা নবাবের মতের বিরুদ্ধে চন্দননগর অধিকার করেন। সেনাপতি "ল"র অধীনে যে ফরাসী সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কাশীমবাজার হইতে তাড়াইয়া দিতে জোর করিয়া নবাবের মত লওয়ান, নবাবসরকারে যে সকল কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং শেষে ঐ কৃতঘ্ন কর্ম্মচারীদিগের উপরেই নবাবের ব্যবহার-সম্বন্ধে বিচার করিবার ভার দিবার প্রস্তাব করেন। এইরূপ অবাধ্যতা, এইরূপ অনধিকার চর্চ্চা ও শান্তির এইরূপ ব্যাঘাত-চেষ্টা কখনও মার্জ্জনীয় নহে। যে তরুণবয়স্ক যুবক সর্ব্বদা নানা আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত যাঁহার অধঃপতনসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, ক্লাইব তাঁহাকেই রাজ্যচ্যুত, সম্পত্তিচ্যুত কবিবার জন্য এইরূপ ধার্ম্মিকতা, সদাশয়তা ও ধীরতার ভাণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প ও সদাচারের দোহাই দিয়া আপনাদিগকে নির্দ্দোষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি পত্রে যে সদুদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় পরি-পূর্ণ। তাঁহার কথা ও তাঁহার কার্য্যের কোন মূল্য নাই। তিনি ধীরতার নামে অধীরতার একশেষ দেখাইয়াছেন, সুবিচারের নামে অবিচারের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি, নির্দ্দোষ, তরুণমতি যুবক তাঁহারই কৌশলজালে জড়িত হইয়া, তাঁহারই চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া, বিস্তীর্ণ রাজ্য ও বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দেন।

এদিকে মুর্ষিদাবাদে এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধে কাণাঘুসা হইতে লাগিল। মীরজাফর, দুর্লভরায়, জগৎশেঠ, জারলতিফ খাঁ প্রভৃতি সকলেই আপনাদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন। কথা ক্রমে নবাবের কাণে উঠিল। নবাব আভাসে বুঝিতে পারিলেন যে, কোন একটি ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইতেছে। মীরজাফর ঐ ষড়যন্ত্রের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছেন। নবাব মীরজাফরের উপর পূর্ব্বেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন উপস্থিত ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুরদৃষ্ট ও চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় পূর্ব্বেই ক্রোধের আবেগে মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। নবাব, আপনার সঙ্কল্প, ফলোন্মুখ হওয়ার পূর্ব্বে, চাপিয়া রাখিতে জানিতেন না। মীরজাফর পূর্ব্বেই নবাবের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন। নবাব যে, তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছেন, মীরজাফর তাহা জানিতে পারিয়া বিশেষ সাবধানে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৮ই হইতে ১৪ই জুন পর্য্যন্ত মীরজাফর ও ওয়াট্‌স্ সাহেব, উভয়েরই মনে বড় আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। নবাব ক্রোধের আবেগে কখন কি করিয়া বসেন, মীরজাফর সর্ব্বদা সেইজন্য চিন্তিত ছিলেন। এখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ওয়াট্‌স্ সাহেবকে পলাইতে কহিলেন। ওয়াট্‌স্ সাহেব এই প্রস্তাবে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। ১৩ ই জুন তিনি কার্য্য পরিদর্শনচ্ছলে কাশীমবাজারে গমন করেন। সেইখানে আর তিনজন ইঙ্গরেজ তাঁহার সহিত মিলিত হন। রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময়ে সকলে

অগ্রদ্বীপে উপনীত হন। এই খানে নবাবের সৈনিক পুরুষেরা নিদ্রিত ছিল, সুতরাং পলাতকদিগের আর কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। তাঁহারা ক্রমে ভাগীরথী বাহিয়া, পরদিন কাল্‌নায় আসিলেন। ওয়াট্‌স্‌ সাহেব কাল্‌না হইতে মীরজাফরের নিকটে লোক পাঠাইয়া আপনার নিরাপদে উপস্থিতির সংবাদ জানাইলেন।

সিরাজউদ্দৌলা যখন মীরজাফরের আবাসগৃহ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ওয়াট্‌স্‌ সাহেব ও তাঁহার সঙ্গিগণের পলায়নসংবাদ শুনিতে পাইলেন। এই সংবাদে তিনি সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছেন। ভয়ের আবেগে তাঁহার মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি আবার মীরজাফরের সহিত সদ্ভাবস্থাপনে অগ্রসর হইলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বয়সের অল্পতাপ্রযুক্ত নবাবের তাদৃশ ধীরতা বা স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ছিল না। কোন দূরদর্শী, অভিজ্ঞ লোকের মন্ত্রণায় পরিচালিত হইলে, নবাব এখনও ইঙ্গরেজদিগের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আপনাকে নিরাপদ করিতে পারিতেন। তিনি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিলেন। ঐ সকল প্রমাণ পাইয়াই সেই বিশ্বাসঘাতককে দণ্ডিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। নবাব যদি আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া তুলিতেন, মীরজাফর যদি তাঁহার আদেশে দণ্ডিত ও নির্ব্বাসিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনার বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া বিদেশী বণিকদিগের আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা পাইতেন। কিন্তু বুদ্ধির চাঞ্চল্য

প্রযুক্ত নবাব প্রতি মুহূর্ত্তে এক সঙ্কল্প ছাড়িয়া অন্য সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। এ সময়ে কোন দূরদর্শী ব্যক্তি তাঁহাকে সৎপথ দেখাইয়া দেন নাই। তাঁহার বিশালরাজ্যের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে সমর্পিত ছিল, তাঁহারা পর্য্যন্ত এ সময়ে তাঁহার উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। গভীর আশঙ্কার তীব্রজ্বালা হতভাগ্য নবাবকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিচলিত করিয়া তুলিত। তিনি একবার যাহা ভাল বুঝিতেন, আর এক বার তাহাই অনিষ্টের হেতুভূত বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার অভিসন্ধি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি মীরজাফরকে দণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এখন ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের পলায়নে ভীত হইয়া, মীরজাফরের সহিত সদ্ভাব দেখাইয়া, তাঁহাকে আপনার পক্ষে আনিতে উদ্যত হইলেন। মীরজাফরের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। মীরজাফর মুখে স্বীকার করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি ইঙ্গরেজদিগের কোনও রূপ সাহায্য করিবেন না; নবাব স্বীকার করিলেন যে, শান্তি স্থাপিত হইলে, তিনি মীরজাফরকে তাঁহার পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি লইয়া নিরাপদে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দিবেন।

মীরজাফরের আশ্বাসবাক্যে নবাবের ভয় দূর হইল। কিন্তু যে একবার বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, সে আপনার অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিবে, তাহা নবাব বুঝিলেন না। তিনি সরলভাবে সকলকেই বিশ্বাস করিতেন; যাঁহার মুখে মিষ্ট কথা শুনিতেন, তাঁহাকেই বিশ্বাসী ও আত্মীয় ভাবিতেন; বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকেও তিনি এখন হিতৈষী বলিয়া মনে

করিতে লাগিলেন। মীরজাফরের আশ্বাসবাক্যে তাঁহার হৃদয় শান্ত হইল, সাহস বৃদ্ধি পাইল। ক্লাইব তাঁহার নিকটে যে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তিনি ক্লাইবের নিকটে একখানি পত্র পাঠাইলেন। অসময়ে ও অজ্ঞাতসারে ওয়াট্‌স্ সাহেব পলাইয়া যাওয়াতে ঐ পত্রে তিনি ক্লাইবকে ভর্ৎসনা করিলেন, এবং কহিলেন যে, তাঁহার অসদ্ব্যবহার ও তাঁহার সন্দেহপ্রযুক্ত তিনি এখন পর্য্যন্ত পলাশীতে আপনার সৈন্য রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পত্র পাঠাইবার পরে, নবাব তাঁহার নিজের ও মীরজাফরের সৈন্যদিগকে পলাশীতে যাত্রা করিবার আদেশ দিলেন, এবং ফরাসী সেনাপতি 'ল'কে তাঁহার সাহায্যার্থ ভাগলপুর হইতে আসিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। ১৯এ জুন নবাবের সমস্ত সৈন্য পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে ইঙ্গরাজেরা অগ্রসর হইতেছিলেন। ১৭ই জুন ক্লাইব দুই শত ইউরোপীয় ও পাঁচ শত এতদ্দেশীয় সৈন্য সহ সেনাপতি আয়ার কূট সাহেবকে কাটোয়ার দুর্গ অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এই দুর্গটি মৃত্তিকায় নির্ম্মিত। নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। উপস্থিত সময়ে নবাবের কাটোয়ার দুর্গের সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দুর্গ হইতে প্রস্থান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কুট সৈন্য সহ উপস্থিত হইলে, দুর্গাধ্যক্ষ মুখে তাঁহাকে বাধা দিবার ভয় দেখাইলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে কিছুই করিলেন না। দুর্গাধ্যক্ষ দুর্গ ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। দুর্গ সহজেই কুটের হস্তগত হইল। এই দুর্গে এত শস্য সঞ্চিত ছিল

যে; তাহাতে ১০,০০০ লোকের এক বৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারিত। যে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পলাশীর প্রান্তরে হতভাগ্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে, কাটোয়াতে তাহার সূত্রপাত হইল।

মীরজাফর, নবাবের সহিত তাঁহার পুনর্ম্মিলনের সংবাদ ক্লাইবকে জানাইয়া ছিলেন। তিনি যে, ইঙ্গরেজদিগের কোনও সাহায্য করিবেন না বলিয়া নবাবের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ক্লাইবকে তাহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন; তাহা পালন করিতে যে, উদাসীন হইবেন না, তাহা পত্রের শেষে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি নিজে বিশ্বাসঘাতক, সে যে, অপরের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং মীরজাফরের কথায় ক্লাইব সুস্থির হইলেন না। ইহার পর মীরজাফরের আর একখানি পত্র তাঁহার নিকটে পঁহুছিল। ঐ পত্র ১৯এ জুন লিখিত হয়। মীরজাফর উহাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি ঐ দিনই পলাশীতে যাইতেছেন। সৈন্যগণের দক্ষিণ ভাগে তিনি অবস্থিতি করিবেন। কিন্তু তাঁহার নিজের ও নবাবের সৈন্যের ব্যূহরচনার সম্বন্ধে কোন কথা পত্রে লেখা হইল না; অধিকন্তু মীরজাফর কি ভাবে ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য করিবেন, তাহাও কিছু খুলিয়া বলিলেন না। এই পত্র পাইয়া ক্লাইবের হৃদয় কিছু শান্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি এখনও ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া নবাবের বহুসংখ্য সৈন্য আক্রমণ করা যে, কতদূর অসমসাহসের কার্য্য, তাহা তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

এখন নানা অশঙ্কায় তিনি বিচলিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার যথোচিত সাহস ও উদ্যম ছিল; কিন্তু তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকদিগের সহিত যেরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং আপনি নানারূপ চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়া যেরূপ দুরূহ কার্য্যসাধনে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার শান্তির ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। মীরজাফর তাঁহার সাহায্য করিবেন কিনা, তাহা এখনও তিনি ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। যে নিজে বিশ্বাসঘাতক,সে একজনের নিকটে কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া পরক্ষণে যে, তাহার অন্যথাচরণ করিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? ক্লাইব কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি উপস্থিত বিষয়ে আপনার সহযোগিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতে উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে সমর-সংক্রান্ত মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইল। ২০এ জুন ইঙ্গরেজ সৈনিক পুরুষেরা ঐ সমিতিতে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব উপস্থিত সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাদের সৈন্যগণ এখনই ভাগীরথী পার হইয়া নবাবের সৈন্য আক্রমণ করিবে, কি কাটোয়ার দুর্গে যে সকল শস্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া বর্ষাকালের শেষ পর্য্যন্ত কাটোয়ায় অবস্থিতি করিবে এবং ইহার মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকটে সাহায্যপ্রাপ্তির বন্দোবস্ত করা হইবে? ক্লাইব অপরাপর সভ্যদিগের অভিমত প্রকাশের পূর্ব্বেই কাটোয়ায় থাকা উচিত বলিয়া নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সেনাপতি আয়ার কূট এই প্রস্তাবের বিরোধী হইয়া উঠিলেন।

তিনি কহিলেন যে, ইহাতে সময় পাইয়া ফরাসী সেনাপতি 'ল' নবাবের সহিত মিলিত হইবেন। তাঁহার মতে অবিলম্বে নবাবের সৈন্য আক্রমণ করা উচিত যদি কাটোয়ায় থাকিতে হয়, তাহা হইলে তিনি একবারে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন; কিন্তু ইহাতে ইঙ্গরেজ জাতির নামে কলঙ্ক স্পর্শিবে এবং ইঙ্গরেজকোম্পানির স্বার্থেরও হানি হইবে। ছয় জন সৈনিক পুরুষ সেনাপতি কূটের পক্ষ সমর্থন করিলেন। সমর-সমিতিতে উভয় পক্ষের তর্ক-বিতর্ক শেষ হইল, কিন্তু ক্লাইবের চিন্তা দূর হইল না। ক্লাইব একাকী কিয়দ্দূরে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় বসিয়া আবার গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ভাল, কি কাটোয়ায় থাকা উচিত, ক্লাইব কেবল মনে মনে এই প্রশ্নের আন্দোলন করিতে লাগিলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল গভীর চিন্তার পর সমুদয় বিষয়ের মীমাংসা হইল। ক্লাইব শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। পথে তাঁহার সহিত সেনাপতি কূটের সাক্ষাৎ হইল। তিনি কূট সাহেবকে কহিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ব-সঙ্কল্প দূর হইয়াছে। এই কথা বলিয়া শিবিরে আসিলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে ভাগীরথী পার হইতে হইবে, এই আদেশলিপি লিখিতে বসিলেন। আদেশ-লিপি লিখিত হইল। ২২এ জুন চতুরচূড়ামণির আদেশে সমস্ত ইঙ্গরেজ-সৈন্য কাটোয়া হইতে পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইল।

ইঙ্গরেজপক্ষের যে সকল সৈন্য নবাবের বিরুদ্ধে পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের মধ্যে ৯৫০ জন ইউরোপীয় পদাতিক (ইহার মধ্যে ২০০ জন ফিরিঙ্গী ছিল), ১০০ জন

ইউরোপীয় কামানরক্ষক, ৫০জন ইঙ্গরেজ নাবিক এবং ২,১০০জন সিপাহি ছিল। সেনাপতির আদেশে এই ক্ষুদ্র সৈনিক দল ১০টি কামান লইয়া ২২এ জুন প্রাতঃকালে কিয়ৎক্ষণ ভাগীরথীর তটভূমি অতিবাহন করিয়া, পরে নদী পার হইতে উদ্যত হইল। বেলা চারিটার সময়ে সকলে বিনা বাধায় ভাগীরথীর বাম তটে আসিল। এই খানে ক্লাইব মীরজাফরের নিকট হইতে আর এক খানি পত্র পাইলেন। ঐ পত্রে মীরজাফর ক্লাইবকে লিখিয়াছিলেন যে, নবাব কাশীমবাজারের ছয় মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঙ্গরেজ সৈন্য স্থলপথে ঘুরিয়া আসিয়া, অনায়াসে ঐ স্থানে নবাবকে আক্রমণ করিতে পারে। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের এই প্রস্তাব ক্লাইবের কাছে সঙ্গত বোধ হইল না। যেহেতু ইহাতে ক্লাইবকে একটি বৃত্তাকার পথ পরিবেষ্টন করিয়া নবাবের অভিমুখে যাইতে হইত। এদিকে নবাব সোজাপথে আসিয়া ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন। সুতরাং ক্লাইব মীরজাফরকে উত্তর দিলেন যে; তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পলাশীর অভিমুখে যাত্রা করিবেন, এবং পরদিন ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দাউদপুর নামক স্থানে উপনীত হইবেন। মীরজাফর যদি এই স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত না হন, তাহা হইলে তিনি নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইবেন।

যেস্থানে ক্লাইব মীরজাফরের পত্রবাহক লোককে বিদায় দেন, সে স্থান হইতে পলাশী ১২ মাইল। ২২এ জুন গোধূলি সময়ে ইঙ্গরেজ সৈন্য এই বার মাইল পথ অতিবাহনে প্রবৃত্ত হইল। পথে তাহাদের বিস্তর কষ্ট হইয়াছিল। আট ঘণ্টা

কাল অবিশ্রান্ত চলিয়া রাত্রি একটার সময় পরিশ্রান্ত সৈনিকদল পলাশীতে উপনীত হইল এবং গ্রাম অতিক্রম করিয়া, অদূরবর্ত্তী আম্রকাননে শিবির সন্নিবেশ করিল।

এই আম্রকানন ভাগীরথীর নিকটে অবস্থিত; ইহার দৈর্ঘ্য ১,৬৮০ হাত এবং বিস্তার ৬০০ হাত। বৃক্ষগুলি শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। বৃক্ষশ্রেণী একটি মৃৎপ্রাচীর ও পরিখায় (পগারে) পরিবেষ্টিত ছিল। কথিত আছে, এই স্থানে এক লক্ষ আম্র বৃক্ষ ছিল। এজন্য উহা "লক্ষাবাগ" নামে প্রসিদ্ধ হয়। ক্লাইব এই সুন্দর আম্রকাননে আপনার পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে অদূরে সমরসঙ্গীত শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। সেই সামরিক গীতি তাঁহার হৃদয়ে বিস্ময় ও আতঙ্কের সঞ্চার করিল। তিনি সেই সঙ্গীত শুনিয়াই আপনাদের সন্নিবেশভূমি সুব্যবস্থিত করিতে যত্নশীল হইলেন।

নবাব আপনার সৈন্যদল লইয়া মুর্ষিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, ইঙ্গরেজ সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। নবাব ক্লাইবের প্রকৃতি জানিতেন। সুতরাং তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইঙ্গরেজ অবিলম্বে ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এজন্য তিনি সহসা পলাশীর দিকে না যাইয়া কাশীমবাজারের ৬ মাইল দূরে একটি পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মীরজাফর ক্লাইবকে যথাসময়ে এই সংবাদ জানাইতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, ২১এ জুন নবাব যখন শুনিতে পাইলেন যে, ইঙ্গরেজেরা তখনও কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছেন, তখন তিনি পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনু-

সারে পলাশীতে যাইতে উদ্যত হন, এবং অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া আম্রকাননের এক মাইল উত্তরে সৈন্য স্থাপন করেন। ইঙ্গরেজদিগের উপস্থিতির বার ঘণ্টা পূর্ব্বে নবাব পলাশীতে আসিয়া সৈন্য সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।

নবাবের সৈন্য সংখ্যা অধিক ছিল। ৩৫ হাজার পদাতিক যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। কিন্তু এই পদাতিক সৈন্য তাদৃশ সুশিক্ষিত ছিল না, এবং ইহাদের অস্ত্রশস্ত্রও তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না। নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা ১৫ হাজার ছিল। ইহারা সুশিক্ষিত, বলসম্পন্ন ও তেজস্বী অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। ইহাদের প্রধান অস্ত্র তরবারি ও বড়শা। কামানসজ্জা ও কামান পরিচালকগণ অশ্বারোহী সৈন্য অপেক্ষা ও উৎকৃষ্ট ছিল। নবাব ৫৩ টি কামান আনিয়াছিলেন। ৪০।৫০ জন ফরাসী একজন ফরাসী সেনাপতির অধীনে ঐ সকল কামান পরিচালনা করিতেছিল।

নবাবের সৈন্য যেমন অধিকসংখ্যক ও অধিকতর বলসম্পন্ন, তেমনি তাহারা অধিকতর উৎকৃষ্ট ও সুব্যবস্থিত স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। নবাব যে স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা পরিখায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ভাগীরথী এই স্থানে অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তরপূর্ব্ব দিকে আসিয়া দক্ষিণাভিমুখ হইবাছে। সুতরাং ভাগীরথীপ্রবাহের এই উত্তরপূর্ব্বদিক কোণাকৃতি হইয়া উঠিয়াছে। কোণাকৃতি স্থলের নিকটে একটি ছোট গড়ে কামান সকল সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহার ৬০০ হাত পূর্ব্বে পরিখার সম্মুখভাগে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ গড়ের ১,৬০০ হাত দক্ষিণে, ইঙ্গরেজ সৈন্য যে আম্রকাননে শিবির সন্নি-

বেশ করিয়াছিল, তাহারই নিকটে একটি পুষ্করিণী এবং ঐ পুষ্করিণীর ২০০ হাত অন্তরে আর একটি বড় পুষ্করিণী ছিল। উভয় সৈন্যের গতিবিধি বুঝিতে হইলে এই বর্ণিত স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

২৩ এ জুন প্রাতঃকালে নবাবের সৈন্য আপনাদের পরিখা-পরিবেষ্টিত সন্নিবেশস্থল হইতে যাত্রা করিল। ফরাসীর চারিটি কামান লইয়া ইঙ্গরেজদিগের অতিনিকটে পূর্ব্বোক্ত বড পুষ্করিণীর পার্শ্বে আসিল। ভাগীরথী ও ফরাসীদিগের মধ্যভাগে আর দুইটি কামান একজন ভারতবর্ষীয় সৈনিক পুরুষের অধীনে রক্ষিত হইল। কামানপরিচালক ফরাসীদিগের পশ্চাতে নবাবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য—পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, সাত হাজার পদাতিক, পরম বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের অধীনে অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাঁহারই পার্শ্বে সেনাপতি মোহনলাল ইঙ্গরেজের সম্মুখে আপনার বীরত্বগৌরবের পরিচয় দিবার স্থযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাদের পার্শ্বভাগে নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য অর্দ্ধচক্রকারে ইঙ্গরেজদিগের সম্মুখে রহিল। নবাবের বিশ্বাঘাতক সেনাপতি রাজা রায়দুর্লভ জারলতিফ খাঁ ও মীরজাফরের অধীনে ঐ সকল সৈন্য রক্ষিত হইয়াছিল। রায়দুর্লভ দক্ষিণভাগে, জারলতিফ, মধ্যভাগে এবং মীরজাফর ইঙ্গরেজদিগের অতি নিকটে বামভাগে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নবাব সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত স্থানে সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্লাইব যে পথে অগ্রসর হইয়া, নবাবের শিবির আক্রমণ করিবেন, সেই পথ কামানপরিচালক ফরাসীগণ এবং সর্ব্বপ্রধান

সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ক্লাইবের একদিকে ভাগীরথী প্রখরবেগে তরঙ্গবাহু আস্ফালন করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছিল, আর দিকে নবাবের বিপুল সৈন্য চক্রকারে তাঁহায় পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাড়াইয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা এইরূপে শত্রুসৈন্যে প্রায় পবিবেষ্টিত ছিলেন। এই সুদৃঢ় বিপুল ব্যূহভেদ করিতে পারেন, তাঁহাদের সেরূপ সৈনিক বল বা ক্ষমতা ছিল না। যদি হতভাগ্য সিরাজের সেনাপতিগণ বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, দুর্নিবার ভোগলালসা ও আত্মসুখ-কামনা যদি এ সময়ে তাহাদিগকে পবিত্র কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত না করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজসৈন্য পলাশীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মূল হইয়া যাইত।

আম্রকাননের বহির্ভাগে—ভাগীরথীর তটদেশে নবাবের একটি শিকারমঞ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ক্লাইব যখন আম্রকাননে উপস্থিত হইয়া অদূরে সমরসঙ্গীত শুনেন, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ শিকারমঞ্চ অধিকার করিতে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ পাঠাইয়া দেন। মঞ্চ অধিকৃত হয। ক্লাইব এখন শিকার করিবার মঞ্চ হইতে নবাবের সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, বিস্ময় ও আশঙ্কার তরঙ্গে মুহুর্মুহু আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। নবাবের বল-বহুলতা, সৈন্য সন্নিবেশের পারিপাট্য, মীরমদন ও মোহনলালের সেই অদম্য তেজ ও উৎসাহ, সমস্তই ক্লাইবের হৃদয়ে দুশ্চিন্তার তুমুল ঝটিকার সূত্রপাত করিল। ক্লাইব একবার গভীর আশায় বুক বাঁধিয়া মীরজাফরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, আবার আশঙ্কার সহিত আপনার ক্ষুদ্র দলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময় ও বিরাগে অভিভূত হইতে লাগি-

লেন। নবাবের সৈন্য যখন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল, তখন ক্লাইব আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আপনার ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে আম্রকানন হইতে বাহির হইতে আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈন্যগণ আম্রকানন হইতে বহির্গত হইল। ক্লাইব তাহাদিগকে আম্রবনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সৈন্য-শ্রেণীর মধ্যভাগে ইউরোপীয়গণ এবং উভয় পার্শ্বে সিপাহিগণ স্থাপিত হইল। ইউরোপীয় সৈন্যের উভয় পার্শ্বে শত্রুব্যূহ ভেদের জন্য কামান সকল প্রস্তুত রহিল।

ইঙ্গরেজের ইতিহাসের এই চিরস্মরণীয় দিনে বেলা পূর্ব্বাহ্ণ আট ঘটিকার সময়ে উভয় পক্ষ, উভয় পক্ষের আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ফরাসীরা আপনাদের সুদক্ষ সেনাপতি সেণ্টফ্রেস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রথমে একটি কামান হইতে গোলা চালাইতে লাগিল। ইঙ্গরেজপক্ষ হইতেও গোলা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ইঙ্গরেজের গোলা যদিও অব্যর্থ সন্ধানে শত্রুদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি তাহাদের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য সংখ্যায় অধিক ছিল, সুতরাং তাহারা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অনুমাত্রও বিচলিত হইল না। এদিকে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ক্লাইবের এরূপ ক্ষতি বোধ হইল যে, ক্লাইব পশ্চাৎ হটিয়া আসিয়া সৈন্যদিগকে আম্র-কাননে আশ্রয় দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য হইল। ক্লাইব শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাৎ গমন করিয়া, আম্রকাননে সৈন্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে নবাবের সৈন্য এত উৎসাহযুক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা কামানসকল শত্রু-দিগের আরও নিকটে লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

সত্বরতার সহিত গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যেহেতু, গোলা সকল ঊর্দ্ধে আসিয়া পড়াতে আম্রবনেরই ক্ষতি হইতে লাগিল, বৃক্ষের নিম্নদেশে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহাদের তাদৃশ ক্ষতি হইল না। এদিকে ইঙ্গরাজেরা আম্রকাননের অন্তর্ভাগ হইতে গোলা চালাইতে লাগিলেন। ইহাতেও নবাবের সৈন্য পশ্চাৎপদ হইল না। তিন ঘণ্টাকাল এইরূপে গোলায় গোলায় যুদ্ধ হইল ; কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের কোন সুবিধা দেখা গেল না। নবাবের সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় গোলা চালাইতে লাগিল। তাহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইল না। এসময়েও ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সম্মিলনের কোন চিহ্ন দেখা গেল না। মীর-মদন যে স্থান অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, সে স্থান অধিকার করিতে ক্লাইব সাহসী হইলেন না, সুতরাং ক্লাইব উদ্বিগ্ন হইলেন। আত্মপক্ষের কোন সুবিধা না দেখিয়া, তিনি বেলা এগারটার সময় আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ-দিগকে নিকটে আহ্বান করিলেন, ইঁহাদের সহিত পরামর্শের পর স্থির হইল যে, রাত্রি পর্য্যন্ত আম্রকাননে অবস্থিতি করিয়া, নিশীথে শত্রুশিবির আক্রমণ করিতে হইবে।

এইরূপ স্থির হইলে, ইঙ্গরেজ সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় সেই সুবিস্তৃত আম্রকাননেই অবস্থিতি করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে একটি প্রাকৃতিক ঘটনা ইঙ্গরেজপক্ষের বিশেষ অনুকূল হইয়া উঠিল। বর্ষাকালে সর্ব্বদা যেরূপ হইয়া থাকে, হঠাৎ এক ঘণ্টাকাল প্রবলবেগে সেইরূপ বৃষ্টি হইল। ইঙ্গরাজেরা আপনাদের বারুদ প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন,

সুতরাং তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইল না। কিন্তু নবাবের সৈন্য এরূপ সাবধান না হওয়াতে তাহাদের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া গেল। ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় গোলা চালাইতে পারিল না। সমরানলের তেজ ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ইঙ্গরেজদিগের বারুদও এই ভাবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী লইয়া প্রবলবেগে আম্রকাননের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য ইহাদের উপর গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। গুলির বেগে আক্রমণকারিগণ হঠিয়া গেল। সেনাপতি মীরমদন সংঘাতিক রূপে আহত হইলেন।

এই ঘটনাতেই সিরাজের কপাল একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। ২৩ এ জুনের এ ঘটনাই অনেকাংশে ইঙ্গরেজের বিজয়গৌরবের প্রচারে সুবিধা করিয়া দিল। যদি মীরমদন জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও সিরাজের আশা ভরসার স্থল থাকিত। সিরাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকগণে পরিবৃত ছিলেন বটে, কিন্তু ঐ সাহসী, প্রভুভক্ত সেনাপতি, মোহনলালের সাহায্যে তাঁহাকে কোনরূপে রক্ষা করিতে পারিতেন। এরূপ সেনাপতির মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল, কোনওরূপে আর সে ক্ষতির পূরণ হইল না। হতভাগ্য অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক আপনার সুদক্ষ ও বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যুতে অধীর হইলেন; অধীরভাবে মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিলেন। মীরজাফর উদাসীনভাবে নবাবের সমক্ষে উপনীত হইলেন। নবাব আপনার উষ্ণীষ তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কাতরতার সহিত বাষ্প-নিরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য এখন আমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তোমার সহিত আমার ও স্বর্গীয়

মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর ছুশ্ছেদ্য বন্ধন আছে। আমি এখন তোমাকে সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের প্রতিনিধি বলিয়া চাহিয়া দেখিতেছি। আমার আশা আছে, তুমি আমার পূর্ব্বকৃত অপ-রাধ ভুলিয়া যাইবে, এবং প্রকৃত সৈয়দের ন্যায়, পবিত্র পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ আত্মীয় স্বজনের ন্যায়, আমার বংশের কৃত মহদুপ-কার কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। আমি তোমার দিকে চাহিয়া, আমার জীবন ও আমার সম্মান রক্ষার ভার তোমার প্রতি সমর্পণ করিলাম।” ইহার পর নবাব ভূমিস্থাপিত স্বীয় উষ্ণীষ লক্ষ্য করিয়া, সজলনয়নে কহিলেন,—“জাফর! এই পাগড়ী অবশ্য তুমি রক্ষা করিবে।” আপনার অনুগত প্রজা ও প্রতিপালিত কর্ম্মচারীর নিকটে রাজ্যাধিপতির এরূপ কাতরতা, এরূপ হৃদয়স্পর্শী সানুনয় প্রার্থনা আর সম্ভবে না। অষ্টাদশ-বর্ষীয় তরলমতি যুবক আজ প্রাণের দায়ে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক প্রতিপালিতের সমক্ষে এইরূপ গভীর মর্ম্মবেদনা জানাইলেন।

কিন্তু এইরূপ কাতরতায় কঠোরপ্রকৃতি, বিশ্বাস-ঘাতকের কঠোরতা দূর হইল না; প্রতিপালক রাজ্যাধিপতির এইরূপ বিনয় অনুনয়েও তাঁহার কিছুমাত্র সমবেদনা জন্মিল না। মীর-জাফর যেরূপ উদাসীনভাবে নবাবের নিকটে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন, সেইরূপ উদাসীনভাবে, কিন্তু বাহিরে সম্মান ও আনু-গত্যের নিদর্শন দেখাইয়া, কহিলেন “বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আক্রমণের আর সময় নাই। যে সকল সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে এবং যাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা-দের সকলকেই ফিরিয়া আসিতে আদেশ করুন। ঈশ্বরের

প্রসাদে আমি, আগামী কল্য সমস্ত সৈন্য লইয়া, বিপক্ষ-পক্ষ আক্রমণ করিব।' সিরাজ আবার কাতরতার সহিত কহিলেন, "রাত্রিতে বিপক্ষগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে।" মীরজাফর পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীনভাবে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিপক্ষগণ রাত্রিকালে কখনও আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না।

সেনাপতি মোহনলাল মীরমদনের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাঁহার কামানের গোলা এই সময়ে বিশেষ কার্য্যকর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাঁহার পদাতিক সৈন্য অবিশ্রান্ত গুলি বৃষ্টি করিয়া, ইঙ্গরেজসৈন্যের ক্ষমতা প্রায় পর্য্যুদস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ার সময় নয়, উপস্থিত যুদ্ধে যাহা ঘটিতে পাবে, এখনই তাহার সংঘটন প্রার্থনীয়। আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে।" সিরাজউদ্দৌলা মোহনলালের এই কথা মীরজাফরকে জানাইলেন, মীরজাফর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি যে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহাই আমার মতে অধিকতর সঙ্গত বোধ হইয়াছিল। এখন আপনি যাহা উচিত বোধ করেন, তাহাই করিতে পারেন।" ভয়াতুর হতভাগ্য যুবক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথায় আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি মীরজাফরের কথাতেই সম্মতি দিয়া, আপনার দুবদৃষ্টকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে দুরাশয় মীরজাফর নবাবের নিকটে বিদায় লইয়া অশ্বারোহণে বিদ্যুৎবেগে আপনার সৈন্যদলে উপস্থিত হইলেন। এইখানে আসিয়াই, তিনি ক্লাইবকে সমস্ত কথা লিখিয়া পাঠাইলেন। ঐ পত্রে ক্লাইবকে এরূপও অনুরোধ করা হইল যে, তিনি যেন আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্যদল সহ অগ্রসর হইতে থাকেন। এদিকে মীরজাফরের উদাসীনভাবে সিরাজউদ্দৌলা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতির মৃত্যু হইয়াছিল, বারুদ সকল ভিজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং তিনি গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া, কাতরভাবে রায় দুর্লভের নিকটে আসিলেন। এই সেনাপতিও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের দলভুক্ত ছিলেন। সুতরাং, সিরাজ ইঁহার নিকটেও সমুচিত সান্ত্বনা পাইলেন না। রায় দুর্লভও সৈন্যদিগকে, পরিখাবেষ্টিত স্থানে হঠিয়া আসিতে আদেশ দিতে নবাবকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সমরক্ষেত্রে মীরমদনের পতন হইয়াছিল; মোহনলাল বিশেষ পরাক্রমের সহিত বিপক্ষদিগকে নির্জ্জিত করিতেছিলেন; অবশিষ্ট তিনজন সেনাপতি রায় দুর্লভ, জারলতিফ ও মীরজাফর ইঙ্গরেজপক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের কাহারও নিকটে সদ্ব্যবহারের প্রত্যাশা ছিল না। হতভাগ্য যুবক এখন নিরুপায় হইয়া মীরজাফর প্রভৃতিকে সন্তুষ্ট করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে ইঁহারা সকলেই আগামী কল্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। নবাব এই বিশ্বাসে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিতে মোহনলালকে পুনঃ পুনঃ আদেশ দিতে লাগিলেন। এই আদেশ দিয়াই তিনি

উটে চড়িয়া দুই হাজার অশ্বারোহীর সহিত ভয়ব্যাকুলচিত্তে মুর্ষিদাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশে বিরক্ত হইয়া মোহনলাল অবশেষে ঐ আদেশ পালন করিলেন। তিনি সহসা যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আপনার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। সেনাপতিকে সহসা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হঠিয়া আসিতে দেখিয়া সৈন্যগণও হটিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রহিল না। তাহারা সন্ত্রস্তভাবে পশ্চাৎদিকে যাইতে লাগিল। তিন জন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি এখন আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থলে প্রভুত্ব করিবার সুযোগ পাইলেন। ফরাসী সেনাপতি সেণ্টফ্রেস্ ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি শেষ সময় পর্য্যন্ত প্রাণপণে নবাবের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। মীরমদনের সৈন্যগণের সাহায্যে এই বিদেশী বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষায় যত্নশীল হইলেন। কিন্তু মীরমদনের মৃত্যুতে ও মোহনলালের প্রত্যাবর্ত্তনে ঐ সকল সৈন্যও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ফরাসী সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রায় নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইলেন। ইহার পর কি হইল, তাহা জানিতে হইলে, ইঙ্গরেজ সৈন্যের সন্নিবেশভূমি সেই আম্রকাননের দিকে পুনর্ব্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত।

নবাবের সেনাপতি মীরমদন যখন বিপুল বিক্রমে আপনার সাহসী সৈন্যগণের সহিত আম্রকাননের অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন ক্লাইব, স্বীয় শিক্ষিত সৈনিকদলের সাহায্যে সেই আক্রমণে বাধা দিতে ব্যাপৃত ছিলেন। এই স্থানে ক্লাইবকে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। ক্লাইব সাহসে ভর করিয়া, যে আক্রমণের

গতিনিরোধে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাতে নবাবের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পদে অধিষ্ঠিত সেনাপতির পতন হয়, আক্রমণকারী সৈন্যগণও ভগ্নোৎসাহ হইয়া, হঠিয়া আইসে। নবাবের একজন সেনাপতির পতন ও একদল সৈন্যের প্রতিনিবর্ত্তনের পরিণাম কি ঘটিবে, তাহা ক্লাইব তখন ভাবিয়া দেখেন নাই। ইহাতে যে, নবাবের বিচিত্র ব্যূহ ভেদ হইবে, এবং নবাব যে, ভয়ব্যাকুলচিত্তে মুর্ষিদাবাদে পলায়ন করিবেন, তাহা মুহূর্ত্তমাত্রও তখন ক্লাইবের কল্পনায় সমুদিত হয় নাই। ক্লাইব সে সময়ে, রাত্রিসমাগম পর্য্যন্ত আপনাদের সন্নিবেশ ক্ষেত্র—আম্রকানন রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি ইহার পর মীরজাফর ও অন্যান্য বন্ধুগণের উপর নির্ভর করিয়া, নবাবের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইবেন। ক্লাইব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, শ্রান্তিবিনোদনের জন্য শিকারমঞ্চে প্রবেশ করেন। যদি ইহার মধ্যে বিপক্ষগণ আপনাদের সন্নিবেশস্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাঁহাকে জাগাইতে হইবে বলিয়া, তিনি যাইবার সময়ে আপনার সেনানায়কদিগকে আদেশ দেন। ক্লাইব শিকার মঞ্চে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে নিদ্রা আসিয়া তাঁহার সমস্ত উদ্বেগ দূর করিল। ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজ সেনানায়ক মেজর কিল্‌পাট্রিক বিপক্ষদিগকে পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন। বলা বাহুল্য যে, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় মোহনলাল যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াতে, ক্লাইবের শিকারমঞ্চে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। কিন্তু মেজর কিল পাট্রিক্ এই কারণ অবগত ছিলেন না, সম্ভবতঃ তিনি উহা জানিতেও

উৎসুক হন নাই। কেবল নবাবের সৈন্যগণকে ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া যাইতে দেখিলেন। এই সুন্দর সুযোগ তাঁহার হৃদয়ে গভীর আশা উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। মেজর কিলপাট্রিক্ এই সুযোগে পুষ্করিণীর সমীপবর্ত্তী ভূমি অধিকার করিয়া, ঐস্থান হইতে পশ্চাদ্গামী বিপক্ষদলের উপর গোলা চালাইতে ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছামাত্র তিনি আড়াইশত ইউরোপীয় সৈন্য ও দুইটি কামান লইয়া, আম্রকানন হইতে বহির্গত হইয়া, পুষ্করিণীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্লাইবকে এই বিষয় জানাইবার জন্য শিকারমঞ্চে একজন সেনানায়ক পাঠাইয়া দিলেন। সেনানায়ক ক্লাইবকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন। ক্লাইব জাগরিত হইয়া, যখন সমস্ত শুনিলেন, তখন তাঁহার ক্রোধের সঞ্চার হইল। তাঁহার বিনা অনুমতিতে এরূপ একটি গুরুতর কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়াতে তিনি সৈনিক নিবাসে যাইয়া, কিলপাট্রিককে যথোচিত ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু যখন সমস্ত বিষয় তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে যাহা করিতেন, কিলপাট্রিক তাহাই করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল। সুতরাং ক্লাইব কালবিলম্ব না করিয়া কিলপাট্রিক্‌কে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আসিতে কহিলেন, এবং কিলপাট্রিক যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

এদিকে সেণ্টফ্রে, নবাবের সৈন্য পশ্চাদ্গামী হইতে দেখিয়া, চিন্তিত হইলেন। নিজের অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া সমস্ত ইঙ্গরেজ সৈন্যের গতিরোধ করিতে পারেন, তাঁহার এমন ক্ষমতা ছিল না

কয়েক মিনিটের মধ্যে ফরাসী সেনাপতি দেখিলেন যে, ইঙ্-রেজ সৈন্য আম্রকানন হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহারই অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তিনি পরিখাবেষ্টিত স্থানের কোণে যে সৈন্যসন্নিবেশ-স্থল ছিল, সেই থানে বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেণ্টফ্রে এই স্থানে বিপক্ষের গতিনিরোধ জন্য আপনার কামান সকল সজ্জিত করিয়া রাখিলেন।

ইহার মধ্যে নবাবের দুই তিন দল সৈন্য পরিখাবেষ্টিত স্থানে ফিরিয়া আসিল। মীরজাফর তৃতীয় দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, এই দল আম্রবনের অতি নিকটে সন্নিবেশিত ছিল। উপস্থিত সময়ে উক্ত দলের সমস্ত সৈন্য আম্রবনের উত্তর প্রান্তে যাইতে লাগিল। উহারা যে, তাঁহার সহযোগী মীরজাফরের সৈন্য, তাহা ক্লাইব জানিতেন না। তিনি ভাবিলেন যে, বিপক্ষেরা তাঁহাদের দ্রব্যাদি অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে ঐ দিকে যাইতেছে। সুতরাং ক্লাইব অবিলম্বে এক দল ইউরোপীয় সৈন্য উহাদের গতিরোধের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। ইউরোপীয়গণ এরূপ তীব্রতার সহিত কামানের গোলা চালাইতে লাগিল যে, মীরজাফরের সৈনিক-দল আর অগ্রসর হইতে পারিল না। কিন্তু উহারা নবাবের অপরাপর সৈন্য হইতে পৃথক্ হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে ক্লাইব সেণ্টফ্রের পরিত্যক্ত পুষ্করিণীর তটে উপনীত হইয়া, শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে লাগিলেন। পরিখা-পরিবেষ্টিত স্থানে নবাবের যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারা এখন নিরস্ত থাকিল না। অশ্বারোহী, পদাতিক, কামানরক্ষক,

সকলেই ইঙ্‌রেজ সৈন্য লক্ষ্য করিয়া গুলি বৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ক্লাইব, আপনার পূর্ব্বতন স্থান পরিত্যাগ করিয়া, নবাবের সৈন্যের সন্নিবেশক্ষেত্র পূর্ব্বোক্ত পরিখাবেষ্টিত ভূমির অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর তিনি অর্দ্ধেক পদাতিক ও অর্দ্ধেক কামানরক্ষক সৈন্য ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর পাহাড়ির উপর রাখিলেন, অবশিষ্ট সৈন্যের অধিকাংশ উহার দুইশত গজ বামে একটি উন্নত ভূমিতে সন্নিবেশিত করিলেন এবং ৯৬০ জন বাছাবাছা এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষকে পরিখাবেষ্টিত স্থানের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর পশ্চাতে থাকিতে আদেশ দিলেন। ক্লাইব এইরূপে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান হইতে কামানের গোলা এবং তৃতীয় স্থান হইতে বন্দুক চালাইতে লাগিলেন। ফরাসী সেনাপতি সেণ্টফ্রে আপনার স্থান হইতে বৃথা কামানের গোলা ছাড়িতে লাগিলেন, বৃথা বন্দুকের গুলি বৃষ্টি করিয়া বিপক্ষদিগকে ব্যতিব্যস্ত কবিতে প্রয়াস পাইলেন, বৃথা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত করিয়া বিপক্ষব্যূহ ভেদ করিতে উদ্যত হইলেন। অধিনায়কের অভাবে নবাবের সমস্ত সৈন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আর শৃঙ্খলার সহিত সজ্জীভূত হইল না। তাহাদের সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল, তেজস্বিতা ছিল, কিন্তু সেই সাহস যথাসময়ে প্রকাশ করিবার, সেই বীরত্ব যথাস্থলে প্রদর্শন করিবার, এবং সেই তেজস্বিতার যথানিয়মে পরিচয় দিবার, তাহাদের মধ্যে কোন বিচক্ষণ উপদেষ্টা ছিলনা। মীরমদন নিহত হইয়াছিলেন, মীরজাফরের কুমন্ত্রণায় মোহন-লাল যুদ্ধে অবসর লইয়াছিলেন, এখন সমর-সাগরে নবাবের সৈন্য

কর্ণধার-বিহীন নৌকার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। ফরাসী সেনাপতি বহু চেষ্টা করিয়াও এই উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যের শৃঙ্খলাবিধানে সমর্থ হইলেন না। অনিয়মে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্লাইব এই সময়ে দেখিলেন, যে সৈনিক দলকে তিনি তাঁহাদের দ্রব্যাদির অপহরণে উদ্যত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই সৈনিক দল তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়াই, উহাদিগকে মীরজাফরের সৈন্য বলিয়া মনে করিলেন। এখন ক্লাইবের আশা অধিকতর বর্দ্ধিত হইল, উৎসাহ অধিকতর বিকাশ পাইল, সাহস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। ক্লাইব এখন ফরাসী সেনাপতির অধিকৃত সৈন্যসন্নিবেশ-ভূমি ও তাহার পূর্ব্বদিকের পাহাড়ি অধিকার করিতে উদ্যত হইলেন। পাহাড়ি অধিকৃত হইল। এদিকে উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদলকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে ফরাসী সেনাপতিও নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া আপনার স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বেলা পাঁচটার সময়ে ক্লাইব পরিখাবেষ্টিত সমগ্র সৈন্য-সন্নিবেশভূমি অধিকার করিলেন। পলাশীর ক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের বিজয়-পতাকা উড়িতে লাগিল।

এইরূপে ইঙ্গরেজবর্ণিত বিখ্যাত পলাশী মহাসংগ্রামের অবসান হইল। যে যুদ্ধ ইঙ্গরেজকে বণিকবেশ ছাড়াইয়া, বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার রাজসিংহাসনে বসাইয়াছে, ক্রয়বিক্রয়ে ক্ষতিলাভগণনা পরিত্যাগ করাইয়া, সন্ধিবিগ্রহঘটিত মন্ত্রণায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, ইঙ্গরেজ ইতিহাস-লেখকগণ শতমুখে যে যুদ্ধের গৌরবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এইরূপে তাহা শেষ

হইয়া গেল। কিন্তু প্রবন্ধের সূচনাতেই বলা হইয়াছে যে, পলাশীর যুদ্ধ মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামের যোগ্য নহে। পলাশীর যুদ্ধ ঘোর নীচাশয় বিশ্বাসঘাতকের চক্র। এই চাতুরীতেই হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, এবং এই চাতুরীতেই বঙ্গে ইঙ্গরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে।

পরদিন প্রাতঃকালে ক্লাইব মীরজাফরকে আপনার শিবিরে আনিবার জন্য স্ক্রাফ্‌টন সাহেবকে পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর হাতীতে চড়িয়া যথাসময়ে ক্লাইবের শিবিরে উপনীত হইলেন। ক্লাইব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। ক্লাইব পাছে সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় তাঁহারও সর্ব্বনাশ করেন, মীরজাফর এই আশঙ্কায় বড় ভীত ও উদ্বিগ্ন ছিলেন। এখন ক্লাইবের অভিনন্দনে তাঁহার আশঙ্কা দূর হইল। তিনি ক্লাইবের পরামর্শে সেই দিনই মুর্ষিদাবাদে উপনীত হইলেন।

মীরজাফরকে মুর্ষিদাবাদে পাঠাইয়া ক্লাইব স্বয়ং তথায় যাত্রা করিলেন। তিনি ২৫এ জুন পথ হইতে ওয়াট্‌স্ ও ওয়াল্‌স্ সাহেবকে একশত সিপাহি সঙ্গে দিয়া, মীরজাফরের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। মীরজাফর অঙ্গীকার-পত্রানুসারে যে যে হিসাবে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, ইঁহারা সেই সমস্ত টাকার বন্দোবস্ত করিতে আদিষ্ট হইলেন। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া ওয়াট্‌স্ ও ওয়াল্‌স্ সাহেব মুর্ষিদাবাদে আসিলেন। এদিকে ধনাগারে বেশী টাকা ছিল না; যাহা ছিল, তাহাতে অঙ্গীকৃত অর্থসমষ্টির তিনভাগের কিছু কম দুইভাগ মাত্র শোধ হইতে পারিত। সুতরাং ইঙ্গরেজের অর্থলালসা চরিতার্থ করা অসাধ্য

হইয়া উঠিল। এই সঙ্কটকালে শেঠবংশ ও রাজা রায় দুর্লভ মীরজাফরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের সাহায্যে অবশেষে স্থির হইল যে, নগদ ও মণি, মুক্তা ও তৈজসপত্রে * নিরূপিত সমষ্টির অর্দ্ধেক এখন দেওয়া হইবে, অবশিষ্ট কিস্তি-বন্দী করিয়া তিন বৎসরে তিন কিস্তীতে শোধ করা যাইবে। বিদেশী বণিকজাতি এইরূপে রাজকোষ শূন্য করিয়া, অভিনব, অনুগত নবাবকে ঋণজালে জড়িত করিয়া, বঙ্গে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল।

টাকাকড়ির বন্দোবস্ত হইলে, ক্লাইব মুর্ষিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বে দরবারের আয়োজন হইল। মীরজাফর এই দরবারে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভি-নন্দিত হইলেন। অভিনব নবাবের নামে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। এই সময় হইতে ইঙ্গরেজ প্রকৃতপ্রস্তাবে বঙ্গের অধিপতি হইলেন। অভিনব নবাব তাঁহাদের ক্রীড়া-পুত্তুলস্বরূপ হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া রহিলেন।

ইঙ্গরেজের আশা পূর্ণ ও ভোগলালসা চরিতার্থ হইল। বিশ্বাসঘাতকেরা আপাতমনোরম দৃশ্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। এই সন্তোষ ও তৃপ্তির মধ্যে কেবল একজন মাত্র হতা-শার তীব্র দংশনে কাতর হইয়া আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিল। ৩০শে জুন মীরজাফর অঙ্গীকার-পত্রানুসারে অর্থাদির বন্দোবস্ত করেন। উমির্চাদ আশা করিয়াছিলেন, এই দিনে তিনিও নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবেন। উমির্চাদ এই আশায় বুক বাঁধিয়া

* দুই তৃতীয়াংশ নগদ, এক তৃতীয়াংশ মণি মুক্তা ও বাসন ইত্যাদিতে।

আমোদের তরঙ্গে দুলিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্লাইব ও স্ক্রাফ্‌টন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ক্লাইব স্ক্রাফ্‌টনকে বলিলেন "এখন উমিচাঁদকে আসল কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।" অমনি স্ক্রাফ্‌টন হিন্দুস্থানীতে উমিচাঁদকে কহিলেন "উমিচাঁদ! লোহিত বর্ণের অঙ্গীকার-পত্র ভুয়া কাগজ, সুতরাং তুমি কিছুই পাইবে না।" স্ক্রাফ্‌টনের কথা বজ্রবৎ উমিচাঁদের হৃদয়ে আঘাত করিল। উমিচাঁদ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যদি তাঁহার একজন অনুচর তাঁহাকে না ধরিত, তাহা হইলে তিনি অচেতন হইয়া ভূতলে পড়িয়া যাইতেন। অনুচরেরা ঐ অবস্থায় উমিচাঁদকে গাড়িতে করিয়া গৃহে আনিল। এইখানে তিনি গভীর বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন রহিলেন। ক্রমে তাঁহার বাতুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছু দিন পরে তিনি ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ক্লাইব তাঁহাকে তীর্থস্থলে যাইতে পরামর্শ দেন। উমিচাঁদ এই পরামর্শ অনুসারে তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মানসিক যাতনার বিরাম হয় নাই। তিনি তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া পাগল হইলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার জ্ঞান একবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি এক এক দিন বহুমূল্য-রত্নশোভিত সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপনা আপনি আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন। এই অবস্থাতেই, হতাশ্বাস হওয়ার দেড় বৎসর পরে, তাঁহার মৃত্যু হয়।

উমিচাঁদকে প্রতারিত করা, ক্লাইবের স্বার্থপরতাময় নিকৃষ্ট চরিত্রের নিকৃষ্টতম অংশ। তাঁহার স্বদেশীয়গণও এই নিকৃষ্ট চরিত্রের অপার কলঙ্কে ঘৃণা ও বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। উমিচাঁদের সংসৃষ্ট অঙ্গীকারপত্রে যে, ওয়াট্‌সনের নাম জাল

হইয়াছিল, তাহা ওয়াট্‌সন পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই। শেষে মৃত্যুশয্যায় এই কথা তাহার শ্রুতিপ্রবিষ্ট হয়। কথা শুনিয়া তিনি বিরাগের সহিত কহিয়াছিলেন, "মানব জাতির মধ্যে যখন এরূপ অসাধুতা রহিয়াছে, তখন তিনি তাহাদের মধ্যে আর থাকিতে ইচ্ছা করেন না।"

সকল শেষ হইল। ইঙ্গরেজের অর্থলালসা তৃপ্ত হইল। বাঙ্গালায় তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। মীরজাফর তাঁহাদের অনুগত হইয়া, আপনার শূন্য উপাধিতে সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। উমিচাঁদ অর্থলাভের আশার সহিত আপনার জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিল। আর হতভাগ্য সিরাজ-উদ্দৌলা? যে নির্দ্দোষ, তরলমতি যুবকের জন্য এত চাতুরী, এত প্রতারণা, এত ষড়যন্ত্র হইল, শেষে তাহার দশায় কি ঘটিল? এই হতভাগ্য বালকের জীবনের অন্তিম শোচনীয় কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনীয়। ২৩এ জুন সন্ধ্যাকালে সিরাজউদ্দৌলা পলাশী হইতে মুর্শিদাবাদের শূন্য প্রাসাদে আসিলেন। এই দুঃসময়ে কেহই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল না। এক সময়ে যাহারা তাঁহার অনুগ্রহভিখারী ছিল, এ সময়ে তাহারাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। অধিক কি, তাঁহার শ্বশুর পর্য্যন্ত নানা ছল করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া আপনার গৃহে গেলেন। পরিবারের সকলে ভয়ে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তঃপুরচারিণী নারীদিগের আর্ত্তনাদে হতভাগ্য বালকের হৃদয় অধিকতর বিচলিত হইল। সিরাজ পর দিন কুলকামিনীদিগকে মণিমুক্তার সহিত হাতীতে করিয়া পাটনায় পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, পলাশী হইতে শেষ সংবাদ পঁহুছিলে তিনিও

ইহাদের অনুগমন করিবেন। কিন্তু ইহার মধ্যে মীরজাফরের আগমন-সংবাদ জানিয়া তিনি, ফরাসী সেনাপতি 'ল'র সহিত মিলিত হইতে তাড়াতাড়ি ভাগলপুরের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। সিরাজ সেই রাত্রিতে প্রিয়তমা প্রণয়িনী লুৎফুন্নেশাকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে একজন বিশ্বস্ত খোজার সহিত প্রাসাদ হইতে যাত্রা করিলেন। নৌকা প্রস্তুত ছিল। সিরাজ সেই নৌকায় চড়িয়া, মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। যাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মুর্শিদাবাদে আনিল, তাহারা পথে তাঁহার প্রতি অবিনয় ও অসৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ত্রুটি করিল না। যে আত্মীয়ের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে, হতভাগ্য সিরাজ বন্দিভাবে ২রা জুলাই তাঁহারই সম্মুখে আনীত হইলেন। এই দৃশ্য বড় শোচনীয়। সুনিপুণ চিত্রকরের কৌশলময়ী তুলিকায় এই শোচনীয় দৃশ্যের শোচনীয় ভাব প্রতিফলিত হওয়ার যোগ্য। সিরাজ অতি সুশ্রী ছিলেন। কিশোরবয়সে তাঁহার দেহকান্তি লোকলোচনের বড় প্রীতিকর ছিল। অপূর্ণযৌবনে সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাদকতায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিভাসিত থাকিত। কিন্তু এখন সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে কালিমার সঞ্চার হইয়াছিল। উদ্ভিন্ন কমলদলের ন্যায় সে প্রসন্ন মুখমণ্ডল, নয়নের সে প্রশান্ত ভাব হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছিল। দুঃসহ দুঃখে, কঠোর যাতনায়, প্রাণের ভয়ে ঊনবিংশ বর্ষীয় বালকের কান্তি বৃন্তচ্যুত বিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। মীরজাফর আপনার সৌভাগ্য, আপনার সম্মান, আপনার ক্ষমতা, সমস্তই

এই হতভাগ্য বালকের মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহে লাভ করিয়াছিলেন। এখন সেই আলিবর্দ্দীর বাৎসল্যের ধন, স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন, প্রীতির একমাত্র পুত্তলী দৌহিত্র—হীনবেশে বন্দিদশায় তাঁহার অনুগৃহীতের পদানত হইয়া, কাতরভাবে আপনার জীবন—কেবল জীবনমাত্র ভিক্ষা করিতে লাগিল। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসরও হয় নাই। এই তরুণ বয়সে সুকুমারমতি বালক কেবল জীবনই আপনার অমূল্য সম্পত্তি মনে করিয়া, সেই অমূল্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য আপনার অনুগৃহীত ব্যক্তির পদানত হইয়া কাঁদিতেছিল। তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্য গিয়াছিল, বিপুল ধনসম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল; সম্মান, ক্ষমতা, আধিপত্য, সমস্তই 'প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে' ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু বালক তাহাতে অধীর না হইয়া, এখন কেবল প্রাণের জন্য কাতরভাবে কাঁদিতে লাগিল। অভিনব নবাব, এই কাতর প্রার্থনার সম্বন্ধে কোন কথা কহিলেন না। তিনি বন্দীকে স্থানান্তরিত করিতে আদেশ দিয়া তাহার বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণ জন্য অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অমাত্যগণ সিরাজকে প্রাণে না মারিয়া বন্দী করিয়া রাখিতে কহিলেন। কিন্তু মীরজাফরের পুত্র দুর্বৃত্ত মীরণ ইহাতে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিল। অবশেষে মীরজাফর পুত্রের অনুরোধে, সেই রাত্রি, সিরাজকে পুত্রের তত্ত্বাবধানে রাখিতে স্বীকৃত হইলেন। মীরণ এই রাত্রিতেই সিরাজকে বধ করিতে ঘাতক নিযুক্ত করিল। ঘাতক অসি হস্তে সিরাজের গৃহে উপনীত হইল। সিরাজ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে

চাহিয়া দেখিলেন। আর তাঁহার কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। তিনি অন্তিম সময়ে মুদ্রিত নয়নে অনন্ত পদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘাতকের অসি উপর্য্যুপরি কয়েক বার তাঁহার দেহে নিপতিত হইল। দেখিতে দেখিতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি, কঠোরপ্রকৃতি ঘাতকের কঠোর অস্ত্রাঘাতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ঘোরতর বিশ্বাস-ঘাতকতায় মীরজাফরের বঙ্গরাজ্যে অধিষ্ঠান; তাহার প্রথমেই আশ্রিতহত্যা—রাজঘাতকতা। এই সকল কথা স্মরণ করিয়াই বঙ্গের শেষ নবাব নাজিম মনসুরআলি বলিতেন, "আমরা যদি উচ্ছিন্ন না যাই, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা হইবে।"

মীরজাফর প্রাতঃকালে সমস্ত শুনিতে পাইলেন। তাঁহার উপকারকের দৌহিত্র তদীয় পুত্রের আদেশে নিহত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষোভ বা ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। সিরাজের অস্ত্রবিচ্ছিন্ন গতাসু দেহ, হাতীতে করিয়া, নগরবাসী ও সৈন্যদিগকে দেখান হইলে উহা আলিবর্দ্দী খাঁর কবরের পার্শ্বে সমাহিত করা হইল।

এইরূপে উনবিংশ বয়সে হতভাগ্য সিরাজের অনন্ত কষ্টময় ঐহিক জীবনের শেষ হইল। বয়সের তারল্যে ও বুদ্ধির চাঞ্চল্যে সিরাজ সময়ে সময়ে অন্যায় পথে ধাবিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গুরুতর শাস্তি তদীয় সমস্ত অন্যায় কার্য্যকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তিনি ইঙ্গরেজদিগের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি যখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, তিনিই কেবল সরলতার পরিচয় দিতেছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইঙ্গরেজগণ তাঁহার

অমাত্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাকে প্রতারিত ও হৃত-সর্ব্বস্ব করিতে নিরন্তর যত্ন করিতেছিলেন। কিন্তু সিরাজ কখনও ইঙ্গরেজদিগকে প্রতারিত করিতে উদ্যত হন নাই। অপক্ষপাত ইতিহাস এবিষয়ে কোনও অংশে তাঁহার কোন ত্রুটি দেখাইতে পারে নাই। ঘোরতর প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও চাতুরীর মধ্যে এই ঊনবিংশবর্ষীয় বালকই কেবল সরলতা, সাধুতা ও সৌজন্যের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকও * স্বীকার করিয়াছিলেন যে, অন্ধকূপের হত্যায় যাহারা লিপ্ত ছিল, সিরাজ তাহাদিগকে দণ্ডিত না করিয়া একবারমাত্র ইঙ্গরেজ-দিগের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহার পরে তিনি আর কখন ও ইঙ্গরেজ-পক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করেন নাই। যাঁহারা সিরাজউদ্দৌলাকে ঘোরতর পাষণ্ড ও নরাধম বলিয়া বর্ণনা করেন, এই ঐতিহাসিকের কথা তাঁহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখা কর্ত্তব্য। একদল বাণিজ্যব্যবসায়ী সিরাজের রাজ্যে বাস করিয়া, সিরাজেরই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করে। সিরাজ ইহা-দের অনধিকারচর্চ্চায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেও ইহাদের সহিত যে সন্ধি ছিল, সেই সন্ধির নিয়ম রক্ষা করিতে উদাসীন থাকেন নাই। শেষে ঐ বাণিজ্যব্যবসায়িগণই তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত, সম্পত্তিচ্যুত ও জীবনচ্যুত করিয়া আত্মস্বার্থের তৃপ্তি সাধন করে। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকেই হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র কলঙ্কের কালিমায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, আর আমা-দের যে সকল কাপুরুষ স্বদেশীয়, সিরাজের অধঃপতনে

* Malleson, Lord Clive, p. 280

আপনাদিগকে সমৃদ্ধ ও ক্ষমতাপন্ন করিবার আশা করিয়া বিদেশী, বিজাতির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারাও সিরাজের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে উদাসীন থাকেন নাই। তাঁহাদের পাপের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তাঁহারা জীবদ্দশায় প্রণষ্টসর্ব্বস্ব হইয়াছেন, তাঁহাদের সন্তানগণ এখন নিপীড়নে, নিষ্পেষণে মর্ম্মাহত হইয়া, তাঁহাদের সেই দুষ্কৃতির ফল ভোগ করিতেছেন।

বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার।

উপসংহার।

হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতনের সহিত যে, বঙ্গে ইঙ্গরেজ-রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের উপসংহারস্থলে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। বঙ্গে, বিহারে ও উড়িষ্যায় ইঙ্গরেজের আধিপত্য কিরূপে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহা এই কয়েকটি ঘটনায় জানা যাইবে। ক্লাইব যে ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেন, মীরজাফর যাহা দৃঢ়তর করিতে যত্নশীল হন, তাহা আর একবার বিচলিত হয়। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল থাকে নাই। ইঙ্গরেজের শাসনভিত্তি বিচলিত হইলেও উৎপাটিত হইয়া যায় নাই। ইঙ্গরাজের সৌভাগ্য বলে, ইঙ্গরাজের কর্ম্মপটুতায়, সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হয়, বিচলিত ভিত্তি পুনর্ব্বার দৃঢ়তর হয়, এবং তাহার উপর একটি সুবিস্তৃত সুদৃশ্য সৌধ নির্ম্মিত হইয়া

উঠে। বর্ত্তমান সময়ে ইঙ্গরেজ, আপনাদের ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতার ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা রহিয়াছে। ১৮৪৯ অব্দে, যখন চিনিয়াবালার প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে শিখ সেনাপতি শেরসিংহের অমিত পরাক্রমে লর্ড গফের পরাজয়সংবাদ ইঙ্গলণ্ডে পঁহুছে, তখন স্যার চার্লস্ নেপিয়র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। ১৮৫৭ অব্দে ভয়ঙ্কর সিপাহিবিপ্লবের সময়ে যখন ভারতের প্রধান সেনাপতি আন্সন্ দিল্লী যাইবার পথে লোকান্তরিত হন, তখন মুহূর্ত্তমধ্যে স্যার কোলিন কাম্বেল (পরে লর্ড ক্লাইড্) তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৩ অব্দে পঞ্জাবের সীমান্তবর্ত্তী সিতানার যুদ্ধের সময়ে যখন ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড এল্গিনের মৃত্যু হয়, তখন স্যার জন্ লরেন্স অবিলম্বে তাঁহার পদ অধিকার করিয়া, সেই সময়ের সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি দূর করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ অব্দে কাবুলে যখন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার লুই ক্যাবানরির হত্যা হয়, তখন স্যার ফ্রেডরিক রবর্টস্ বিশেষ সত্বরতার সহিত আফগানিস্থানে প্রেরিত হইয়া, আফগানদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান শতাব্দীর ইতিহাসে ইঙ্গরেজের এইরূপ ক্ষিপ্রকারিতার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। এক শত বৎসর পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় দিয়া, আপনাদের অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন বাঙ্গালার ইঙ্গরেজ বণিককোম্পানির স্বার্থের সম্বন্ধে নানা গোলযোগ আরম্ভ হইল, জাহাজের পর জাহাজে যখন বাঙ্গালার কার্য্যবিশৃঙ্খলার

সংবাদ ইঙ্গ্লণ্ডে পহুঁছিতে লাগিল, তখন ইঙ্গলণ্ডের সকলের দৃষ্টিই লর্ড ক্লাইবের দিকে নিপতিত হইল। যিনি আপনার অসাধারণ কার্য্যপটুতায় ভারতে ইঙ্গরেজশাসনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এখন দুঃসময়ে তিনিই সেই শাসনভিত্তি রক্ষার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ক্লাইব এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং উপস্থিত বিষয়ের শৃঙ্খলাবিধানে কোনরূপ বিলম্ব হইল না। ক্লাইব অবিলম্বে ভারতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির অধিকৃত স্থানসমূহের গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া ইঙ্গলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সর্ব্বপ্রধান পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্লাইব ১৭৬৪ অব্দে ৪ঠা জুন ইঙ্গলণ্ড হইতে যাত্রা করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহার বাঙ্গালায় যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানির স্বার্থান্ধ কর্ম্মচারীদিগের দোষেই এই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। মীরজাফর যাঁহাদের অনুগ্রহে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নাম মাত্র সুবাদার হইয়া, আপনার কল্পিত ক্ষমতায় আপনিই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহারা দীর্ঘকাল তাঁহাকে মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ করিয়া রাখেন নাই। তাঁহাদের দুর্নিবার ভোগতৃষ্ণার তৃপ্তিসাধনে অসমর্থ হওয়াতে, অভিনব নবাব সিংহাসনচ্যুত হন। এই সময়ে রঙ্গক্ষেত্রে একটি তেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। ইনি কোম্পানির কলিকাতাস্থিত রাজপুরুষদিগকে অর্থলোভ দেখাইয়া মীরজাফরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইহার অপরিমেয়

সাহস ছিল, অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল। ইনি মীরজাফরের ন্যায় কাপুরুষ বা তোষামোদপর হইয়া বঙ্গের সিংহাসন কলঙ্কিত করেন নাই। যাঁহারা ইঁহাকে সুবাদারী সমর্পণ করিয়াছিলেন; ইনি শেষে তাঁহাদেরই অনুচিত প্রাধান্য-প্রিয়তা ও অনুচিত অর্থলালসার গতিনিরোধে উদ্যত হন। ইহাতে ইনি কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হন নাই, কর্ত্তব্যপথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন নাই এবং ন্যায়বুদ্ধির সম্মান রক্ষায় কিছুমাত্র উদাসীন্য অবলম্বন করেন নাই। এই সাহসী কার্য্যতৎপর ও তেজস্বী শাসনকর্ত্তার নাম মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ। সচরাচর ইনি মীর কাসেম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্লাইবের উপস্থিতের পূর্ব্বে মীর কাসেমের সময়ে বাঙ্গালায় যে সকল ঘটনা হয়, প্রথমে তাহাই বর্ণনীয়।

হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাকে হতসর্ব্বস্ব করিয়া, কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া এবং কোম্পানির কার্য্যপ্রণালী অনেকাংশে সুব্যবস্থিত ও আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ অনেকাংশে সুগম করিয়া দিয়া, ক্লাইব ১৭৫৯ অব্দে কলিকাতা হইতে ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করেন। বানসিটার্ট তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্লাইব স্বদেশে যাত্রার সময়ে বানসিটার্টকে লিখিয়াছিলেন, "যে সকল সৈন্য আসিবার আশা আছে, আমার মতে তৎসমুদয়ে বাঙ্গালা নিরাপদ থাকিবে; কিন্তু দোকানদারী ও পাপাচারের স্রোত উহাতে নিরুদ্ধ হইবে না"। ক্লাইবের এই ভবিষ্যৎবাণী পরে ফলবতী হইয়াছিল। বাঙ্গলা-রক্ষার জন্য সৈন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু দোকানদারী ও পাপাচার তিরোহিত হইল না। কোম্পানির দুরাশয় ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী-

দিগের বাণিজ্য-লিপ্সা ও ভোগলালসাতে বঙ্গে ইঙ্গরেজের শাসনভিত্তি বিচলিত হইয়া উঠিল। পলাশীর যুদ্ধে অপহৃত ধন-সম্পত্তিতে ভারতে ইঙ্গরেজদিগের ভোগলালসা-মূলক দুষ্প্রবৃত্তি সকল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধজেতা ও তাঁহার বন্ধুগণ নবাবের অর্থে আপনাদিগকে যেরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ সকল ইঙ্গরেজের অগোচর ছিল না। তাঁহারাও এখন ঐরূপ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ঐরূপ ফললাভে অগ্রসর হইলেন। ক্লাইব চলিয়া যাওয়াতে মীরজাফর সহায়বিহীন ও রক্ষকবিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন তিনি আপনার পরিপোষক মনে করিয়া, যাঁহাদের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহারাই এখন তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মীরজাফর যেমন সিরাজউদ্দৌলার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়া আপনাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের সম্মানিত পদে অধিরোহিত করিয়াছিলেন, ক্লাইবের পরবর্ত্তী ভারতপ্রবাসী ইঙ্গরেজেরা তেমনি মীরজাফরের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনাদের অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন।

কলিকাতার কৌন্সিলে যিনি ক্লাইবের পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তিনি নিতান্ত অযোগ্য লোক ছিলেন না। ভারতে ইঙ্গরেজাধিকারের প্রাধান্য রক্ষা করিতে বান্‌সিটার্ট অনেকাংশে উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ছিল, বিচারশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, ন্যায়ের সম্মান রক্ষার ইচ্ছা বলবতী ছিল; কিন্তু তাঁহার তাদৃশ দৃঢ়তা বা মানসিক তেজস্বিতা ছিল না। তিনি আপনার ধারণা বা আপনার সাধুভাব অপরের হৃদয়ে অঙ্কিত

করিয়া দিতে পারিতেন না। যখন কৌন্সিলে কোন বিষয়ে বিচারবিতর্ক হইত, অধিকাংশ সদস্য যখন তাঁহার বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করিতেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া আপনার মতে আনিতে পারিতেন না। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডে সংবাদ পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা ছিল না; ইঙ্গলণ্ডে পত্রাদি পহুঁছিতে অনেক বিলম্ব হইত, সুতরাং কলিকাতার কৌন্সিলে মতভেদ ঘটিলে বান্‌সিটার্ট বিলাতের ডিরেক্টরদিগকে জানাইয়া সকল সময়ে আপনার পদের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। উপস্থিত স্থলে পদত্যাগ করিলে কেবল তাঁহার বিপক্ষদিগেরই অধিকতর সুবিধা হইত; সুতরাং বান্‌সিটার্ট পদত্যাগ করিতেও পারিলেন না। এই সময়ে ক্লাইবের ন্যায় একজন সুদক্ষ, তেজস্বী পুরুষের, কলিকাতা কৌন্সিলে অধিনায়কতা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বান্‌সিটার্ট ক্লাইবের ন্যায় তেজস্বী বা দৃঢ়তাসম্পন্ন ছিলেন না। সুতরাং কোম্পানির ইঙ্গ্‌রেজ কর্ম্মচারীরা যখন দোকানদারী আরম্ভ করিয়া আপনাদের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইল, তখন বান্‌সিটার্ট নিরুপায় হইয়া তৎসমুদয় চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঐ সকল পাপকার্য্য নিরোধ করিতে তাঁহার কোন ক্ষমতা রহিল না।

ক্লাইব কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে, বান্‌সিটার্ট যতদিন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় না পহুঁছিয়াছিলেন, ততদিন হলওয়েলের হস্তে কৌন্সিলের সভাপতির কার্য্যভার ছিল। এই সময়ে মেজর কলিয়ড্‌ এবং কাপ্তেন নক্স্‌ দিল্লীর অভিনব সম্রাট শাহ আলমের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এই যুদ্ধের সময়ে

একটি দৈবদুর্ঘটনা হয়। ঐ দুর্ঘটনা হইতেই বাঙ্গালার ইঙ্গরেজেরা বিষম গোলযোগে বিব্রত হইয়া পড়েন।

ঐ দুর্ঘটনা—মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তদীয় পদের উত্তরাধিকারী মিরণের মৃত্যু। ১৭৬০ অব্দের ২রা জুলাই মিরণ যখন মেজর কলিয়েডের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তখন বজ্রপাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয় ধরিয়া বিবেচনা করিলে, মিরণের মৃত্যু ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হইবে না। যে সকল দুষ্প্রবৃত্তিতে মানবপ্রকৃতি পশুভাবে পরিণত হইয়া উঠে, মিরণের হৃদয়ে তৎসমুদয়ই পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত। মিরণ পাপাচারে এতদূর আসক্ত ছিলেন যে, তাঁহাকে মূর্ত্তিমান পাপ বলিয়া গণনা করাই অধিকতর সঙ্গত। তিনি সাহসী না হইলেও হঠকারিতার পরিচয় দিতেন, কোনরূপ কারণ না থাকিলেও সাতিশয় নিষ্ঠুরতা ও সন্দিগ্ধতা প্রকাশ করিতেন, মিতব্যয়িতার অবমাননা করিলেও অর্থলোভের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন, দানশীলতা না দেখাইলেও অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন, কোনরূপ উদ্দেশ্য না থাকিলেও প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিতেন, সুরুচি পদদলিত করিয়া বিলাসিতার একশেষ দেখাইতেন, এবং নিকৃষ্টতম ভোগাসক্তিতে লীন হইয়া পবিত্র মানব নাম কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেন। কার্য্যক্ষেত্র হইতে এরূপ নিকৃষ্টচরিত্র লোকের বিলোপ হওয়াতে রাজনীতির বিষয়ে সুবিধা ঘটিল বটে, কিন্তু মীরজাফরের উত্তরাধিকারীর নির্ব্বাচন লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হইল। মীরজাফর এই সময়ে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বয়স অপেক্ষাও রোগ তাহাকে অধিকতর জীর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার স্থলে

কে মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবেন, তৎসম্বন্ধে কলিকাতার কৌন্সিলে বিতর্ক আরম্ভ হইল, যেহেতু পলাশীর যুদ্ধের পর হইতেই ইঙ্গরেজদিগের এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচন কলিকাতাকৌন্সিলের সম্মতির উপর নির্ভর করিত।

মিরণের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পরে যখন বান্‌সিটার্ট কলিকাতায় আসিয়া কৌন্সিলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত বিষয়ের কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। বান্‌সিটার্ট ঐ বিষয়ে কর্ত্তব্যস্থিরীকরণ জন্য অবিলম্বে কর্ণেল কলিয়ডকে আহ্বান করিলেন। কর্ণেল কলিয়ড উপস্থিত হইলে মীরজাফরের উত্তরাধিকারি-নির্ণয় লইয়া কৌন্সিলে বিতর্ক চলিতে লাগিল। কলিয়ড এই মত প্রকাশ করিলেন যে, বাঙ্গালার অধিপতিকে স্বাধীন ভূপতি বলিয়া গণনা করা ইঙ্গরেজদিগের উচিত নয়, যেহেতু তিনি মোগল সম্রাটের অধীনস্থ। মিরণের মৃত্যুর সুযোগে নবাবকে আপনার পূর্ব্বতন অবস্থায় স্থাপিত করিয়া, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীগ্রহণ সম্বন্ধে দিল্লীর মোগল সম্রাটের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করা সঙ্গত। কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য হলওয়েল্ সাহেব ঐ মতের সমর্থন করাতে উহাই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল; কিন্তু উহার শেষ মীমাংসা না হইতে হইতেই রঙ্গক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্মদর্শী তেজস্বী পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। ইনি নবাবের পক্ষ সমর্থন জন্য তাঁহার দূত স্বরূপ কলিকাতায় আসিলেন। আপনার অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কলিকাতার কৌন্সিলের মত পরিবর্ত্তন করা এবং কৌন্সিলের সদস্যদিগের

বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া, সেই অভীষ্ট সিদ্ধ করাই এখন ইঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।

এই দূতই বৃদ্ধ নবাবের জামাতা মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ। মিরণের মৃত্যুতে মীর কাসেম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় অধিকতর ক্ষমতাপন্ন হইয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে ইঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল। ইনি দূরদর্শী, উন্নতাকাঙ্ক্ষ, কার্য্যতৎপর, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও স্বদেশপ্রিয় ছিলেন। স্বদেশের অভাব পূরণ ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনসম্বন্ধে ইঁহার বিশেষ বিবেচনাশক্তি ছিল। মীর কাসেম ইঙ্গরেজদিগকে ঘৃণা করিতেন। ইঙ্গরেজের প্রতি তাঁহার এই ঘৃণার ভাব অকারণে জন্মে নাই। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ মোগলের নিকট হইতে যে বিপুল রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ইঙ্গরেজেরা সেই রাজ্যের প্রভু হইয়া উঠেন। মীরজাফর যে কার্য্যপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছেন, যে ক্ষমতা লাভ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যে অধিকার দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে যত্নশীল হইয়াছেন তাহাতেই ইঙ্গরেজের আধিপত্য ও প্রাধান্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ইঙ্গরেজ মীরজাফরকে যে জালে আবদ্ধ করিয়াছেন, মীরজাফর আর সে জাল ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মীর কাসেম এতদিন এই সকল চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া ইঙ্গরেজের স্বার্থসাধনী প্রকৃতির উপর তাঁহার অপরিসীম বিরাগ জন্মিয়াছিল। তেজস্বী পুরুষ দূরদেশাগত বণিকদিগের অনধিকারচর্চ্চা দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ঐ বিদেশী বণিকদিগের স্বার্থসিদ্ধির পথ নিরুদ্ধ করিবার জন্য দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা দেখাইবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মিরণের মৃত্যুতে এখন সেই সুযোগ

উপস্থিত হইল। এখনও ঐ সুযোগে কার্য্য সিদ্ধ করিবার সময় ছিল। মীর কাসীম প্রস্তুত হইলেন, এবং কলিকাতাকৌন্সিলের সদস্যদিগের নিকট হইতে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যায় সুবাদারী ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

মীর কাসেম আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী ক্রীত হইল। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ১৭৬০ অব্দে ২৭এ সেপ্টেম্বর কলিকাতাকৌন্সিল ও মীর কাসেমের মধ্যে এক খানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধিতে স্থির হইল যে, নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান সর্ত্তে মীরকাসেম মুর্ষিদাবাদের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রভুত্ব লাভ করিবেন। প্রথম :—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ ইঙ্গরেজদিগকে দিতে হইবে। দ্বিতীয়ঃ—ইঙ্গরেজেরা শ্রীহট্টেও আপনাদের বিষয়কার্য্যে কতকগুলি অধিকার পাইবেন। তৃতীয়:—মীরজাফরের মণিমুক্তা প্রভৃতি, নগদ টাকা দিয়া ইঙ্গরেজদিগের নিকট হইতে খোলসা করিয়া লইতে হইবে। চতুর্থ:—কলিকাতাকৌন্সিলের নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে নিম্নলিখিত পরিমাণে টাকা দিতে হইবেঃ-বান্সিটার্ট ৫,০০০০০টাকা; হলওয়েল ২,৭০,০০০টাকা; সামার এবং মাক্ গুইয়ার প্রত্যেককে ২,৫৫,০০০টাকা; কর্ণেল কলিয়ড ২,০০০০০ টাকা; কালিংস্মিথ এবং কাপ্তেন ইয়র্ক প্রত্যেককে ১,৩৪,০০০ টাকা। এই সকল অর্থের বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য মীর কাসেমের হস্তে সমর্পিত হইল। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার তিন দিন পরে মীর কাসেম মুর্ষিদাবাদে প্রস্থান করিলেন। উহার দুই দিন পরে বান্সিটার্টও মুর্ষিদাবাদে যাত্রা করিলেন। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই বৃদ্ধ মীরজাফর কলিকাতায়

আনীত হইয়া পেন্সনভোগী হইয়া রহিলেন। মীর কাসেম তাঁহার স্থলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে এই রূপে একটি বিপ্লব ঘটিল। যে সকল বিপ্লবে রাজার বা রাজকীয় শাসন-কার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থগৃধ্নুদিগের ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সেই সকল বিপ্লবের একমাত্র চরম ফল নয়। কিন্তু উপস্থিত বিপ্লবে প্রথমেই ধনলোভীদিগের ধনতৃষ্ণা নিবারিত হইল। পলাশীযুদ্ধের প্রাক্কালে মীরজাফরের সহিত গোপনে গোপনে যেরূপ ঘৃণিত কার্য্যের বন্দোবস্ত হইতে থাকে, তাহাতে অনেকের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে, বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী কলিকাতাকৌন্সিলে একটি কেনাবেচার জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে কৌন্সিলে সদস্যগণেরই প্রচুর অর্থাগম হইবে। এখন মীর কাসেম ও কলিকাতা-কৌন্সিলের মধ্যে যেরূপ কার্য্য হইল তাহাতে ঐ সংস্কারই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল *। কলিকাতাকৌন্সিলের যে সকল সদস্য অর্থগ্রহণ করিয়া মীর কাসেমকে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী সমর্পণ করিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ দীর্ঘকাল আপনাদের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই। ক্লাইব এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বিলাতের ডিরেক্টরদিগের কার্য্য-প্রণালীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একখানি মন্তব্যলিপি ইণ্ডিয়া আফিসে পাঠাইয়া দেন, ঐ লিপিতে কৌন্সিলের সদস্যগণ স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ডিরেক্টরেরা ইহাতে এত বিরক্ত হইয়া উঠেন

* কিছুদিন পরে স্ক্রাফ্টন সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই স্ক্রাফ্টনই পলাশীর যুদ্ধে পূর্ব্বে এবং পরে ইঙ্গরেজ-পক্ষে অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করেন।

যে, তাহারা ১৭৬১ অব্দের ২১এ জানুয়ারি একখানি আদেশ-লিপি লিখিয়া কৌন্সিলের সেই সময়ের সদস্য হলওয়েল্ প্লেডেল* সামার এবং ম্যাক্‌গুইয়ার সাহেবকে কোম্পানির কার্য্য হইতে অপসারিত করেন। কলিকাতায় ঐ লিপি পহুঁছিবার পূর্ব্বেই হলওয়েল সাহেব কার্য্য পরিত্যাগ করেন। আদেশলিপি পহুঁ-ছিলে অবশিষ্ট তিন জন কোম্পানির কার্য্য হইতে অপসারিত হন। এলিশ, স্মাইথ, বেরেল্‌ষ্ট্ এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইঁহাদের স্থান অধিকার করেন। ইঁহাদের মধ্যে এলিস সাহেব সাতিশয় উগ্রপ্রকৃতি ও হঠকারী ছিলেন। কৌন্সিলে অভিনব সদস্যগণ প্রবিষ্ট হওয়াতে বান্‌সিটার্টের বিপক্ষদলই অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে কেবল ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস ব্যতীত অভিনব সভ্যেরা বান্‌সিটার্টের বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন।

মীরকাসেম মীরজাফরের দূতস্বরূপ আসিয়া শেষে আপনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের মনস্তুষ্টির জন্য অনেক অর্থ দিতে হইয়াছিল। মীরজাফরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং মীরজাফরের আশ্রিত ও প্রতিপালিত হইয়া শেষে তাঁহারই পদচ্যুতির যোগাড় করা অবশ্য দোষের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে বিবেচনা করিলে এই দোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে। ইঙ্গরেজেরা অন্য একজনকে নবাব করিতে প্রস্তুত হই-য়াছিলেন, যেহেতু মীরজাফর বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি-

* মীর কাসেমের সহিত সন্ধিস্থাপনের সময়ে প্লেডেল কলিকাতা-কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন না। তিনি ঐ সময়ে অন্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ছিলেন, ইঙ্গরেজের ভোগলালসা চরিতার্থ করা তাঁহার ক্ষমতার আয়ত্ত ছিল না। মীরকাসেম দেখিলেন, যখন ইঙ্গরেজ, মীরজাফরের স্থলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অন্য এক জনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন ঐ সিংহাসন আপনার জন্য অধিকার করিলে তাঁহার বাসনা ফলবতী হইতে পারে। তিনি সাতিশয় তেজস্বী ছিলেন। ইঙ্গরেজের কার্য্যপ্রণালী তাঁহার অনুমোদিত ছিল না, ইঙ্গরেজের উদ্দাম ভোগলালসা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না, ইঙ্গরেজের অনধিকারচর্চ্চা ও প্রাধান্যপ্রিয়তা তাঁহার সহনীয় হইত না। এই অনুচিত আধিপত্যপ্রিয় বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের অনন্ত বিষয়বাসনার গতিরোধ করা বৃদ্ধ মীর-জাফরের সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং মীরকাসেম আপনি শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করিয়া ঐ অর্থলোলুপ বণিকসম্প্রদায়কে সমুচিত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন। এই উদ্যম ও এই সঙ্কল্প প্রকৃত দেশহিতৈষীর উপযুক্ত। যাহারা নানা কৌশলে আপনার দেশকে নিপীড়িত, নির্জ্জিত করিয়া তুলি-তেছে, যাহাদের অনন্ত ভোগতৃষ্ণার খর স্রোতে পড়িয়া দয়া, ন্যায়পরতা ও বিবেকবুদ্ধি, সমস্তই ভাসিয়া যাইতেছে, যে কোন প্রকারে হউক, তাহাদের কঠোর নিপীড়ন, মর্ম্মান্তিক নিষ্পেষণ হইতে স্বদেশের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করা দেশহিতৈষী বীরের কার্য্য। মীরকাসেম এই কার্য্য করিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন— সঙ্কল্পে অটল, মন্ত্রসাধনে অনলস, ও কর্ত্তব্যসম্পাদনে অবিচলিত হইয়া আপনার তেজস্বিতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি সিংহাসন গ্রহণসময়ে বহুসংখ্য অর্থ ও বাঙ্গালার কোন

কোন অংশ দিয়া ইঙ্গরেজদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, যেহেতু তখন ইঙ্গরেজদিগকে সন্তুষ্ট না করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত না। তিনি তখন সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন না, অর্থবলে প্রবল ছিলেন না, সহায়-বলে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। ইঙ্গরেজ-দ্বারা মীরজাফরকে পদচ্যুত করা, তখন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল *। তিনি নানা দিক দেখিয়া ইঙ্গরেজদিগকে সম্প্রীত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু মীরজাফরের ন্যায় চিরকাল ইঙ্গরেজের অনুগত হইয়া থাকা, তিনি যারপরনাই অবমাননা-কর মনে করিতেন, সুতরাং মীরকাসেম চাতুরী খেলিয়া মুর্ষিদাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রথমে চাতুরী অব-লম্বন না করিলে বোধ হয়, তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতি হইয়া ইঙ্গরেজের ক্ষমতার প্রতিকূলতা করিতে সমর্থ হইতেন না। মীরকাসেম আপনার উদ্দেশ্য সাধন জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা অর্থের বিনিময়ে তাঁহাকে একটি বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি করিয়া তুলেন, শেষে তাঁহারাই, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার স্বাধীনতা, তাঁহার ন্যায়পরতা ও তাঁহার দেশহিতৈষিতা দেখিয়া স্তম্ভিত হন।

মীরকাসেম বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার

* কেহ কেহ বলেন, মীরকাসেম মীরজাফরকে হত্যা করিতে হল্‌ওয়েল সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, যেহেতু মীরজাফর ও মিরণ, মীর-কাসেমকে বধ করিতে চাহিয়াছিলেন। স্পষ্টবাদী মীরকাসেমের এইরূপ প্রস্তাব অবশ্য অসঙ্গত। সাধারণতঃ, ইতিহাসে উহার কোন উল্লেখ নাই। সূক্ষ্মদর্শী, সুপণ্ডিত বেবারিজ সাহেব বলেন, হলওয়েল সাহেব এই বিষয় শেষে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার লিপিতে উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—Beveridge, Patna Massacre, Calcutta Review 1884, p. 377.

চিরপোষিত সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে নীতির অনুসরণ করিলে স্বদেশের স্বাধীনতা অক্ষত থাকিতে পারে, এখন সেই নীতি তাঁহার অবলম্বনীয় হইল। দিল্লীর মোগল সম্রাটের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা ১৭৬১ অব্দে শেষ হইয়া গেল। যুদ্ধ শেষ হওয়াতে মোগল ও ইঙ্গরেজ-সৈন্য, মীরকাসেমের অধিকৃত জনপদ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মীরকাসেম এখন আর কালবিলম্ব না করিয়া, আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন। যে সকল প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা ইঙ্গরেজদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, অথবা মীরকাসেমের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখাইতেন, মীরকাসেম তাঁহাদের সকলকেই কার্য্য হইতে অপসারিত করিলেন। তিনি এই সকল রাজপুরুষের কর্ম্মচ্যুতির এই কারণ দেখাইতে লাগিলেন যে, ইহারা রাজকীয় ধন আত্মসাৎ করিয়াছেন, উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং আপনাদের জনপদের শাসনকার্য্যে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন। যে সকল লোক চরিত্রগুণে উন্নত, কার্য্যক্ষমতায় প্রশংসিত এবং মীরকাসেমের অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত, তাঁহারাই এখন ঐ সকল পদ অধিকার করিলেন। মুর্ষিদাবাদ কলিকাতার অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী থাকাতে ইঙ্গরেজেরা মীরজাফরকে চোখের উপর রাখিয়াছিলেন। মীরকাসেম এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য কলিকাতা হইতে জলপথে ৩৭০ মাইল দূরে, মুঙ্গেরে আপনার রাজধানী স্থাপন করিলেন। তিনি এই স্থানের দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন। মীরকাসেম ইহার পর ব্যয়সংক্ষেপে বিশেষ যত্নশীল হইলেন। রাজ্যের যে সকল অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারী অর্থাপহরণ করিয়া আপনাদিগকে সমৃদ্ধ

করিয়া তুলিয়াছিলেন, মীরকাসেম তাঁহাদিগকে ঐ সকল অর্থ প্রত্যর্পিত করিতে বাধ্য করিলেন *। ইঙ্গরেজদিগকে যে টাকা দিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল, তাহা ঐ অর্থে পরিশোধ করা হইল। যে তরঙ্গাঘাতে পড়িয়া, মীরজাফরের সুখ-সৌভাগ্য, কালের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল, মীর-কাসেম, আপনার অপরিমেয় তেজস্বিতা ও দৃঢ়তার সহিত এই রূপে তাহা কাটাইয়া উঠিলেন। অতঃপর তিনি সৈন্যসমষ্টির শৃঙ্খলাবিধানে মনোযোগী হইলেন। মীরজাফরের সময়ে যে সকল অশিক্ষিত ও অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি এখন আপনার পদাতিক সৈন্য ইউ-রোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ও ব্যবস্থিত করিতে উদ্যত হইলেন। মীরকাসেম যেখানে ফরাসী, জর্ম্মন এমন কি ইঙ্গরেজ সেনানায়ক পাইলেন, তাঁহাদিগকে আপনার সৈন্য-দিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। এই সকল সেনানায়কের মধ্যে আল্‌সেটিয়ান রেনহার্ড্ (কেহ কেহ ইঁহাকে ওয়াল্টর রেনহার্ট বলেন। ইনি পরে সমরু নামে প্রসিদ্ধ হন) এবং আর্ম্মণি মার্কার ও এরাটুন অধিক-তর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সেনাপতিদিগের চেষ্টায় এবং আপনার সর্ব্বদা তত্ত্বাবধায়কতায় মীরকাসেম ১৭৬২ অব্দের শেষভাগে ২৫,০০০ সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী পদাতিক,

* মীরকাসেম এজন্য পাটনার শাসনকর্ত্তা রাজা রামনারায়ণকে বড় উৎপীড়িত করেন। তাঁহার অত্যাচারে রামনারায়ণকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। এই কার্য্যে মীরকাসেমের সদাশয়তা বা ন্যায়পরতা প্রকাশ পায় নাই।

১৫,০০০ অশ্বারোহী এবং একদল অত্যুৎকৃষ্ট কামানরক্ষক সৈন্য যুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে সমর্থ হন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রাজধানীতে বন্দুক ও কামাননির্ম্মাণের একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ কারখানায় যে সকল বন্দুক প্রস্তুত হইতে থাকে, তৎসমুদয় সেই সময়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের বন্দুক অপেক্ষা অনুৎকৃষ্ট হয় নাই। মীরকাসেম এইরূপে ধীরে ধীরে অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার দৃঢ়তায়, একাগ্রতায় ও ক্ষমতায় কোন কার্য্যই অসম্পন্ন থাকে নাই। তিনি যে বিষয়ে মনোযোগী হইতেন, প্রায় তাহাই শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহার কার্য্যতৎপরতা ও তাঁহার সাধনা, কিছুতেই প্রতিহত হইত না। তিনি আপনার ক্ষমতা দৃঢ়তর করিবার জন্য বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত পাত্রদিগকে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, রাজ্যের অবস্থা ভাল করিবার জন্য ব্যয়সংক্ষেপ করিলেন, উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারীদিগকে শাসনে রাখিয়া আপনি ঋণদায় হইতে বিমুক্ত হইলেন, আপনাকে বলসম্পন্ন ও ইঙ্গরেজের ক্ষমতা নিরুদ্ধ করিবার জন্য মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে বহুতর সুশিক্ষিত সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। রাজ্যাধিপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মীরকাসেম এইরূপ অনেকগুলি গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। এখন আর একটি গুরুতর বিষয়ের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি আপনার কার্য্যতৎপরতা ও তেজস্বিতার বলে ঐ বিষয়ও সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইলেন।

উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালার রাজস্বের সুবন্দোবস্ত ছিল না।

মীরজাফরের অক্ষমতা প্রযুক্ত রাজস্বের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইয়া আসিয়াছিল। ক্লাইব এদেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের যে দুইটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিয়া, বান্‌সিটার্টের নিকটে পত্র লিখিয়াছিলেন, কলিকাতার অভিনব মন্ত্রি-সমাজে সেই দুইটি দোষ পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদস্য অবৈধরূপে ব্যবসায় করিয়া আপনাদের ধনবৃদ্ধি করিতেছিলেন। তাঁহাদের মনোযোগ অন্য কিছুতেই আকৃষ্ট হইত না, তাঁহাদের চিন্তা অন্য কিছুতেই প্রধাবিত হইত না। কিসে আপনারা ঐশর্য্যশালী হইবেন, কিসে আপনাদের ভোগ বিলাসের পথ প্রশস্ত হইবে, তাঁহারা কেবল সেই বিষয়েই মনোযোগ দিতেন এবং অনুক্ষণ সেই বিষয়ই চিন্তা করিতেন। বহুকাল হইতে এদেশে বাণিজ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হইতেছিল। সমস্ত প্রকাশ্য পথে ও নদীর তীরে যথাস্থানে এক একটি টোলঘর অথবা চৌকী স্থাপিত ছিল। নবাবের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ ঐ সকল চৌকিতে থাকিয়া যথানিয়মে বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক গ্রহণ করিতেন। বাদশাহের ফর্ম্মান অনুসারে কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হইত না। কোম্পানির এই অধিকার পাওয়ার পরে, নবাবের কর্ম্মচারীরা কোম্পানির বাণিজ্যদ্রব্যসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য প্রত্যেক বাণিজ্যনৌকাতেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে অনুসন্ধান করিতেন। ইহার পর এই স্থির হয় যে, যে সকল নৌকাতে ইঙ্গরেজ কোম্পানির নিশান ও কৌন্সিলের সভাপতি বা কুঠীর প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরিত দস্তক দেখান হইবে, টোলঘরের কর্ম্মচারীরা সেই সকল নৌকা হইতে শুল্ক

গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোম্পানির যে সকল ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী বাণিজ্যব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের বাণিজ্য প্রথমে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরেই আবদ্ধ ছিল। পরে যখন ইঙ্গরেজের প্রাধান্য বাঙ্গালায় বদ্ধমূল হয়, তখন ঐসকল ব্যবসায়ী কর্ম্মচারী বাঙ্গালাতে লবণ,সুপারি এবং তামাক প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্রমে ইঁহাদের দোকানদারী বৃদ্ধি পায়, ক্রমে ইঁহারা অনুচিত ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া বিনাশুল্কে ব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে মীরজাফরের ন্যায় একজন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ নবাব মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন, সুতরাং ইঁহাদের পাপাচার-স্রোত সঙ্কুচিত না হইয়া অধিকতর প্রসারিত হয়*। দস্তকসকল প্রকাশ্যরূপে বিক্রীত হইতে থাকে, এবং উহা যাহাদের নামে প্রচারিত হয়, তাহাদের নাম

* ইঙ্গরেজের অত্যাচারের বিষয় সেই সময়ের প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক মীর গোলাম হোসেন খাঁ নিদারুণ অনুশোচনার সহিত উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাট পাটনা আক্রমণ করিলে ইঙ্গরেজেরা যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন, তাহাতে গোলাম হোসেন বিস্মিত হন। ইঙ্গরেজের সমর-দক্ষতায় তাঁহার যেমন বিস্ময়ের আবির্ভাব হয়, ইঙ্গরেজের দৌরাত্ম্যে তাঁহার তেমনি দুঃখ জন্মে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই সময়ে লিখিয়াছেনঃ—"* * যদি এইরূপ সামরিক গুণের সহিত তাঁহাদের শাসন-নৈপুণ্য থাকিত, তাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে যেরূপ মনোযোগ দিতেছেন, যদি দেশের কৃষক ও উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের সম্বন্ধে সেইরূপ মনোযোগ দিতেন, এবং ঈশ্বরের জীবদিগকে সুখে ও শান্তিতে রাখিতে সেইরূপ কৌশল ও ব্যাকুলতা দেখাইতেন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন ব্যক্তি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইত না। কিন্তু এই রাজ্যের প্রজাদের সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ সমবেদনার অভাব দেখাইতেছেন, তাহাদের মঙ্গল বিধানে এরূপ উদাসীন রহিয়াছেন যে, তাঁহাদের রাজ্যের প্রজারা সর্ব্বত্র দুঃসহ দুঃখপ্রকাশক স্বরে আপনাদের কাতরতা জানাইতেছে, হে ঈশ্বর! তোমার এই সকল নিপীড়িত ভৃত্যের সাহায্যের জন্য উপস্থিত হও। তাহারা যে অত্যাচার

জাল হইতে থাকে। সুতরাং টোলের কর্ম্মচারিগণ কোন্ দস্তক প্রকৃত এবং কোন্ খানি অপ্রকৃত, তাহা বুঝিতে অসমর্থ হন। এদিকে ক্রেতাদিগকে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের বাণিজ্যদ্রব্যই ক্রয় করিতে বলপূর্ব্বক বাধ্য করা হইত। অধিকন্তু উক্ত কর্ম্মচারীরা যে দ্রব্য কিনিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহা বাজারদর অপেক্ষাও অল্পদরে ক্রয় করিতেন। ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে পারিত না *। এইরূপে দেশের অন্তর্বাণিজ্যের গতি সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, এতদ্দেশীয় ব্যবসায়িগণ যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত এবং নবাবেরও রাজস্বের হানি হইতে থাকে। মীরকাসেম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ী

সহিতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর।" মিল সাহেবের উদ্ধৃত সৈর মুতাক্ষরীণের অংশ হইতে অনুবাদিত।

* নবাবের বাখরগঞ্জস্থ একজন কর্ম্মচারী ১৭৬২ অব্দের ২৫এ মে, নবাবের নিকটে একখানি পত্র লিখিয়া উপস্থিত অত্যাচারের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন :—"এ স্থানের রাজকার্য্যের অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, অতঃপর কিরূপ আদেশে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা জানিতে বাধ্য হইয়াছি। পূর্ব্বে এই আদেশ ছিল যে, যদি কোন ইঙ্গরেজ বা তাহার কর্ম্মচারী শান্তির ব্যাঘাত জন্মায়, তাহা হইলে কোন ওজর আপত্তি না শুনিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে। এই আদেশ থাকিলেও আমি কঠোরতা না দেখাইয়া, বিশেষ ধীরতার সহিত, ইঙ্গরেজ ও তাহাদের গোমস্তাদিগকে শান্তভাবে ও ন্যায়ানুসারে কার্য্য চালাইতে বলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু ইহাতে কোনও ফল হয় নাই। পক্ষান্তরে গোমস্তারাই, আমি তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছি, তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া, তাহাদের মনিবের কাছে আমার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করিয়াছে। উক্ত মনিবেরা আমাকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করিয়া ও ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন। * * পূর্ব্বে এই স্থান বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন এই সকল গোলযোগে বাণিজ্যব্যবসায় কিছুই চলিতেছে না। ইঙ্গরেজ

কর্ম্মচারীদিগের এই গর্হিত আচরণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কলিকাতার গবর্ণরকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিলেন, "কলিকাতা হইতে কাশীমবাজার, পাটনা ও ঢাকা পর্য্যন্ত, সকল স্থানেই কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের গোমস্তারা সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিতেছে। আমার কর্ম্মচারীদিগের কোনও ক্ষমতা নাই। এতদ্ব্যতীত গোমস্তারা প্রত্যেক বিভাগে, প্রত্যেক পল্লীতে, প্রত্যেক বাজারে, তৈল, মৎস্য, খড়, বাঁশ, চাউল, ধান, সুপারি ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতেছে। যাহাদের হস্তে কোম্পানির দস্তক রহিয়াছে তাহারাই অপনাদিগকে কোম্পানি বলিয়া মনে করিতেছে।" মীরকাসেম অর্থগৃধ্নু ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদিগের লিখিত বিবরণে উহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই গর্হিতাচরণের উল্লেখ করিয়া উহার প্রতিবিধান করিতে কৌন্সিলের সভাপতিকে অনুরোধ করেন *। বেরল্‌ষ্ট্‌ সাহেবও

যখন কেনাবেচার জন্য এই স্থানে গোমস্তা পাঠান, তখন তিনি স্থানীয় অধিবাসীদিগের প্রত্যেককেই তাহার নিকটে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা তাঁহার দ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য করেন। কেহ ইহাতে অসম্মত বা অসমর্থ হইলে তাহার প্রতি বেত্রাঘাত বা কারারোধ দণ্ড হয়। * * * প্রতিদিন এইরূপ নানা অত্যাচার হইতেছে। অধিবাসীরা নিঃসম্বল হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে প্রকাশ্য কাছারিতে ন্যায্য বিচার হইত। এখন প্রত্যেক গোমস্তাই বিচারক হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জমীদারদিগের উপর দণ্ডাদেশ দিতেছে, ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা বাহির করিয়া লইতেছে।"—Vansittart's Narrative II. 112. মিল সাহেবের উদ্ধৃত অংশ হইতে অনুবাদিত।

* Mill's History of British India, fifth edition, Vol. III. p. 230-231.

এবিষয়ে লিখিয়াছেন:—"বিনা শুল্কে যে ব্যবসায় চলিতেছিল, তাহা রহিত করিবার উদ্‌যোগ হইলেই নানা অত্যাচার হইত। নবাবের কর্ম্মচারীরা যেখানে ইহাতে বাধা দিত, সেই খানেই ইঙ্গরেজদিগের গোমস্তারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া নানা প্রকার শাস্তি দিত। মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার ইহাই প্রধান কারণ *।

এইরূপে ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের পাপাচারে নবাবের অধিকারস্থ ব্যবসায়ীদিগের, অধিকন্তু নবাবের রাজস্বের যে অপরিমিত ক্ষতি হইতে লাগিল, মীরকাসেমের ন্যায় তেজস্বী পুরুষ দীর্ঘকাল সে ক্ষতি স্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রথমে এবিষয়ে বিশেষ কোন সুবিধা দেখা গেল না। অভিনব নবাব বৃথা এবিষয় কলিকাতাকৌন্সিলের গোচর করিলেন, বৃথা সুনীতি ও সদাচারের দোহাই দিয়া ইহার প্রতীকারের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, বৃথা ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগের অর্থলোভের নিদর্শন দেখাইয়া, আপনার রাজস্বক্ষতির বিষয় জানাইতে লাগিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদস্য, আপনারাই এই পাপাচারের গতি প্রসারিত করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মীরকাসেমের অভিযোগের সম্বন্ধে কিছুই করা হইল না। শেষে মীরকাসেম যখন তেজস্বিতার সহিত এবিষয়ের সুবিচার করিতে পুনঃ পুনঃ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন এবং যখন কৌন্সিলের দুই

* Verelst, View of Bengal, p. 46. Comp. Mill, British India, Vol. III. p. 231.

জন প্রধান ব্যক্তি মীরকাসেমের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন, তখন অন্যান্য সদস্যেরা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাদের উক্ত সহকারিদ্বয়ের কথায় বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে দেখিয়া, তাঁহারা নবাবের সহিত উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসা করিতে বান্‌সিটার্ট সাহেবের উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিলেন।

বানসিটার্ট মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলেন। মীরকাসেমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দুই জন প্রভূত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি একটি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য আগ্রহযুক্ত হইয়া, যখন পরস্পর সম্মুখীন হইলেন, তখন ঐ মীমাংসায় বিশেষ কোন গোল-যোগ হইল না। ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের অতিলোভের জন্য নবাবের যে, গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, নবাব যে, তজ্জন্য ইঙ্গ-রেজদিগের উপর সাতিশয় বিরক্ত ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, বান্‌সিটার্ট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। নবাব অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত আপনার পক্ষ সমর্থন ও ইঙ্গরেজদিগের পাপাচারের বর্ণন করিতে লাগিলেন। শেষে উপস্থিত গোলযোগের একরূপ মীমাংসা হইল। বান্‌সিটার্ট নবাবকে ইঙ্গরেজদিগের গোপনীয় ব্যবসায়সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়মে সম্মত করাইলেন। ঐ সকল নিয়ম ইঙ্গরেজদের সাতিশয় অনুকূল ছিল। নিয়মগুলি এইঃ—কোম্পানির কর্ম্মচারীরা সমুদয় দ্রব্যের উপর শতকরা ৯৲ টাকা হিসাবে কর দিয়া আপনাদের ব্যবসায় চালাইতে পারিবেন। পক্ষান্তরে এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীদিগকে শতকরা ২৫৲ টাকা হিসাবে দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত কোম্পানির এজেণ্টের

স্বাক্ষর না থাকিলে কোন দস্তকই বিধিসিদ্ধ বলিয়া পরি-গণিত হইবে না। নবাব অনিচ্ছার সহিত এই সকল নিয়মে সম্মত হইয়া কহিলেন যে, ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীরা উহা পালন করিবে না, এবং যদিও উহা প্রতিপালিত হয়, তাহা হইলেও উহাদ্বারা সমস্ত অনিষ্টের প্রতীকার হইবে না। যাহাহউক, নবাব অতঃপর, উপস্থিত বিষয়সম্বন্ধে সমস্ত গোল-যোগ দূর হয় কি না, দেখিবার জন্য প্রস্তাবিত নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইলেন এবং বান্‌সিটার্টকে কহিলেন যে, যদি ইহাতে অত্যাচারের নিবারণ না হয়, তাহা হইলে তিনি সমস্ত শুল্ক রদ করিয়া সকলকেই সমানভাবে ব্যবসায় চালাইতে আদেশ দিবেন।

বান্‌সিটার্ট ১৬ই জানুয়ারি (১৭৬৩) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ইঙ্গরেজপক্ষের বিশেষ সুবিধাজনক প্রস্তাবে নবাবকে সম্মত করাইয়াছিলেন। কিন্তু কলিকাতাকৌন্সিলের সদস্তেরা ঐ সুবিধাজনক প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের তুলনায় ইঙ্গরেজদিগকে অতি অল্প পরিমাণে শুল্ক দিবার নিয়ম স্থির হইয়াছিল। এই অল্প পরিমিত শুল্ক দিতেও তাঁহাদের নিতান্ত অনিচ্ছা হইল। তাঁহারা এসময়ে ন্যায়পরতা ও বিবেকবুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল আত্ম-স্বার্থের তৃপ্তিসাধনেই উদ্যত হইয়া ছিলেন। নিকৃষ্টতম কার্য্য-সাধনে তাঁহাদের এই উদ্যম কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে কহিতে লাগিলেন যে, ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা আপনাদের মধ্যে যে সকল দ্রব্যের ব্যবসায় করিবে, তৎসমুদয়ে কোন শুল্ক দেওয়া হইবে না। কেবল লবণের বাণিজ্যে শতকরা

২॥০ টাকা মাত্র কর দেওয়া যাইবে। তাঁহারা এই নিয়ম হইতে অনুমাত্রও বিচলিত হইবেন নিয়ম প্রস্তাব, তাঁহাদের নিকটে বিধিসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। কলিকাতাকৌন্সিল বান্‌সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়মে উপেক্ষা দেখাইয়া আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে এই মত প্রকাশ করিলেন। যে কোন রূপেই হউক, অর্থ সংগ্রহ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল; সুতরাং তাঁহারা কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। কোন রূপ শুল্ক দিলে তাঁহাদের লাভের ক্ষতি হইবে ভাবিয়া, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসায় চালাইতে সমস্ত কুঠিতে সমস্ত এজেণ্টেদিগের নিকটে আদেশ-লিপি পাঠাইলেন। যদি নবাবের কর্ম্মচারীরা উহাতে বাধা দেয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে বলিয়া, উক্ত এজেণ্টদিগকে অনুমতি দিতেও, তাঁহারা ত্রুটি করিলেন না। মীরকাসেম ও বান্‌সিটার্টের মধ্যে যে সকল প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তৎসমুদয় এই রূপে অবজ্ঞাত ও পদদলিত হইল। কৌন্সিলের অর্থলোভী, দুরাশয় সদস্যেরা সমুন্নত অচলের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়া, অর্থের মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া, এইরূপে সর্ব্বত্র পাপাচারের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। বান্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংস বহু চেষ্টা করিয়াও এই অত্যাচার ও অনাচারের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীরা সে সময়ে অবলীলাক্রমে যে দুর্নীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, অসঙ্কোচে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেম, অসন্দিগ্ধভাবে যে অত্যাচারের পথ সম্প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পরে তাহা, বিলাতের

ডিরেক্টরগণ, কৌন্সিলের সভাপতি, কোম্পানির কর্ম্মচারী এবং সমস্ত জগৎ, ঘৃণা ও বিরাগের সহিত গুরুতর অরাজকতামূলক ও ঘোরতর ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

এদিকে মীরকাসেম পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। আদেশ দিয়া তিনি নেপালে যাত্রা করেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি যে আদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রতিপালিত হয় নাই, কলিকাতাকৌন্সিলের সদস্যেরা বান্‌সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছেন, অত্যাচারের স্রোত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসারিত হইয়াছে, তাঁহার ক্ষমতার ও তাঁহার আধিপত্যের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অবমাননা হইতেছে, তাঁহার কর্ম্মচারীরা ইঙ্গরেজ গোমস্তাদের হস্তে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইয়া উঠিতেছে। মীরকাসেম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার ধীরতা বিচলিত হইল। তিনি সুবিচারের আশা করিয়াছিলেন, নিয়মানুসারে কার্য্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সে আশা ও সে বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া গেল। তেজস্বী পুরুষ আর কিছুতেই দৃকপাত করিলেন না, আর ইঙ্গরেজের মুখের দিকে চাহিয়া আপনার অবমাননা আপনি দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার উদ্যম ও একাগ্রতা এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তিনি অবিলম্বে সকল প্রকার শুল্ক রহিত করিয়া আপনার রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনাশুল্কে বাণিজ্যব্যবসায় চলিবে বলিয়া, আদেশলিপি প্রচার করিলেন।

অপক্ষপাত ইতিহাস তেজস্বী পুরুষের এই তেজস্বিতা,

দূরদর্শিতা ও সাহসের প্রশংসাবাদে বিমুখ হইবে না। মীরকাসেম অকর্ম্মণ্য বা ইঙ্গরেজের মুখপ্রেক্ষী ছিলেন না। ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ী-দিগের সম্বন্ধে প্রথমে তিনি বিশেষ ধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ধীরভাবে উপস্থিত বিষয় কলিকাতাকৌন্সিলের গোচর করেন, উপস্থিত বিষয়ের সুবিচার করিতে কৌন্সিলের সভা-পতিকে ধীরভাবে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে থাকেন। যখন বান্‌সিটার্ট মুঙ্গেরে উপনীত হন, তখন নবাবের ধীরতা বা সৌজন্যের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। তিনি সাদরে বান্‌সি-টার্টের অভ্যর্থনা করেন। ধীরতা ও সৌজন্যসহকারে তাঁহার সহিত উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন। শেষে বান্‌সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়মেই সম্মত হইয়া সেই নিয়ম কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়া উঠেন। ঐ নিয়ম ইঙ্গরেজপক্ষের বিশেষ সুবিধাজনক ছিল। উহা কার্য্যে পরিণত হইলে এত-দ্দেশীয় ব্যবসায়িগণ অপেক্ষা ইঙ্গরেজ ব্যবসায়িগণ অধিকতর লাভবান্ হইত। নবাব আপনার শাসিত জনপদের শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার জন্য ইঙ্গরেজপক্ষের ঐ সুবিধাজনক নিয়মানু-সারে কার্য্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই। রাজ্যাধিপতির এরূপ সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অবশ্য প্রশংসনীয়, এবং শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে তাঁহার এরূপ প্রয়াস, ইতিহাসে অবশ্য সম্মানের যোগ্য। নবাব ধীর হইলেও নিস্তেজপ্রকৃতি ছিলেন না, সহিষ্ণু হইলেও পরপীড়নের গতিরোধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি যখন বান্‌সিটার্টের প্রস্তাবিত নিয়ম উপেক্ষিত দেখিলেন, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া আপনার প্রজা ও ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ী, উভয়কেই এক সমভূমিতে আনয়ন করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইবে, এদেশের ধনসম্পত্তিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবে, যথেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, সমস্ত বিধিব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, আপনাদের লাভের পথ অধিকতর প্রশস্ত করিয়া তুলিবে ; পক্ষান্তরে তাঁহার স্বদেশের ব্যবসায়ীরা করভারগ্রস্ত হইয়া রহিবে, ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবে, এবং বহু পরিশ্রমে কম লাভ করিয়া বিরাগে ও বিষাদে আপনাদিগকে ধিক্কার দিতে থাকিবে, ইহা তিনি দেখিতে পারিলেন না। এরূপ বৈষম্য—স্বদেশের এরূপ শোচনীয় অধঃপতন তাঁহার সহনীয় হইল না। তেজস্বী পুরুষ রাজস্বের সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আপনার প্রজাদিগকে ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীর সমকক্ষ করিয়া তুলিলেন এবং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমস্ত শুল্ক রহিত করিয়া সকলকেই সমভাবে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দিলেন। স্বদেশবৎসল তেজস্বী পুরুষের এরূপ সমদর্শিতা এবং স্বদেশের জন্য এরূপ স্বার্থত্যাগ, চিরকাল সমস্ত সভ্য জগতের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবে।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মীর গোলাম হোসেন খাঁ মীরকাসেমের সৎসাহস, স্বদেশহিতৈষিতা ও ন্যায়পরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মীরকাসেম যেমন তেজস্বী, তেমনি আত্মসংযত ছিলেন। একদা তিনি দরবারে বসিয়া বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকটে বিচারপ্রার্থী হইল। নবাব তাহার প্রতিকূলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। পরাজিত ব্যক্তি এজন্য সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, নবাবের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে কহিলঃ—"ঈশ্বর যখন আপনার ন্যায়

লোককে শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন, তখন তিনি সুরাপানে উন্মত্ত ছিলেন।” সভাস্থ সকলে ইহা শুনিয়া বিস্মিত ও চমকিত হইল। অমাত্য সেই ব্যক্তির শাস্তি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু মীরকাসেম ধীরভাবে কহিলেন:—“এ ব্যক্তি নিজের মোকদ্দমা হারিয়াছে, সুতরাং জ্ঞানও হারাইয়াছে। এ যে, গালি দিয়া আপনি শান্ত হইবে, তাহাও তুমি দিতে চাহিতেছ না *।” মীরকাসেম ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচার ও অবিচারেও যেরূপ ধীরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে হেষ্টিংস সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, এবং আপনার স্বদেশীয়দিগের উপর ঘৃণার ভাব দেখাইয়া, বান্‌সিটার্টকে লিখিয়াছিলেন:— “যদি আমি নবাবের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতাম, তাহা হইলে আমার প্রজা ও কর্ম্মচারীদিগকে এই সকল অত্যাচার হইতে কিরূপে রক্ষা করিতে হয়, তাহা আমিই বুঝিতাম।” উপস্থিত গোলযোগের সম্বন্ধে মীরকাসেম অনেকবার বান্‌সিটার্ট সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। একখানি পত্রে তিনি অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও ধীরতার সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেনঃ—“ঈশ্বরের দোহাই, সাগরের মধ্যভাগে কখনও আমার হাত ছাড়িয়া দিবেন না। আমি আপনার মুখের উপর বলিয়াছি এবং অনেকবার লিখিয়াছি যে, ইঙ্গরেজ ও আমার মধ্যে যখন প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে, তখন এই কার্য্য করা আমার পোষাইবে না। ইঙ্গরেজ একবার যেমন আমার উপর এই কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি এখন তাঁহাদের মনোনীত আর

* সৈর মুতাক্ষরীণের অনুবাদকারক স্বীয় অনুবাদের কোন এক টিপ্পনীতে এই ঘটনাটির উল্লেখ করিয়াছেন।—Calcutta Review, 1884, p. 37৮.

কাহারও হস্তে উক্ত কার্য্যভার সমর্পণ করা ভাল। এই সকল কথা পুনঃ পুনঃ আপনাকে বলিবার আমার প্রয়োজন কি? প্রতি তিন বৎসর অন্তর, শাসনকর্ত্তাপরিবর্ত্তন করা ইউরোপীয়দিগের প্রথা। আমার সুবাদারী কার্য্যের প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, এই সময়ের মধ্যে আমাকে পদভ্রষ্ট করার সম্বন্ধে আপনারা কোন ছল প্রাপ্ত হন নাই। এখন আমাকে পদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে আপনারা এই সকল বিবাদ বিসংবাদ ঘটাইতেছেন, আপনাদের গোমস্তাদিগকে, আমার রাজ্যে নানারূপ গোলযোগ বাধাইতে ও নানাবিষয় উৎসন্ন করিতে পত্র লিখিতেছেন এবং আমার কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করিতে, বাঁধিয়া নিতে ও অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে, সৈন্য পাঠাইতেছেন। আপনাদের আশা আছে যে, আমি ইহাতে উত্তেজিত হইয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিব এবং আপনারা এই সূত্রে আমাকে পদচ্যুত করিবার ছল পাইবেন*"। এই লিপিতে মীর কাসেমের প্রগাঢ় সহিষ্ণুতা ও অপরিসীম আত্মসংযম প্রকাশ পাইতেছে। দৃঢ়তা ও তেজস্বিতার সহিত এইরূপ আত্মবশীকরণক্ষমতার সংযোগ থাকাতেই মীরকাসেম সহৃদয় ঐতিহাসিকগণের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। গোলাম হোসেনের ন্যায় অনেক ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকও এজন্য মীরকাসেমের সমুচিত প্রশংসা করিয়াছেন। ভবিষ্যতেও, কোনও অপক্ষপাত ইতিহাস মীরকাসেমের এই সমস্ত গুণের আদর করিতে বিমুখ হইবে না।

* শ্রীযুত বেবারিজ সাহেবের উদ্ধৃত অংশ হইতে অনুবাদিত।—Beveridge, Patna Massacre.—Calcutta Review, 1884, p. 377-378.

নবাবের কার্য্যে কলিকাতাকৌন্সিলের সদস্যগণ সন্তুষ্ট হইলেন না। আপনাদের স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হইল দেখিয়া, তাঁহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের প্রতিহিংসা বলবতী হইল। শান্তির বিরোধী ও সাধারণের স্বার্থের ক্ষতিকারী বলিয়া, তাঁহারা নবাবের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। মানুষ যখন আপনার স্বার্থচিন্তায় আপনিই অন্ধ হয়, তখন তাহার ন্যায়ান্যায়ের পথ নির্ণয়ে কোন ক্ষমতা থাকে না। যাহা তাহাদের স্বার্থের প্রতিকূল হয়, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইলেও, তাহারা ঘোরতর ন্যায়বিগর্হিত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং তাহার অনুষ্ঠাতাকে সাধারণের সমক্ষে অপদস্থ করিতে যত্নশীল হইয়া উঠে। উপস্থিত স্থলে তেজস্বী মীরকাসেম কলিকাতাকৌন্সিলের পরশ্রীকাতর, স্বার্থান্ধ সদস্যগণের নিকটে এইরূপ দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন *। তাঁহারা সগর্ব্বে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন যে, কোম্পানির ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ করিতে নবাবের কোন ক্ষমতা নাই। বাণিজ্যের শুল্ক একবারে উঠাইয়া দেওয়াতে, প্রকারান্তরে ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইতে

* কৌন্সিলে কেবল বান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ নবাবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই কহিয়াছিলেন :—"শুল্ক উঠাইয়া দেওয়াতে আমরা নবাবের কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না। এই কার্য্য ব্যতীত তিনি উপস্থিত স্থলে আর কি করিতে পারিতেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। * * আমাদের মতে বাণিজ্যশুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় নবাবের অধিকার আছে। নবাব এই প্রদেশের ভূপতি। আপনার রাজ্যের ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য তিনি সকলই করিতে পারেন।—Mill, History of India. III. p. 237, note.

লাগিলেন, যাহাতে তাঁহারা শান্ত ভাব অবলম্বন করেন, নবাবের সহিত শান্তভাবে যাহাতে এবিষয়ের সুবন্দোবস্ত হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। অবশেষে বান্‌সিটার্ট ও হেষ্টিংসের অনুরোধে কৌন্সিলের সদস্যেরা নবাবের সহিত কথাবার্ত্তা ঠিক করিবার জন্য হে ও অমিয়ট সাহেবকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিলেন। হে ও অমিয়ট সাহেব ৪ঠা এপ্রেল (১৭৬৩) মুঙ্গেরে যাত্রা করেন। ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজদিগের গোমস্তাগণের সহিত নবাবের কর্ম্মচারীদিগের বিবাদ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। ইঙ্গরেজের সিপাহিরা নবাবের কর্ম্মচারীদিগকে অন্যায়রূপে অবরুদ্ধ করিয়া অত্যাচারের একশেষ দেখাইতে থাকে। যখন অত্যাচার ও অবিচারের স্রোত এইরূপ খরবেগে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন অমিয়ট ও হে সাহেব নিরাপদে নবাবের রাজাধানীতে উপনীত হইলেন। তাঁহারা নবাবের নিকটে আপনাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নবাব তাহাদের ঘোরতর স্বার্থপরতামূলক প্রস্তাবে সম্মত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। ইঙ্গরেজদিগের অত্যাচারে, ইঙ্গরেজদিগের বিচারদোষে ও ইঙ্গরেজদিগের অপার স্বার্থপরতায় তিনি অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার রাজ্যের সমস্ত বাণিজ্যশুল্ক একবারে রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন ইঙ্গরেজ দূতদ্বয়ের কথায় তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি দূতদ্বয়ের সমক্ষে অবিচলিত ও অনমনীয় হইয়া রহিলেন। যখন ইঙ্গরেজ দূতের সহিত নবাবের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তখন কোম্পানির এক জন উদ্ধতপ্রকৃতি ও হঠকারী কর্ম্মচারীর দোষে ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

এলিস্ সাহেব বাঁকীপুরের কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি উদ্ধতপ্রকৃতি, অবিমৃষ্যকারী ও নীতিজ্ঞানশূন্য ছিলেন, সুতরাং বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিতেন না। নবাবের উপর তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষভাব ছিল। তিনি পাটনায় সিপাহি সংগ্রহ করিয়া নবাবের কর্ম্মচারীদিগের সহিত বিরোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহার উগ্রতা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল, সর্ব্বপ্রকার কঠোরতা ও সর্ব্বপ্রকার মূঢ়তায় বিবেকবুদ্ধি পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। এলিস্ প্রকাশ্য-ভাবে নবাবের অধিকৃত পাটনা নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবাব এসময়েও গোলযোগ নিবারণ করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে বাঁকী-পুরে যাইবার জন্য অস্ত্রশস্ত্রবোঝাই কয়েকখানি নৌকা মুঙ্গের আসিয়াছিল; নবাব ঐ সকল নৌকা আটক করিলেন, এবং বাঁকীপুরে যে ইঙ্গরেজ সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে কলি-কাতা অথবা মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করিতে কলিকাতাকৌন্সিলে জানাইলেন। নবাব যুদ্ধনিবারণ জন্য এই সমস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কৌন্সিল তাঁহার ন্যায়সঙ্গত কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তাঁহারা নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতেই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া অমিয়ট ও হে সাহেবকে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিতে কহিলেন, এবং এলিস্ সাহেবকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অমিয়ট ও হে সাহেব মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং নবাবের সৈন্য বাঁকীপুরের অভিমুখে আসিতেছে ভাবিয়া, এলিস্ সাহেব আপনার অধীনস্থ সৈন্যদিগকে পাটনা আক্রমণ

করিতে আদেশ দিলেন*। কর্ণেল কার্স্টেয়ার্স এই সৈন্যদলের অধিনায়ক ছিলেন। কার্স্টেয়ার্স নগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন, কিন্তু উহা অধিকক্ষণ অধিকারে রাখিতে পারিলেন না। নবাবের সৈন্যদল পাটনায় উপস্থিত হইল, বিপক্ষহস্ত হইতে উক্ত নগর উদ্ধার করিল, এবং শেষে বাঁকীপুরে ইঙ্গরেজদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া ইংরেজেরা ২৯ জুন রাত্রিতে অযোধ্যায় পলায়ন করিতে সচেষ্ট হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নবাবের আর এক দল সৈন্য আসিয়া তাঁহাদের পলায়নপথ অবরোধ করিল। এই-রূপে উভয়দিকে অবরুদ্ধ হওয়াতে তাঁহারা বিপদাপন্ন হইলেন। ১লা জুলাই ঐ উভয় দল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহাদের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল, কর্ণেল কার্স্টেয়ার্স এবং কয়েকজন আফিসর নিহত হইলেন; অবশিষ্ট ইঙ্গজেরা বিজেতার হস্তে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করিয়া, বন্দী হইলেন। এই সকল বন্দীর মধ্যে যুদ্ধের প্রধান উদ্‌যোগী, উদ্ধতপ্রকৃতি এলিস্ সাহেব ছিলেন।

এতদিন উভয় পক্ষে যে ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, উভয় পক্ষ আপনাদের মতামত প্রকাশ করিয়া,যে ভাবে গোলযোগ মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, পাটনার ঘটনার পরে সে ভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। এখন হইতে ইঙ্গরেজ ও নবাব, উভয়ই, উভয়ের ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠিলেন। শাত্রবভাবে

* অমিয়ট সাহেব মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। ইহার মধ্যে নবাব পাটনা আক্রমণের সংবাদ প্রাপ্ত হন। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অমিয়ট সাহেবকে পথে অবরুদ্ধ করিতে আদেশ দেন নবাবের লোক অমিয়টের নৌকা আটক করিলে উভয়পক্ষে বিবাদ হয়। এই বিবাদে অমিয়ট নিহত হন। এদিকে হে সাহেব মুঙ্গেরে নজরবন্দী স্বরূপ থাকেন।

পরিচালিত হইয়া, সমরে সমরলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় উভয়ই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। নবাব কলিকাতাকৌন্সিলে সমস্ত বিষয় স্পষ্টাক্ষর লিখিয়া জানাইলেন। এই লিপি সে সময়ে তাঁহার দূরদর্শিতার, যোগ্যতার ও তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা কিরূপে আপনাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন, কিরূপে তিন প্রদেশে অত্যাচার ও অবিচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শেষে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘোরতর ন্যায়বিগর্হিত নিয়ম সকল প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া কিরূপে তাঁহার ক্রোধ ও বিরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাহা নবাব অপূর্ব্ব তেজস্বিতার সহিত ঐ লিপিতে উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইঙ্গরেজেরা ঐ লিপির উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের উত্তর সম্পূর্ণ হইলেও দোষস্পর্শশূন্য হয় নাই। যাহাহউক, কলিকাতা-কৌন্সিল যেরূপে উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীরকাসেমকে তাঁহার স্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার সেইরূপ উৎকোচ লইয়া বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরকে মীরকাসেমের স্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। মীরজাফরের সহিত এসম্বন্ধে সমস্ত বিষয় স্থির হইলে, ইঙ্গরেজেরা মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার লোকদিগকে, পুনর্নিয়োজিত বৃদ্ধ নবাব মীরজাফরের স্বপক্ষতা করিতে আহ্বান করিলেন।

এইরূপে মীরকাসেমের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। যুদ্ধের মূল কারণ ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে যে, মীরকাসেমের বিচারদোষে উপস্থিত যুদ্ধ সংঘটিত হয়

নাই। অপক্ষপাত ইতিহাস এ অংশে মীরকাসেমকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিবে। মীরকাসেম তেজস্বিতার সহিত স্বার্থান্ধ ইঙ্গরেজের অত্যাচারের গতি নিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করেন নাই, শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিয়া সর্ব্বত্র আশঙ্কা ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যত হন নাই। তিনি ইঙ্গরেজের নিকটে কাপুরুষতার পরিচয় দেন নাই,ইঙ্গরেজের পদানত হইয়া আপনার ক্ষমতার অবমাননা করেন নাই এবং ইঙ্গরেজের স্বার্থ সাধনের সুবিধা করিয়া দিয়া আপনার প্রজাবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তুলেন নাই। ইঙ্গরেজের স্বার্থসাধনী দুষ্প্রবৃত্তি যখন বলবতী হইয়া উঠিল, রাজ্যের সর্ব্বত্র যখন অবাধে ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তখন বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার এই শেষ তেজস্বী ভূপতি আপনার প্রজাবর্গকে বিদেশী ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীর সমান অধিকার সমর্পণ করেন। ইহাতে তিনি কিছুমাত্র ভীত হন নাই, আশঙ্কার আবর্ত্তে পড়িয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হইয়া পড়েন নাই। তাঁহার সাহস ও উদ্যম এ সময়ে পূর্ণ মাত্রায় বিকাশ পায়। তিনি অর্থগৃধ্নু, পরস্বাপহরক ইঙ্গরেজ ব্যবসায়ীদিগের সমক্ষে সমদর্শিতা দেখাইয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন। শেষে যখন ইঙ্গরেজ প্রকাশ্যভাবে শত্রুতাচরণে সমর্থ হইলেন, তখন তেজস্বী পুরুষ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তেজস্বিতার অবমাননা না করিয়া, অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে ইঙ্গরেজের সম্মুখীন হইলেন।

মীরকাসেম শেষে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেন না। কিন্তু

তাঁহার সৈন্যগণ এক এক যুদ্ধে যেরূপ অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, যেরূপ অপূর্ব্ববিক্রমে শত্রুপক্ষ নির্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ভারতীয় যুদ্ধের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মীরকাসেমের সুশিক্ষিত সৈন্য কিরূপে ইঙ্গরেজের ব্যূহভেদে অগ্রসর হইয়াছিল, কিরূপ কৌশলে অস্ত্র পরিচালনা করিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিতপ্রায় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিকগণ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন। মীরকাসেম আপনার সৈন্যদলের মধ্যে যে শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, যে তেজস্বিতা প্রসারিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং যে একাগ্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা একবারে নিষ্ফল হয় নাই। ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকও তেজস্বী নবাবের তেজস্বী সৈন্যগণের বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙ্গালার কোন সৈন্য পূর্ব্বে কখন এরূপ বীরত্বের পরিচয় দেয় নাই এবং কোন সৈন্য এ পর্য্যন্ত এরূপ তেজস্বিতার সহিত সুনিয়মে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে বিব্রত করিয়া তুলে নাই *। এস্থলে সমস্ত যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ১৭ই জুলাই (১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দ) অজয় নদের তীরে মীরকাসেমের সৈন্যদলের সহিত ইঙ্গরেজদের যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরং নবাবের সৈন্যই বিজয়ী হইয়া শেষে হটিয়া যায়। ইহার দুই দিন পরে কাটোয়ার নিকটে নবাবের আর এক দল সৈন্য শত্রুর সম্মুখীন হয়। এই স্থানে উভয় দল তুল্যপ্রতিযোগিতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, সমান ক্ষমতা ও সমান দক্ষতার সহিত উভয় দলই উভয়

* Malleson, Lord Clive, p. 352.

দলকে নির্জ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। বহুক্ষণ এইরূপে যুদ্ধ চলিয়াছিল,বিজয়শ্রী বহুক্ষণ উভয়দলের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া,উভয়-কর্ত্তৃকই সমভাবে আকৃষ্টা হইয়াছিলেন, এক এক বার তাঁহাকে নবাবের সৈন্যদলের অঙ্কশায়িনী হইতে দেখা গিয়াছিল।" অজয় নদের তীর হইতে নবাবের যে অশ্বারোহী দল হটিয়া আইসে, তাহারা যদি এই সময়ে নবাবের পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে অসম্মত না হইত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ সেনাপতি জন আডাম্‌স্‌ কাটোয়ার যুদ্ধে কখনও জয়ী হইতে পারিতেন না। ২রা আগষ্ট সুতী নদীর নিকটবর্ত্তী গড়িয়ার প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে আর একটি তুমুল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নবাবের সৈন্য বীরত্ব ও সাহসের একশেষ দেখাইয়াছিল। ইঙ্গরেজেরা ভারতে পদার্পণ করিয়া ভারতীয় সৈন্যের এরূপ তেজস্বিতার পরিচয় অতি অল্পই পাই-য়াছেন। গড়িয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রে চারি ঘণ্টা কাল উভয় দল, উভয় দলকে পরাজিত করিতে রণনৈপুণ্যের পরিচয় দিতে লাগিল। এ যুদ্ধেও বিজশ্রী প্রথমে মীরকাসেমের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। নবাবের সৈন্য ইঙ্গরেজব্যূহের দক্ষিণ ভাগ ভেদ করিল, ইঙ্গরে-জের দুইটি কামান অধিকার করিল, এবং শত্রুব্যূহের মধ্যভাগের শৃঙ্খলা নষ্ট করিয়া ফেলিল। যদি এই ভাবে আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিত, তাহা হইলে গড়িয়ার ক্ষেত্র ইঙ্গরেজসৈন্য নির্ম্মূল হইয়া যাইত। ইঙ্গরেজ সেনাপতি শেষে বিপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিলেন বটে, কিন্তু নবাবের সৈন্য বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। মীর-কাসেম আপনার সুশিক্ষিত, তেজস্বী ও উৎকৃষ্ট সৈন্যদল উদয়-নালার প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

মুঙ্গের ও ইঙ্গরেজসৈন্যের মধ্যভাগে রাজমহল পাহাড় অবস্থিত। মুঙ্গেরে উপনীত হইতে হইলে ইঙ্গরেজ সৈন্যদিগকে এই পাহাড়ের গিরিপথগুলি অতিক্রম করিতে হইত। এজন্য মীর কাসেম এই গিরিপথগুলি সুরক্ষিত করিয়াছিলেন এবং উহাদের মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ উদয়নালায় আপনার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া বিপক্ষের গতিনিরোধে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ গিরিসঙ্কটে অবস্থিতি করিয়া নবাবের উৎকৃষ্ট সৈন্য বিপক্ষদিগকে বাধা দিতে লাগিল। প্রায় এক মাস এই ভাবে গত হইল, একমাস কাল বহু-চেষ্টা করিয়াও ইঙ্গরেজ সেনাপতি জন আডাম্‌স সেই দুর্গম গিরিপথ অধিকার করিতে পারিলেন না। মীরকাসেম এরূপ কৌশলে উদয়নালায় সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং ঐ গিরিপথ এরূপ দুরতিক্রমণীয় ছিল যে,ইঙ্গরেজ সেনাপতি কামা-নের সাহায্য ব্যতিরেকে ঐ স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হই-লেন না। এক একবার ঐ স্থান অধিকার করা, তাঁহার নিকটে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শেষে কমানের বলে ইঙ্গরেজ সৈন্যের গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত হইল। প্রসিদ্ধ গিরি-সঙ্কট ইঙ্গরেজের অধিকারে আসিল; কিন্তু নবাবের সৈন্য বীর-ত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হইল না। সেই দুরারোহ পাহাড়ের দুর্গম গিরিসঙ্কটে তাহারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিয়া অকাতরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। মীরকাসেম পরাজিত হইলেন। তাঁহার তেজস্বী সৈন্যদল বিধ্বস্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; কিন্তু অজয় নদ, কাটোয়া,গড়িয়া ও উদয়নালার নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিল।

পাটনায় যে সকল ইঙ্গরেজ মীরকাসেমের বন্দী হইয়াছিল, তাহারা প্রথমে মুঙ্গেরে আনীত হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মীরকাসেম তাহাদিগকে আবার পাটনায় লইয়া গেলেন। ইহার মধ্যে ইঙ্গরেজ সৈন্য তাঁহার রাজধানী অধিকার করিল। মীরকাসেমের ক্রোধ এতদূর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি পাটনার বন্দীদিগকে হত্যা করিতে তাঁহার ফরাসী সেনাপতি সমরুকে * আদেশ দিলেন। সমরু অবলীলায় বন্দীদিগকে বধ করিল †। এই রূপে ১৭৬৩ অব্দের অকটোবর মাসে ১৫০ ‡ জন ইঙ্গরেজ পাটনায় নিহত হয়। পাটনার হত্যাকাণ্ড মীরকাসেমের দুর্নিবার পরহিংসার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ইতিহাসে তিনি এজন্য নিন্দনীয় হইয়াছেন। কতিপয় ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীর দোষে যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার জন্য অসহায় ও অবরুদ্ধ ইঙ্গ-

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইহার পূর্ব্বতন নাম রেনহার্ট। কেহ কেহ ইহাকে সুইজরলণ্ডবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার কাহারও মতে সমরু জর্ম্মনিবাসী, কাহারও মতে অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত সল্‌জবুর্গবাসী। এসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। সমরু প্রথমে ফরাসী গবর্ণমেণ্টে কাজ করিত। পরে ইঙ্গরেজ কোম্পানিরও কাজ করে। ইহার স্ত্রী প্রসিদ্ধ বেগম সমরু। বেগম সমরুর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে।

† সৈর মুতাক্ষরীণের অনুবাদকারক কহেন, এতদ্দেশীয় সেনানায়কেরা যাহা করিতে সম্মত হন নাই, সমরু অবলীলায় তাহা সম্পাদন করে। একজন সেনানায়ক স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন যে, তিনি কখনও নিরস্ত্র বন্দীদিগকে বধ করিতে পারিবেন না। মীরকাসেম তাঁহার ঝাড়ুদারদিগকে এই কার্য্য করিতে আদেশ দিতে পারেন।

‡ কাহারও মতে ৬০ জন ইঙ্গরেজ নিহত হয়। নিহত ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে লসিংটন সাহেব ছিলেন। ১৭৫৭ অব্দে এই লসিংটন সাহেব ক্লাইবের সেক্রেটরি ছিলেন। ক্লাইবের আদেশে তিনি উমিচাঁদের সম্বন্ধে লোহিতবর্ণ অঙ্গীকারপত্র প্রস্তুত করিয়া উহাতে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করেন।

রেজ এবং তৎসংসৃষ্ট ব্যক্তিদিগকে * বধ করিতে আদেশ দেওয়া অবশ্য নিষ্ঠুরতার কার্য্য। এ সময়ে নবাবের ক্রোধ এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল, প্রতিহিংসা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল যে, নবাব ইঙ্গরেজদিগকে সমূলে বিধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি এই সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকেন নাই; কোন রূপ আশঙ্কা বা ভয় এ সময়ে তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইঙ্গরেজ সৈন্য মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি সেনাপতি আডামস্‌কে সক্রোধে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছিলেন, "যদি আপনি যুদ্ধ চালাইতেই কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে নিশ্চিত জানিবেন যে, আমি এলিস সাহেব ও আপনাদের অন্যান্য প্রধান লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া ছিন্ন মস্তক আপনার নিকটে পাঠাইয়া দিব †।" ইঙ্গরেজপক্ষের অত্যাচার ও অবিচার দেখিয়া তিনি সক্রোধে ইঙ্গরেজ সেনাপতিকে, যাহা লিখিয়াছিলেন অবিকারচিত্তে তাহাই সম্পন্ন করেন। তিনি চোরের ন্যায় গোপনে বা ভয়ে আপনার সঙ্কল্প চাপিয়া রাখেন নাই। তাঁহার যেমন তেজস্বিতা, তেমনি স্পষ্টবাদিতা ছিল। তিনি বানসিটার্টের সমক্ষে, বাণিজ্য-

* ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ বাধিলে মীরকাসেম জগৎশেঠ মহাতাব রায় মহারাজ স্বরূপচাঁদ, রাজা রামনারায়ণ, রাজবল্লভ প্রভৃতিকেও বধ করেন।

† নবাবের এই কথায় মেজর আডাম্‌স্‌ প্রভৃতি এলিস্‌ ও হে সাহেবকে লিখেন যে, যত টাকা দিয়াই হউক, তাঁহারা যেন কারারক্ষকদিগকে বশীভূত করিয়া, পলায়ন করেন। এলিস ও হে সাহেব ইহার এই উত্তর দেন যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণ যেন তাঁহাদের বিষয় না ভাবেন। তাঁহাদের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। সৈন্যগণ যেন কিছুতেই অগ্রসর হইতে নিরস্ত না থাকে।—Calcutta Review, 1884, p. 371.

শুল্ক রহিত করিবেন, বলিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই করিয়াছিলেন। এসময়ে যুদ্ধে আর অগ্রসর হইলে তিনি বিপক্ষদিগকে যে শাস্তি দিবেন, তাহাও স্পষ্টবাদী, নির্ভীক পুরুষের ন্যায় বিপক্ষসেনাপতিকে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজেরা এই সময়ে ধীরভাবে কার্য্য করিলে, সুবিচারের সম্মান রক্ষা করিয়া নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপনে উদ্যত হইলে, বোধ হয়, পাটনার নিদারুণ হত্যাকাণ্ড হইত না। কিন্তু উপস্থিত সময়ে ইঙ্গরেজেরা ধীরতার পরিচয় দেন নাই। তাঁহাদের অন্যায় আচরণে নবাবের ক্রোধ বিকাশ পায়, প্রতিকূলতায় প্রবর্দ্ধিত হয়, শেষে প্রতিহিংসায় জড়িত হইয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যের উৎপত্তি করে *। সুতরাং ইঙ্গরেজই পাটনার ইঙ্গরেজের হত্যায় প্রধানতঃ দায়ী। উপস্থিত সময়ের ৭২ বৎসর পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের আদেশে গ্লেন্‌কোর

* পাটনার হত্যাকাণ্ডে ডাক্তর ফুলর্‌টন নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইঙ্গরেজ মাত্র জীবিত ছিলেন। হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে ইঁহার সহিত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ে, সের মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন নবাবের সমক্ষে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তর ফুলর্‌টন হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদে নবাবের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রচলিত নিয়মানুসারে কয়েক টাকা নজর দেন। নবাব ঐ নজরগ্রহণে অসম্মত হইয়া, সদয়ভাবে কহেন, "আপনার ও আমার মধ্যে পূর্ব্বে কখন এরূপ রীতি ছিল না।" অতঃপর নবাব ফুলর্‌টনকে আলিঙ্গন করিয়া, গোলাম হোসেনের পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলেন। মীর কাসেম এই সময়ে ফুলর্‌টনের জীবনে কোন অনিষ্ট করেন নাই। বান্‌সিটার্ট সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবাব এই সময়ে অমিয়টের হত্যার সম্বন্ধে আপনার দোষ ক্ষালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পাটনার হত্যাকাণ্ডের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি উহা যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ঘটনামাত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের সূত্রপাত তিনি যে করেন নাই, তাহাই দেখাইতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।—Calcutta Review, 1884, p. 363.

ম্যাকডোনাল্ডবংশীয়দিগকে যেরূপ নিষ্ঠুরতা ও কাপুরুষতার সহিত বধ করা হয়, তাহার মর্ম্মভেদী বর্ণনা তৃতীয় উইলিয়মের, রাজত্ব কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে*। ঐ হত্যাকাণ্ডের সহিত পাটনার হত্যাকাণ্ডের তুলনা করিলে, মীরকাসেম তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর অপরাধী ও অধিকতর কাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না।

ইঙ্গরেজেরা মুঙ্গের অধিকার করিল। পরে পাটনা অধিকৃত হইল। মীরকাসেম আর কোন উপায় না দেখিয়া অযোধ্যার নবাবের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। এইরূপে মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ শেষ হইল। কলিকাতাকৌন্সিল যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইল।

* স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা বিদ্রোহী হওয়াতে তৃতীয় উইলিয়ম্ এই আদেশ প্রচার করেন যে, যাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে তাঁহার বশতাপন্ন হইবার জন্য শপথ না করিবে, তাহারা দণ্ডনীয় হইবে। গ্লেন্কোর পার্ব্বত্য ভূমির ম্যাকডোনাল্ডবংশীয়গণ প্রথমে এই শপথ গ্রহণ করিতে বিলম্ব করে, শেষে নির্দ্দিষ্ট দিনের দুই তিন দিন পরে রীতিমত শপথ গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবে। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের ভূপতি, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া ইহাদিগকে বধ করিবার আদেশ দেন। হত্যাকার্য্য সম্পাদনের জন্য দুই দল সৈন্য প্রেরিত হয়। ইহারা গ্লেন্কোতে উপস্থিত হইয়া ম্যাকডোনাল্ড বংশীয়দিগের সহিত বন্ধু ও অতিথিজনের ন্যায় ব্যবহার করে। এইরূপে প্রায় এক পক্ষ অতিবাহিত হয়। একদা রাত্রিকালে ম্যাকডোনাল্ড বংশীয়েরা নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতেছিল, এই অবসরে ঘাতকেরা ঐ নিদ্রিত, নিরপরাধী লোকদিগকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করে। নিদ্রিতাবস্থায় এই রূপে প্রায় ৩৮ জন লোক নিহত হয়। বেবারিজ সাহেব কহেন, মীরকাসেমের অবস্থা তৃতীয় উইলিয়মের ন্যায় হইয়া দাড়াইয়াছিল। যেহেতু, মীরকাসেম স্বীয় শ্বশুরকে পদচ্যুত করাইয়া স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ করেন।—Caloutta Review 1884, p. 376.

ইহাতে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মীরকাসেম দেশ হইতে তাড়িত হইলেন এবং বৃদ্ধ মীরজাফর মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে বসিয়া ইঙ্গরেজের অনুগত দাস হইয়া রহিলেন। মীরকাসেম দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। শাহ আলম ও সুজাউদ্দৌলা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডের রাজা ইঁহাদের সহযোগী হইলেন। মীরকাসেম বুন্দেলখণ্ডে প্রস্থান করিলেন *। এদিকে সম্মিলিত অধিপতিত্রয়ের সৈন্য গঙ্গাপার হইয়া পাটনার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজর কর্ণাক্ নগরের সম্মুখ ভাগে একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সম্মিলিত ভূপতিত্রয় প্রায় এক সপ্তাহ কাল উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে উহা আক্রমণ করেন। তাঁহারা প্রথমে কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে হটিয়া যাইয়া বক্সারে উপনীত হন। এই স্থানে ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্যার্ হেকটর মন্‌রো তাঁহাদিগকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধ

* মীরকাসেম পরে দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন। শ্রীযুত বেবারিজ সাহেব, বান্‌সিটার্ট ও মীরকাসেম, উভয়ের চরিত্রের সাদৃশ্য প্রদর্শন স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন—ইঁহারা উভয়েই সৎকর্ম্মচারী, সদাশয়, স্বভাবতঃ সদয়-স্বভাব এবং আপনাদের বন্ধুগণের প্রিয় ছিলেন। ঘটনাবিশেষ উভয়ের পক্ষেই গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। এই ঘটনাচক্রে পড়িয়া একজন রামনারায়ণের (বান্‌সিটার্ট রামনারায়ণকে মীরকাসেমের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন) অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ হন, আর একজন পাটনার হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন। ইহাঁদের উভয়ের অন্তিম দশাই সমান শোচনীয়। মীরকাসেম নির্ব্বাসিত হইয়া দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন, বান্‌সিটার্ট পথে সমুদ্রমগ্ন হন।—Calcutta Review, 1884, p. 376.

১৭৬৫ অব্দের অগষ্ট মাস পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। শেষে সন্ধি স্থাপিত হয়; এই সন্ধিতে ইঙ্গরেজদিগের অধিকার এলাহাবাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। সন্ধিবন্ধনের তিন মাস পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় উপনীত হন।

ক্লাইব ১৭৬৫ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় উপস্থিত হন। ১০ই এপ্রেল তিনি মাদ্রাজে পহুঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, মীর-কাসেম বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়াছেন; তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হইয়াছে, বৃদ্ধ মীরজাফর লোকান্তরিত হইয়াছেন, এবং দিল্লীর সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিবন্ধনে উদ্যত হইয়াছেন। এই সংবাদে ক্লাইব আশ্বস্ত হইলেন, আশ্বস্তহৃদয়ে বাঙ্গালার শাসনকার্য্য সুব্যবস্থিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন।

ক্লাইবের প্রত্যাবর্ত্তনের চারি মাস পূর্ব্বে জরাজীর্ণ মীরজাফর, সংসারের নানা কষ্ট ভোগ করিয়া, নানা অবমাননা সহিয়া, অবশেষে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করেন। তিনি যে আশায় সিরাজউদ্দৌলার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, যে আশায় ইঙ্গরেজের সহযোগী হইয়া পলাশীর যুদ্ধে আশ্রয়-দাতার সমক্ষে উদাসীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার সে আশা ফলবতী হয় নাই। ইঙ্গরেজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে তিনি সংসারে কিছুতেই সুখী হইতে পারেন নাই। ঐ সম্বন্ধ তাঁহাকে অধিকতর নিপীড়িত, অধিকতর নিগৃহীত ও অধিকতর অবমানিত করিয়া তুলে। ইঙ্গরেজের সহযোগী হইয়া তিনি গভীর মনঃক্ষোভ, অপরিসীম লজ্জা, ও অনন্ত বিরক্তি ব্যতীত আর কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই।

ইঙ্গরেজের সহিত ঐ ঘৃণিত সম্বন্ধে তাঁহার জীবন শোচনীয়, তাঁহার রাজ্য বিশৃঙ্খল, ও তাঁহার কোষাগার শূন্য হয়। ঐ সম্বন্ধের জন্যই তিনি একবার বন্দী হইয়া আপনার জামাতাকে নিজের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেন। যদি তিনি জানিতেন যে, ইঙ্গরেজ তাঁহাকে পরিশেষে এইরূপ শোচনীয় দশায় পাতিত করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনি পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহাদেয় সহায় হইতেন না। বিদেশীদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় সুবাদার মোগল-সাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষমতাপন্ন রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সাত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদের সে ক্ষমতা ও তাঁহাদের সে সমৃদ্ধি অনন্তকালসাগরে বিলীন হয়; তাঁহাদের পূর্ব্বতন আধিপত্য ইঙ্গরেজের প্রাধান্যপ্রিয়তায় সঙ্কুচিত হয়। ইঙ্গরেজের সহিত সম্বন্ধে তাঁহারা অবমানিত ও শেষে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হন। স্ক্রাফ্‌টন সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার নবাব কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের মহাজনস্বরূপ, উক্ত কর্ম্মচারীরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে, যখন তখন, যত ইচ্ছা, টাকা লইতে পারেন।

মীরজাফর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিনির্ব্বাচন রাজনীতির অংশে প্রয়োজনীয় হইল বটে, কিন্তু কোম্পানির অর্থগৃধ্নু ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারীদিগের অর্থলাভের অংশে উহা অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই সুযোগে আপনাদের মহাজনের কোষাগারে আবার হস্ত প্রসারণ করিলেন। উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনের দুইজন

প্রার্থী ছিল। একজন মিরণের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র; আর এক জন মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র নজম্‌উদ্দৌলা।

নির্ব্বাচনভার কলিকাতাকৌন্সিলের * উপর ছিল। কৌন্সিলের সভাপতি ও সদস্যেরা এই সময়ে কেবল অর্থলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহাদের পদের পূর্ব্বতন অধিকারীরা সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মীরজাফরকে, মীরজাফরের স্থলে মীর-কাসেমকে এবং পুনর্ব্বার মীরকাসেমের স্থলে মীরজাফরকে বসাইতে অনেক অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখন মীরজাফরের উত্তরাধিকারি-নির্ব্বাচনে তুল্যরূপ লাভবান হইতে ইচ্ছা করিলেন।

উক্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্যে মীরজাফরের পৌত্রের বয়স ছয় বৎসর এবং পুত্রের বয়স আঠার বৎসর ছিল। ঐতিহাসিক মিল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে মীরজাফরের পুত্র নজমউদ্দৌলা ইঙ্গরেজদিগকে আশানুরূপ অর্থ দিতে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু অপর জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার নামে অর্থ গ্রহণ করিলে পরিশেষে সেই টাকার হিসাব দিতে হইত। কলিকাতাকৌন্সিল অপ্রাপ্তবয়স্কের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন না। প্রাপ্তবয়স্কের সহিত অর্থগ্রহণসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করিতে উদ্যত হইলেন।

১৭৫৭ অব্দে মীরজাফরের সহিত টাকাকড়ির যেরূপ বন্দো-বস্ত হইয়াছিল, উপস্থিত সময়েও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইতে

* উপস্থিত সময়ে স্পেন্সর, সাহেব কলিকাতাকৌন্সিলের অধ্যক্ষ, এবং জনষ্টোন, সিনিয়র, মিডল্টন, লেসেষ্টর প্লেডেল, বার্ডেট এবং গ্রে সাহেব সদস্য ছিলেন।

লাগিল। এই নীচ কার্য্য সাধনের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জনষ্টোন সাহেবের ভ্রাতা (ইঁহার নাম গিডিয়ন জনষ্টোন) ইঙ্গরেজপক্ষের প্রতিনিধি হইলেন। অন্য পক্ষে মহম্মদ রেজা খাঁ প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই দুইজন চতুর লোক পরস্পর পরামর্শ করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ২০,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে, নজমউদ্দৌলা সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইবেন *। কিন্তু নজমউদ্দৌলা সুবাদার হইলেও সমস্ত রাজকীয় কার্য্য মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তে সমর্পিত থাকিবে। রেজা খাঁ নায়েব সুবা হইয়া আপনার ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৭৬৫) এই চুক্তি স্থির হয়। নজমউদ্দৌলা মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর ১৩ দিন পূর্ব্বে বিলাতের ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে এক খানি প্রতিজ্ঞাপত্র কলিকাতায় উপস্থিত হয়। ঐ পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, কোম্পানির কর্ম্মচারীরা

* নিম্নলিখিত রূপে ঐ টাকার ভাগ হয় :—

স্পেন্সর	২,০০,০০০ টাকা।
জনষ্টোন	২,৩৭,০০০ "
প্লেডেল, বার্ডেট এবং গ্রে, প্রত্যেকে	১,০০০০০ "
সিনিয়র	১,৭২,৫০০ "
মিডল্টন	১,২২,৫০০ "
লেসেষ্টর	১,১২,৫০০ "
গিডিয়ন জনষ্টোন	৫০,০০০ "

অবশিষ্ট টাকা অতি গোপনীয়ভাবে ভাগ করিবার বন্দোবস্ত হয়। নির্লজ্জভাবে যখন এইরূপ টাকাগ্রহণের চুক্তি হয়, তখন কোম্পানির কোষাগার শূন্য ছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাই শতকরা ৮ টাকা হার সুদে আপনাদের প্রভুদিগকে টাকা ধার দেন।

অতঃপর ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে আদিষ্ট হন *। কিন্তু কলিকাতাকৌন্সিল নজমউদ্দৌলাকে শূন্য উপাধি দিয়া সন্তুষ্ট করিবার সময়ে, উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহারা উহা প্রথমে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। উহার প্রতি উদাসীন্য দেখাইয়া, নজমউদ্দৌলার নিকট হইতে আশানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, আপনাদের মতের প্রবলতা হেতু, তাঁহারা যেমন বান্‌সিটার্টকে পরাজিত করিয়াছেন, সেই রূপে ক্লাইবের ক্ষমতাও বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই কৌন্সিলের সদস্যদিগকে সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন। কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। সদস্যেরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য নানা চাতুরী অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ক্লাইব বান্‌সিটার্টের ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় ছিলেন না। তিনি অটল গিরিবরের ন্যায় অবিচলিত ভাবে থাকিয়া, আপনার প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যত হইলেন। তাঁহার একাগ্রতা ও উদ্যম কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল

* ১৭৬০ অব্দের মে মাসে এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হয়। উহাতে উল্লেখ থাকে যে, কোম্পানির দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছেন, তাহা যদি চারি হাজারের বেশী হয়, তাহা হইলে কোম্পানিকে দিতে হইবে এবং তাঁহারা কখনও কোন স্থলে ১০০০ টাকা বা তাহার বেশী উপহার লইতে পারিবেন না। এই প্রতিজ্ঞাপত্র ১৭৬৫ অব্দের প্রথমে কলিকাতায় পঁহুছে। সে সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই

না। অবিলম্বে শাসনসমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব শাসন-সংক্রান্ত ও সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা আপনার হস্তে লইয়া, সেই ক্ষমতার পরিচালনে উদ্যত হইলেন।

প্রথমে নজমউদ্দৌলার বিষয় সমিতিতে উপস্থিত হইল। কৌন্সিল নজমউদ্দৌলার নিকটে অর্থ গ্রহণ করাতে ক্লাইব যারপরনাই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৌন্সিলের সদস্যেরা সাহস সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে ক্লাইবের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মীরজাফরের সম্বন্ধে ক্লাইব ও তাঁহার সহযোগিগণ যাহা করিয়াছেন, তাঁহারাও নজমউদ্দৌলার সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইব নিরস্ত থাকিলেন না। তিনি আপনার পক্ষ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া সদস্যদিগকে এই বলিয়া দোষী করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার সুবাদারী, ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহারা আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি (ক্লাইব) কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, পাছে তাঁহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির বিঘ্ন হয়, এজন্য তাঁহারা, তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। উৎকোচগ্রাহী সদস্যেরা এই সকল অপরাধ অস্বীকার করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ক্লাইবকে আপনাদের ক্ষমতার আয়ত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ক্লাইবের নিকটে তাঁহারা অবনতমস্তক হইলেন। তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল, ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল, লাভের পথ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা

অবশেষে কৌন্সিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া; ক্লাইবের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

বিলাত হইতে যে প্রতিজ্ঞাপত্র আসিয়াছিল, ক্লাইব তাহাতে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে স্বাক্ষর করিতে আদেশ দিলেন। অসন্তোষের সহিত এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। ক্লাইব এইরূপে কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণের পথ অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের বাণিজ্যঘটিত বিষয়ের শৃঙ্খলা-সাধনে উদ্যত হইলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যেরূপ অবৈধ উপায়ে ব্যবসায় চালাইয়া, রাজ্যের অর্থাপহরণ করিতে ছিলেন; যেরূপ অবৈধ উপায়ে রাজকীয় বিধির অবমাননা করিয়া অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ দেখাইতেছিলেন, তাহা ক্লাইবের অবিদিত ছিল না। এই সকল সর্ব্বস্ববিলুণ্ঠন-কারী ব্যবসায়ীর দোষে; এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া-ছিল এবং পরিশেষে তেজস্বী মীরকাসেম অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক ইঙ্গরেজের শোণিতে আপনার ক্রোধের পরিতর্পণ করিয়া-ছিলেন। ক্লাইব এই বিলুণ্ঠনের স্রোত সঙ্কুচিত করিলেন। মীরকাসেম ও বান্‌সিটার্ট যাহা করিতে চাহিয়া ছিলেন; ক্লাইবের চেষ্টায় তাহা অপেক্ষা অধিক হইল। ক্লাইব অভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত, অন্তর্বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আপনার আয়ত্ত করিয়া, তাহা অনেকাংশে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিলেন।

অর্থলোভী ইঙ্গরেজের অর্থলালসার গতিরোধ হইল। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় সুনিয়মিত হইয়া উঠিল। কোম্পানির আভ্য-

স্তরীণ শাসনকার্য্য অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। ক্লাইব এক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। এখন উহা অপেক্ষা গুরুতর সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন ক্লাইব মাদ্রাজে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের মৃত্যু ও মীরকাসেমের পরাজয়সংবাদ অবগত হন, তখন তিনি বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকারের দৃঢ়তাসাধনার্থ, মনে মনে কতকগুলি বিষয় কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনা ছিল যে, মিরণের ষড়বর্ষীয় পুত্রকে মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তাঁহাকে কেবল "সুবাদার" এই শূন্য উপাধি মাত্র দিয়া পরিতুষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহার অমাত্যগণ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে থাকিবে। ইঙ্গরেজেরা রাজস্ব-গ্রহণ করিয়া বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। তাঁহারাই কেবল যুদ্ধ উপস্থিত করিতে পারিবেন এবং সন্ধিস্থাপনেও সমর্থ হইবেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে নবাবের নামে ও সম্রাটের নিয়োগানুসারে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। ক্লাইব এই সকল গুরুতর বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, কলিকাতাকৌন্সিল নজমউদ্দৌলাকে মীরজাফরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ক্লাইব তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি, এখন আপনার গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য, হিন্দুস্থানের নামমাত্র সম্রাট্ শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট, এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শাহ আলমের আধিপত্য ছিল না। তাঁহার রাজধানী আফ্‌গানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এদিকে ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে, অযোধ্যার নবাবেরও পূর্ব্বতন প্রাধান্য অনেকাংশে থর্ব্ব হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই ক্লাইবের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন; সুতরাং ক্লাইবের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। ক্লাইব ২৫এ জুন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুর্ষিদাবাদে উপনীত হইলেন। অভিনব নবাব ও তদীয় অমাত্যগণের সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কলিকাতাকৌন্সিল তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই যেরূপ তাড়াতাড়ি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিছু করিতে না পারিয়া কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য একজন নবাব নাজিম নিযুক্ত হইতেন। নবাব নাজিম অন্তঃশত্রু ও বহিশত্রু হইতে দেশরক্ষা ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহর জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু রাজস্বসংগ্রহের জন্য সম্রাট স্বয়ং একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। এই দেওয়ান রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, উহা যথানিয়মে ব্যয় করিতেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইয়া দিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় বাঙ্গালার সুবাদারগণ স্বপ্রধান হওয়াতে তাঁহারাই রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও রাজস্বসংগ্রহ করিতে থাকেন। ক্লাইব এখন আওরঙ্গজেবের ঐ প্রণালী, আপনাদের সুবিধার জন্য, কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত

করিয়া, চালাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে তিনি নজমউদ্দৌলাকে নবাব নাজিম্ করিয়া কোম্পানিকে দেওয়ান করিবেন; পরে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি সুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনের ভার নবাব নাজিমের হস্ত হইতে কোম্পানির হস্তে আনিবেন। সংক্ষেপে কোম্পানিকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন করিতে হইবে, এবং নবাব নাজিমকে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ক্লাইব জুলাই মাসে নবাবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন। হতভাগ্য যুবক আর কোন উপায় না দেখিয়া বার্ষিক ৫৩,০০,০০০ টাকা লইয়া কোম্পানির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। ক্লাইব ইহার পরে প্রথমে বারাণসীতে উপনীত হন। এই স্থানে অযোধ্যার নবাবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে সম্রাট শাহ আলম এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সুতরাং ক্লাইব ও সুজাউদ্দৌলা, উভয়েই এলাহাবাদে উপনীত হইলেন। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাসে একটি প্রধান স্মরণীয় দিন। ক্লাইব এই দিনে দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট হইতে আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন। এই দিনে শাহ আলম ইঙ্গরেজ কোম্পানিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তুলেন। কোম্পানি, এই দিনে, এই সুসমৃদ্ধ, সুবিস্তৃত রাজ্যে সৈন্যপরিচালন, দণ্ডপ্রণয়ন ও লোকশাসনের ভার গ্রহণ করেন। ১২ই আগষ্ট সম্রাট্, ক্লাইবের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের অনুমোদন করিলেন। এই গুরুতর ঘটনা বিনা গোলযোগে, বিনা আড়ম্বরে

সম্পন্ন হইল। সিংহাসনের অভাবে ইঙ্গরেজের খানা খাইবার দুই খানি টেবিল একত্র করিয়া তাহার উপর একখানি চেয়ার স্থাপিত হইল। চেয়ারখানি কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। সম্রাট ঐ অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কোম্পানির নামে ক্লাইবের হস্তে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ সমগ্র রাজস্বের ভার সমর্পণ করিলেন*। এতদ্ব্যতীত ঐ তিন প্রদেশ রক্ষার জন্য, সৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহর ভার কোম্পানির হস্তে সমর্পিত হইল। কার্য্যতঃ কোম্পানি দেশরক্ষার জন্য সৈন্য রাখিবার অধিকার পাইলেন। ক্লাইবের সাধনা সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইল। তিনি কোম্পানির নামে যে যে অধিকার চাহিয়াছিলেন, সম্রাট তাঁহাকে তৎসমুদয়ই দিলেন। দেওয়ানীর সহিত সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত অধিকারই এখন কোম্পানির হস্তে আসিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল। বিষয়ের গুরুতা ও তদনুরূপ কার্য্যপ্রণালীর অভাব দেখিয়া একজন তাৎকালিক মুসলমান ঐতিহাসিক বিরাগের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, "এরূপ গুরুতর কার্য্যে এক সময়ে সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ও সুদক্ষ দূত পাঠাইবার প্রয়োজন হইত, একটি গাধা বিক্রয় করিতে যত

* এই রাজস্ব হইতে সম্রাটকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে হয়। আওরঙ্গজেব ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণের সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক কোটী টাকা সম্রাটের কোষাগারে প্রেরিত হইত। ক্লাইবের সময়ে সম্রাট কেবল ছাব্বিশ লক্ষ টাকা লইয়াই পরিতৃপ্ত হন। বলা বাহুল্য, এই রাজস্ব হইতে বাঙ্গালার নবাবকে তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা দিতে হইত। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব ৩.৪ কোটী টাকা ছিল। সুতরাং নিয়মিত বৃত্তি দিয়াও কোম্পানি অনেক টাকা প্রাপ্ত হন। Wheeler, Early Records, p. 334, note.

সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে সেই বিষয় সম্পন্ন হইয়া গেল”।

ক্লাইব সৈন্যসংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিলেন, বারাণসী হইতে আবার কলিকাতায় যাইয়া বিচারবিভাগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্তর কলিকাতা হইতে বাৎসরিক রাজস্বের বন্দোবস্ত জন্য ১৭৬৬ অব্দের এপ্রেল মাসে মুর্ষিদাবাদে গমন করিলেন। বৎসরের শেষে জমিদারদিগকে মুর্ষিদাবাদে উপনীত হইয়া আগামী বর্ষের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হইত। এই পুণ্যাহের সভায় নবাব নাজিম, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতিস্বরূপ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন; তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে ইঙ্গরেজ গবর্ণর, সম্রাটের দেওয়ান ও কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিলেন। যথানিয়মে পুণ্যাহের কার্য্য শেষ হইল। কিন্তু নবাব নাজিম নজমউদ্দৌলা দীর্ঘ্যকাল আপনার শূন্য উপাধি লইয়া মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। অমিতাচারে তাঁহার রোগ জন্মিল। তিনি উহাতে ১৮ই মে লোকান্তরিত হইলেন। বাঙ্গালার অভিনব নবাবের নিয়োগসময়ে, ইঙ্গরেজেরা মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতির সময় হইতে যাহা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এখন অতীতের গর্ভে নিহিত হইয়াছিল। ক্লাইব নজমউদ্দৌলাকে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। ইঙ্গরেজকে উৎকোচ দিবার জন্য তাহার আর অর্থ ছিল না; দান করিবার জন্য তাঁহার আর ভূসম্পত্তি ছিল না। এখন আর মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতির সময়ের ঘটনার পুনরভিনয় হইল না। নজমদ্দৌলার ভ্রাতা

সৈফ্‌উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অভিনব নবাব নাজিমের বার্ষিক বৃত্তি তিপ্পান্ন লক্ষের পরিবর্ত্তে একচল্লিশ লক্ষ হইল*।

সৈফ্‌উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সহিত মুর্শিদাবাদের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌরব ও প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। এইরূপে ইঙ্গরেজ পলাশীর যুদ্ধের ফললাভ করিলেন; এইরূপে মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা উহার প্রতিফল পাইলেন। পলাশীযুদ্ধের আট বৎসর পরে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের অদৃষ্টচক্র এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। মীরজাফর স্বীয় প্রতিপালকের সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার জন্য যে বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে এইরূপে তাহা পরহস্তগত হইল। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার চরম ফল ফলিল। মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যে জলাঞ্জলি দিয়া ইঙ্গরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন। ইঙ্গরেজ প্রথমে বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়া শেষে এইরূপে ধীরে ধীরে আপনাদের অধিকার বদ্ধমূল করেন। ইহা দেখিয়াই অযোধ্যার নবাব ইঙ্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপন করিতে দেন নাই। এলাহাবাদে যখন ক্লাইবের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন নবাব সন্ধির প্রায় সকল নিয়মেই সম্মতি প্রকাশ করিয়া-

* এই দৃষ্টান্ত পরে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৭০ অব্দে ৪১,০০০০০ টাকার স্থলে ৩১,০০০০০ টাকা হয়। ১৭৯৩ অব্দে ৩১,০০০০০ টাকা আবার ১৬,০০০০০ টাকায় পরিণত হইয়া উঠে।

ছিলেন। তিনি চুণার দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কোরা ও এলাহাবাদের অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যুদ্ধের ব্যয়-স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঙ্গরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপনের অধিকার দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার এই অসম্মতির গুরুতর কারণ ছিল। তিনি ঐ কারণ গোপনে রাখেন নাই। বাঙ্গালা প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই সময়ে ক্লাইবকে স্পষ্ট ভাবে কহিয়াছিলেন, "আপনারা ঐ প্রদেশে বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিলেন; কেবল বাণিজ্য ভিন্ন আপনাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে আপনারা ঐ ভূ-খণ্ডের মধ্যে কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন; কিছুদিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয়; শেষে ক্রমে ক্রমে বিরোধের সূত্রপাত হয়। আপনারা এবং ঐ প্রদেশের ভূপতি ঐ গোলযোগে জড়িত হইয়া পড়েন। এখন সেই ভূপতিই বা কোথায় এবং আপনারাই বা কোথায়? আমি আমার রাজ্য ঐরূপ দশায় পাতিত করিতে অসম্মত হইতেছি। কুঠী স্থাপিত হইলেই আমার দোষেই হউক, বা আমার উত্তরাধিকারীদিগের দোষেই হউক, নিশ্চিতই গোলযোগ ঘটিবে। তখন——" ক্লাইব ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কেহই ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। ইঙ্গরেজ বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়াই, বাঙ্গালায় আপনাদের প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিয়াছেন।

সিরাজউদ্দৌলার পতনে ইঙ্গরেজেরা বাঙ্গলায় যে আধিপত্য লাভ করেন, মীরকাসেমের পতনে সেই আধিপত্য সম্প্রসারিত ও বদ্ধমূল হয়। সিরাজউদ্দৌলা অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণমতি বালক।

শিক্ষা তাঁহার হৃদয় পরিমার্জ্জিত করে নাই, বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই, বহুদর্শিতা তাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়া তুলে নাই। তিনি অস্থিরপ্রকৃতি, অদূরদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী ছিলেন। তরুণবয়সে ও অশিক্ষিত অবস্থায় একটি সমৃদ্ধ রাজ্যে আধিপত্যলাভ করাতে তাঁহার প্রকৃতি অধিকতর গর্ব্বিত ও অধিকতর উদ্ধত হয়। তাঁহার মাতামহের সময়ে দরবারের যে সকল রাজপুরুষ সম্মানিত হইতেন, সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করে নাই। এই জন্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি সিরাজের অত্যাচারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অধঃপতনের চক্রান্ত করিতে থাকেন। একবার পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গকে সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব হয়*। শেষে ইঙ্গরেজদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইঙ্গরেজ, মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহায়তায় বঙ্গে

* এই প্রস্তাবের সম্বন্ধে সৈর মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন সকৎজঙ্গকে নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"সেনাগণের অধ্যক্ষও রাজ্যের অমাত্যগণ দীর্ঘকাল আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। এজন্য তাঁহারা ন্যায়ত সিরাজউদ্দৌলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিলেও কেন সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহার কারণ প্রথমে আমাদের দেখা উচিত। এই কারণ দেখিলে বোধ হইবে যে, তাঁহারা আপনাদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিতেছেন না। সকলেই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, আপনি এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিবেন, যে, আপনি আপনার পিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে অপসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এবং আপনি স্বয়ং সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা কিছুতেই ভাল নহেন, নিশ্চিত জানিবেন যে, তখন তাঁহারা আপ-

আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। সিরাজ উদ্ধতপ্রকৃতি ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তিনি, ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার পরে, কখনও ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজ মুর্ষিদাবাদের চক্রান্তকারীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করেন। সিরাজউদ্দৌলা আপনার রাজধানীতে হল্‌ওয়েল সাহেবকে বিমুক্ত করিবার সময়ে যাহা কহিয়াছিলেন, এবং পলাশীর ক্ষেত্রে মীরজাফরের সমক্ষে যে কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাগল বা দুর্ব্বৃত্ত লোকের কথা নহে †। সিরাজউদ্দৌলা অশিক্ষিত ও তরুণবয়স্ক ছিলেন বলিয়াই সময়ে সময়ে অসৎ পথে ধাবিত হইতেন। যে বয়সে লোকে শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করে, তিনি সেই বয়সেই একটি বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি হন। চক্রান্তকারিগণ আপনাদের সম্পত্তি, সম্মান ও প্রাধান্যরক্ষার মানসে ইঙ্গরেজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, তাঁহাদের বাসনা ফলবতী হয় নাই, সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতনের পর আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের সমস্ত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। তাঁহারা যদি হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ না ঘটাইয়া, তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শেষে তাঁহাদের এত

নার প্রতিও বিরক্ত হইবেন এবং পুনরায় সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করিবেন।"—Seir mutakherin, p. 730.

† উপস্থিত গ্রন্থের ২৪ পৃষ্ঠা ও ৯১-৯২ পৃষ্ঠা।—Comp. Seir mutakherin, p. 768, note.

দুর্গতি হইত না। পক্ষান্তরে মীরকাসেম, সিরাজের ন্যায় তরুণবয়স্ক বা অবিবেচক ছিলেন না। বয়সে তিনি প্রবীণ, শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। প্রকৃতিবর্গের মঙ্গলবিধানে তাঁহার যত্ন ছিল। ক্রোধের উদ্দীপনায় তিনি দুই এক সময়ে অবিবেনার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি ক্রোধসংযমে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সাহস ও বীরত্ব না থাকিলেও, আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তেজস্বিতা ছিল। এই দূরদর্শী, প্রবীণ-পুরুষও কখন ইঙ্গরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইঙ্গরেজ, ইঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলেন। ব্যবসায়ী ইঙ্গরেজ-কোম্পানি প্রথমে যে অত্যাচার ও অবিচারের পরিচয় দেন, শেষেও সেই অত্যাচার ও অবিচারের পূর্ণমূর্ত্তি দেখাইয়া সভ্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন। এই পরনিপীড়ন, পর-স্বাপহরণের ঘোর অন্ধকারময় সময়ে ওয়াটসন্ ও ফুলর্টন প্রভৃতির সাহস ও সাধুতার কাহিনী পাঠকের হৃদয় পরি-তৃপ্ত করে বটে, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা হইতে মীরকাসেম পর্য্যন্ত, ইঙ্গরেজের স্বার্থসাধনী প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইঙ্গরেজ এসময়ে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, উদ্যম ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাধুতা, উদারতা ও সমদর্শিতা দেখাইয়া হৃদয়বলের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

ইঙ্গরেজ সুনীতির অবমাননা করিয়া বঙ্গে আপনাদের অধি-কার স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইঙ্গরেজের অধিকারে বঙ্গের উন্নতি হইতেছে।

সর্ব্বব্যাপী অরাজকতাস্রোত অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইঙ্গরেজের শাসনে বাঙ্গালা শান্তভাবে শান্তিময় পথে পরিচালিত হইতেছে। ইঙ্গরেজ অন্যায়লব্ধ রাজ্যে ন্যায়ের শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে নিরন্তর চেষ্টা পাইতেছেন। সমসাময়িক ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতে বিমুখ হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার।

অনেকের বিশ্বাস, ইঙ্গরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কেবল ইঙ্গরেজের পরাক্রমে, ইঙ্গরেজের ক্ষমতায়, ইঙ্গরেজের যুদ্ধকৌশলে ভারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার দুর্ব্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। ইঙ্গরেজ আধিপত্যস্থাপনকর্ত্তা, ভারতবাসী আধিপত্যস্থাপনে পরাজিত। সাগর-ভূধর-পরিবৃত, নানারত্ন-শোভিত প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্য দিগ্‌বিজয়ী ইঙ্গরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি। পলাশীর আম্রকাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে, সর্ব্বত্রই ইঙ্গরেজের বাহুবলে ও যুদ্ধকৌশলে ভারতবাসী পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। অনেক ইঙ্গরেজ ইতিহাসলেখক অম্লানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মেকলে, 'লর্ডক্লাইব' শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থলে "কেহই সগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে—ক্লাইব ও তাঁহার ইঙ্গলণ্ডবাসীদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। "সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণের" ক্ষমতা বলেই যেন, ভারতসাম্রাজ্য অধিকৃত হইয়াছে। ক্লাইব তাঁহার ইঙ্গলণ্ডবাসীদিগের পরাক্রমেই যেন, পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদানত করিয়াছেন। সমুদয় ইঙ্গরেজ লেখকই যে, লর্ড মেকেলের ন্যায় ঐরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া স্বজাতির গৌরবপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা নহে। অনেক ইঙ্গরেজ

লেখক এ সম্বন্ধে বিশেষ উদারতা ও সমদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অধ্যাপক সীলি প্রধান। অধ্যাপক সীলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কেবল ইঙ্গরেজের ক্ষমতায় ভারতে ইঙ্গরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইঙ্গরেজ কোন অসাধারণ শক্তিরও পরিচয় দেন নাই। এস্থলে অধ্যাপক সীলির মত সমালোচিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ এখন ইঙ্গরেজের পদানত হইয়াছে, ইঙ্গরেজ এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে আপনাদের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইঙ্গরেজের বীরত্বে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ভারতের দেশের পর দেশ ইঙ্গরেজের হস্তগত হইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে অনেক বিষয় বিনষ্ট হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল ইঙ্গরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। হিমগিরির অত্যুচ্চ শিখর হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজের প্রতাপ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইঙ্গরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তি নহে। অদূরদর্শী ইঙ্গরেজ যতই গর্ব্বিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস, তাঁহাদিগকে কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা বলিয়া সম্মানিত করিবে না। ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের বিজেতা নহেন, কেবল ইঙ্গরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই, বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইঙ্গরেজের কোনও অধিকার নাই। ভারতবর্ষ আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে; ভারত-

বাসী, আপনারাই আপনাদিগকে ইঙ্গরেজের অধীন করিয়া তুলিয়াছে।

কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন করিলে উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বলা গিয়া থাকে। দুই রাজ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়া, সেই রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের অধিপতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত রাজ্যাধিপতি নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর নিকটে প্রকারান্তরে আপনার অধীনতা স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন হওয়াতে তাঁহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। ইহাই প্রকৃত দেশ-জয়। যখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ পারস্যরাজ্য জয় করেন, তখন মাকিদনের সৈন্যগণের সহিত পারস্যরাজ্যের সৈন্যদিগের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে পারস্যের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের সৈন্যদিগের নিকটে পরাজয় স্বীকার করে। পারস্যে মাকিদনের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। যখন পঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই যুদ্ধে শেষ আফগানদিগের পরাজয় হয়। আর্য্যাবর্ত্তের হিন্দু নরপতি আফগানদিগের অধিকৃত ভূখণ্ড জয় করেন। যখন নির্দ্দেশ করা যায় যে, ইঙ্গলণ্ড ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলণ্ডের মধ্যেও ঐরূপ কোন্ ঘটনা

উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ভারতবর্ষে ঐরূপ কোনও ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি দিল্লীর মোগল সম্রাট অথবা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের রাজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইঙ্গলণ্ডের সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ উপস্থিত হয় নাই, ইঙ্গলণ্ডের অধিবাসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করে নাই। ইঙ্গলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কেবল ইঙ্গলণ্ডের একদল ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগলসাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অরাজকতা দেখেন। এই অরাজকতা তাঁহাদিগকে আধিপত্যস্থাপনে প্রবর্ত্তিত করে। তাঁহারা ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, ছলে, বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ অধিকার করিতে থাকেন। ইহা প্রকৃত দেশ-জয় নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করাই অধিকতর সঙ্গত।

এই অরাজকতা ও বিপ্লবের সময়ে যদি ইঙ্গলণ্ডের বণিকগণ কেবল তাঁহাদের "সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের" বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয়, বলিতে পারা যাইত যে, ইঙ্গলণ্ডের পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ চিত্রও পাঠকের নেত্র-পথবর্ত্তী হয় না। ভারতবর্ষের দুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫,০০০ হাজার মাত্র ইঙ্গরেজ। এই সংখ্যা কেবল সিপাহিযুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। সিপাহিযুদ্ধের সময়ে ৪৫ হাজার

ইউরোপীয় সৈন্য ও ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য ছিল। ১৮০৮ অব্দে ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইঙ্গরেজ সৈন্য ও ১ লক্ষ ৩০ হাজার ভারতবর্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজ সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটিশ কোম্পানি যখন আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাত ভাগের এক ভাগমাত্র ইঙ্গরেজ সৈন্য ছিল। ইহার পূর্ব্বে কোম্পানি কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের সামরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অন্ধকূপহত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিত ১,৫০০ ভারতবর্ষীয় সৈন্য ও ৯০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির পদানত হয়, তাহাতে ২,১০০ জন ভারতবর্ষীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে ইঙ্গরেজেরা যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, যত প্রধান প্রধান যুদ্ধে তাঁহাদের বিজয়গৌরব বিকাশ পাইয়াছে, তৎসমুদয়েই একপঞ্চমাংশ মাত্র ইঙ্গরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগ ভারতবর্ষীয় সৈন্য। সুতরাং ইঙ্গরেজ ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়াছে. কেবল ইঙ্গরেজের পরাক্রমে ভারতবর্ষ বিজিত ইহয়াছে, ইহা বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ *।

* এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই একটি যুদ্ধের ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যসংখ্যা নির্দ্দেশ করা যাইতেছে—বক্সারের যুদ্ধে ইঙ্গরেজপক্ষে ৫,২৯৭ জন সিপাহি, ৯১৮ জন অশ্বারোহী ছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয় সৈন্য ৮৫৭ জনের বেশী ছিল না। দক্ষিণাপথে হাইদর আলির সহিত একটি যুদ্ধে

সমগ্র ভারতবর্ষ কখনও বিজাতি ও বিদেশীকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষে কখনও কেবল বিজাতি ও বিদেশীর পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। ভারতবর্ষ আপনাকেই আপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্ব্বতন গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। মুসলমানেরা ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদেব রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন,

ইঙ্গরেজপক্ষে ১,৪০০ ইউরোপীয় পদাতিক ও ৩০ জন ইউরোপীয় অশ্বারোহী ছিল। কিন্তু এ দিকে ৯,০০০ সিপাহি ও ১,৫০০ এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ইঙ্গরেজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। Thornton, British Empire in India, vol. 1. pp. 459, 549,

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইঙ্গরেজদিগকে পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই সময়ে কোন কোন যুদ্ধে প্রধানতঃ সিপাহিরাই ইঙ্গরেজের হস্তে বিজয়-শ্রী সমর্পণ করে। সীতাবল্‌দি পাহাড়ের নিকটে নাগপুরের অধিপতি আপাসাহেরের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইঙ্গরেজপক্ষের কোন ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। ১,৩০০ সিপহি ও ৩ দল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ৬ ঘটাকাল ইঙ্গরেজপক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিজয়ী হইয়াছিল। সীতাবল্‌দি পাহাড় সিপাহিদিগের বীরত্ব গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ রহিয়াছে। ইতিহাসপ্রিয় ভ্রমণকারী মাত্রেই নাগপুরে আসিলে এই পাহাড়ে গিয়া প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র দর্শন করেন।

সেতারার নিকটে ভীমানদীর নিকটবর্ত্তী কুড়ীগাঁওর যুদ্ধের পর পুনার প্রসিদ্ধ পেশবা বাজীরাওর অধঃপতন হয়। এ যুদ্ধে ৮০০ সিপাহি ইঙ্গরেজ-পক্ষে ছিল। পক্ষান্তরে ১০ জন ইঙ্গরেজ অফিসর ও ২৪ জন মাত্র ইঙ্গরেজ কামানরক্ষক সৈন্য ছিল। এইরূপে ভারতের প্রায় সকল যুদ্ধেই ইঙ্গরেজ-পক্ষে ভারতীয় সৈন্যের আধিক্য দেখা যায়।—Wheeler, India under British Rule, pp. 117, 118.

আর ইঙ্গরেজেরাও ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও সুরক্ষিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক সুবিধা হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহারা রণনিপুণ বীর পুরুষ হইয়া উঠিবে, এ ধারণা প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের মনে উদিত হয় নাই। সুতরাং ইঙ্গরেজেরা কখনও ইহা বলিয়াও গর্ব্ব করিতে পারেন না যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে সিপাহিসৈন্য সৃষ্টি করিয়া, আপনাদের অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। আপনাদের অভীষ্টকার্য্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত। ফরাসী গবর্ণর ডুপ্লে প্রথমে বুঝিতে পারেন যে, মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষের উপর একটি ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সংগঠিত হইতে পারে। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতায় ও উদ্ভাবনীশক্তির প্রভাবে যখন এই ধারণার আবির্ভাব হয়, তখন ইঙ্গরেজ কোম্পানির সুযোগ্য কর্ম্মচারীরা কেবল ক্রয়-বিক্রয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ডুপ্লে কেবল ঐরূপ ভাবিয়াই নিরস্ত থাকেন নাই, কি উপায়ে ঐ বৃহৎ ব্যাপ্যার সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষীয়গণ ইউরোপীয় সেনাপতির অধীনে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে উৎকৃষ্ট সৈনিক পুরুষ হইতে পারে। নেপোলিয়নের ন্যায় সেনাপতিগণও ঐ সৈনিকদলের অধ্যক্ষ হইলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে পারেন। অধিকন্তু তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে, প্রথমে ইউরোপীয়দিগকে, ভারতের নবাবদিগের সংশ্রবে থাকিয়া,

তাঁহাদের নামে রাজনীতির পরিচালনা করিতে হইবে। ইঙ্গরেজেরা শেষে যে উপায় অবলম্বন করিয়া ভারতে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই উপায় প্রথমে এই মনস্বী ও উদ্ভাবনী-শক্তি-সম্পন্ন ফরাসীরাজপুরুষ আবিষ্কার করেন। ইঙ্গরেজেরা ডুপ্লের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্ত অনুসারেই ভারতবর্ষীয়দিগকে আপনাদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৪৮ অব্দে দক্ষিণাপথে ইঙ্গরেজদিগের সিপাহিসৈন্য সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়।

ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইঙ্গরেজদিগের প্রধান সহায়। ইহাদের রণনৈপুণ্য, ইহাদের প্রভুভক্তি ও ইহাদের চরিত্র সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না। একজন সদাশয় পুরুষ একদা ভারতের গবর্ণর জেনেরলের নিকট ভারতীয় সিপাহিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমাদের প্রতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহারা ও তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে—যে সময়ে আমাদের শাসন বিধ্বস্তপ্রায় বোধ হইয়াছিল—আমাদের পরাজয় সুসাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষদলের উৎকোচ গ্রহণের বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়াছে। তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের প্রাচীন অধিস্বামীদিগের বিরুদ্ধে, তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে।" বস্তুত ব্রিটিশ সেনার সহিত ভারতীয় সেনার

তুলনা হইতে পারে না। নানা কারণে ও নানাবিষয়ে উভয়ে উভয় হইতে বহুদূরে অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর—দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মানুশাসনে সর্ব্বতোভাবে বিদেশীর ভৃত্যত্ব করে, অন্যজন তাহার স্বদেশী লোকের ও স্বদেশের কার্য্য সাধনের জন্য নিয়োজিত থাকে; একজন অনেক সময়ে তাহার স্বজাতির, স্বধর্ম্মের ও স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে দাণ্ডায়মান হয়, অন্যজন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ধর্ম্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভুভক্তি প্রভুদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও প্রভুর সদাচারণে পরিবর্দ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির সহিত পরিপুষ্ট হয়, এবং অপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্ব্বদা তাহাদের প্রভুর অনুগত ও তাহাদের প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে প্রভুভক্তি ক্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশীয় সৈন্যের কর্ত্তব্যনিষ্ঠাকেও অধঃকৃত করিয়া থাকে। বহুবিধ কষ্ট অথবা অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন হইলেও সিপাহি কখনও কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখ হয় না। বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সিপাহি সর্ব্ব-প্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমীহিত সাধনে উদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন অনিচ্ছা তাহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। ভিন্ন ধর্ম্মের, ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহারপদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে থাকিয়া, সিপাহি সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসাহসহকারে আপনার কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইয়া থাকে। সে অসন্দিগ্ধভাবে এই ভিন্নদেশীয় অধিনায়কের

প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার সহিত প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হয় এবং অম্লানভাবে তাঁহার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া থাকে। কিছুতেই তাহার সাধনা প্রতিহত হয় না এবং কিছুতেই তাহার সহিষ্ণুতা অবনত হইয়া পড়ে না। সে বিপত্তিসময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াও আপনার যৎ সামান্য খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সহকারী ব্রিটিশ সেনার তৃপ্তিসাধনে অগ্রসর হয়। ইউরোপীয় সৈন্য যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হয়, সিপাহি সে স্থানেও অবাধে ও অসঙ্কোচে উপনীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপিত করে। সে, যুদ্ধের সময়ে আপনার বহু পরিশ্রমলভ্য যৎসামান্য বেতনের অংশ দিয়া ইঙ্গরেজের সাহায্য করিয়া থাকে। পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে তাহার পবিত্র বিশ্বাস ও পবিত্র প্রভুভক্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহার একপ্রাণতা, তাহার মহত্ত্ব, তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে। হিমালয়ের শৃঙ্গপাতেও তাহার গৌরব-স্তম্ভ বিচূর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, ভারতমহাসাগরের সমগ্র বারিতেও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত বা বিধৌত হইবে না।

এই প্রভুভক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। এই প্রভুভক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী ও বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ সমর্পণ করিতে কেন এত যত্ন করিয়াছে, আত্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছল্য দেখাইয়া বিদেশী ও বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরূপ স্বার্থ-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নির্ণয় করা

দুঃসাধ্য নহে। ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা সাহসে ও বীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। যখন মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতবর্ষ অক্রমণ করেন, তখন গ্রীকেরা ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন। "এশিয়ার আরবেরা একটি প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী জাতি। স্বল্পকালে ইহাদের বিজয়পতাকা মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরস্ক ও কাবুলে উড্‌ডীন হয়। কিন্তু আরবগণ একশত বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও ভারত-বর্ষজয়ে সমর্থ হয় নাই। কাসেম সিন্ধুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই উহা আবার স্বাতন্ত্র্য অব-লম্বন করে। যাঁহারা প্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারা পাঠান। পাঠানেরা আরবদিগের ন্যায় প্রতাপশালী বা সমৃদ্ধিশালী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয় *।" পৃথ্বীরাজের পরে আর কোন ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার কারণ স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তায় অনাস্থা বা জাতীয় জীবনের অবনতি। ধর্ম্মবিপ্লবে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তা-শীলতা প্রযুক্ত ক্রমে তাঁহাদের বাহ্যসুখে অনাস্থা জন্মে। এই অনাস্থা হইতেই নিশ্চেষ্টতা ও ঔদাসীন্যের সূত্রপাত হয়। রাজা স্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাঁহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেন। মুসলমানের

* প্রবন্ধপুস্তক হইতে গৃহীত।

রাজত্বসময়ে কেবল এক রাজপুতনা ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার গৌরব দেখাইতে পারে নাই।

যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার অবিচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব ও হতবীর হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনার সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বহুবিধ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য সহিয়া বিজেতার পদানত হয় নাই এবং বিজেতার সহিত মিশিয়া আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের (ওক্‌বৃক্ষের) সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিত (ড্রুইড্) গণের প্রাধান্য, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেক বার আপনাদেরই ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচার ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের অনেক রাজ্য পরহস্তগত হইয়াছে, অনেক

বীর অনন্ত কালসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে, মিবার আপনার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেয় নাই। এই বীরভূমি দীর্ঘকাল প্রবল তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াছে, তথাপি আপনার বিমুক্তির জন্য আত্মসম্মান বিনষ্ট করে নাই। মিবারের বীরপুরুষ ঘোরতর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে, স্বতন্ত্রতারক্ষায় ঔদাসীন্য দেখায় নাই। মিবারের বীররমণী সংগ্রামস্থলে দেহত্যাগ করিয়াছেন, বিজেতার পদানত হন নাই। মিবারের বীর বালক জন্মভূমির জন্য পবিত্র রণস্থলে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেয় নাই। ব্রিটিশ ভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্যগৌরব আজ পর্য্যন্ত মিবারের ইতিহাস অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে।

স্বাতন্ত্র্যে অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা যখন মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনৈক্য বা সাম্প্রদায়িক ভাব দেখা যায় নাই। তাঁহারা তখন একতাসম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত ও ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহার পরে ক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলের সৃষ্টি হইল। প্রতি মণ্ডলে

ভিন্ন জাতির, ভিন্ন ব্যবহারপদ্ধতির, ভিন্ন ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল; ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন না। কোন সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে পরিণত হইল না, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতি-প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের গৌরব দেখা গেল না। জাতি-প্রতিষ্ঠাভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও বীরত্বে চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয়গণ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আবার মুসলমানেরা যখন সিন্ধুনদ পার হইয়া পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভারতবর্ষে আইসে, ভারতবর্ষীয়েরা যখন মুসলমানের অনু-গত বা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী হয়, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইতে থাকে। ভারতের সৌভাগ্যক্রমে এই অনৈক্যের মধ্যেও একবার জাতিপ্রতিষ্ঠার অভ্যুদয় দেখা গিয়াছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী আপনার মহামন্ত্রবলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই মহাজাতির পরাক্রমে বিজয়ী মুসলমান পরাধীন হিন্দুর পদানত হইয়াছিল। কিন্তু শিবজীর মৃত্যুর পরে এই মহাজাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে। যখন মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ডরাজ্য গুলি যখন স্বপ্রধান হইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িক ভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। তখন ভারতে জাতিপ্রতিষ্ঠার কোনও চিহ্ন ছিল না, জাতীয় জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা যাইত না। তখন একপ্রাণতা ও সমবেদনা, সমস্তই অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। দীর্ঘ-কাল বিদেশী ও বিজাতির শাসনে থাকাতে ভারতবর্ষীয়গণের

মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল না। তখন দিগ্‌বিজয়ী মরহাট্টারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরে প্রতাপশালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতানা ক্রমে গৌরবশূন্য হইয়াছিল। বীর্য্যবন্ত রাজপুতেরা অনৈক্যদোষে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয়দারাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার সুবাদার স্বপ্রধান হইয়াছিলেন। তদানীন্তন মোগল সম্রাট্ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যে আপনাদের প্রাধান্যবিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপ সাহায্যদানে অসম্মত হয় নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশীর শাসনে ছিল, এখন অরাজকতা হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় তাহারা অভিনব বিদেশী প্রভুর আনুগত্য স্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইঙ্গরেজেরা দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের এইরূপ কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের সাহায্যগ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশী জাতির আনুগত্য, তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে নূতন ছিল না। তাহারা পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাসনাধীন ছিল। ইতালি ও জর্ম্মণি সহজে নেপোলিয়নের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালি তখন সে ইতালি, বা জর্ম্মণি সে জর্ম্মণি ছিল না। ইতালীয় ও জর্ম্মানগণ তখন জাতীয়ভাব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাজ্যের অধঃপতনসময়েও ভারতবর্ষ পৃথ্বীরাজ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর ভারতবর্ষ ছিল না। সুতরাং

ইঙ্গরেজ বণিকদিগের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতবর্ষীয়েরা চারিদিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকতা দেখিয়া আহ্লাদসহকারে বৃটিশ কোম্পানির সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল, এবং কার্য্যপারদর্শিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকারবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসী ইঙ্গরেজের পক্ষ হইয়া আপনাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে সুতরাং তাহারা স্বদেশদ্রোহী। তাহারা দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া অবলীলায়, অসঙ্কোচে একদল বিদেশী বণিককে আপনাদের অধিপতি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ছিল না। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পাঁচ জাতির, চারি পাঁচ ভাষার লোক, পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপসিংহ বা দ্বিতীয় শিবজীর আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপান্তর পরিগ্রহ করিত। মহারাজ রণজিৎসিংহ দ্বিতীয় শিবজীরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাব মোগলসাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতনসময়ে হয় নাই। বৃটিশ কোম্পানি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া আপনাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আর ভারতবর্ষীয়গণ এক অধীনতাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া আর এক অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইবার জন্য তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে বা ইঙ্গরেজের কর-ধৃত অসির ক্ষমতায় ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। ইঙ্গরেজ

যদি ভারতবাসীকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিতেন, তাহা হইলে ভারতবাসী ইঙ্গরেজশাসনের প্রতিকূলাচরণে ব্যাপৃত থাকিত, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এ দৃশ্যের বিকাশ দেখা যায় নাই। ভারতবাসী ইঙ্গরেজশাসনের অনুকূলতাই করিয়া আসিতেছে। ইঙ্গরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য প্রধানতঃ এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীদিগের সহিষ্ণুতা ও অনুকূলতার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

এইরূপে ভারতে ব্রিটিশাধিকারের সূত্রপাত হয়, ব্রিটিশ কোম্পানি এইরূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলেরা দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও ভারত-সাম্রাজ্য একীভূত করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা একশত বৎসরের মধ্যেই উহাতে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই একীকরণ লর্ড ডালহৌসীর শাসনসময়ে হয়। ডালহৌসীর অদ্ভুত রাজনীতির বলে পঞ্জাব, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় সংযোজিত হয়। এই সকল পররাষ্ট্রগ্রহণেই ব্রিটিশ অধিকার প্রসারিত হয়। পররাষ্ট্রগ্রহণপ্রথা ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের পর হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। লর্ড ডালহৌসীর পূর্ব্বে ভারতের কতিপয় গবর্ণর জেনেরলও এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার উদাহরণ স্থলে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককর্ত্তৃক কূর্গরাজ্যগ্রহণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেণ্টিঙ্কের সময়ে কূর্গ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী মহীশূরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের শরণাগত হয়। কূর্গরাজ এই অপরাধীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে রেসিডেণ্টকে পত্র

লিখেন। ইহাতে রেসিডেণ্টের সহিত কূর্গাধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনোবাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কূর্গরাজ পরাজিত হন। তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়। কূর্গের পূর্ব্বাধিকারিগণ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে দশ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাকা পাইবার জন্য চৌদ্দ বৎসর বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থমনোরথ হইয়া পদচ্যুত কূর্গরাজ বিলাতে যাত্রা করেন। বিলাতে যাইবার তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্য ছিল। একটি তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী দুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্তকরণ, অপরটি তাঁহার ঐ দশলক্ষ টাকার প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি বিশেষরূপে ফললাভ করিলেন; ইঙ্গলণ্ডের অধীশ্বরী কূর্গরাজ-দুহিতার ধর্ম্মমাতা হইলেন। কিন্তু অপরটিতে তাঁহার কিছুই ফললাভ হইল না। ডিরেক্‌টরগণ বলিলেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার প্রাপ্য দশলক্ষ টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং এবিষয়ে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কূর্গরাজ কাতরভাবে তাঁহার বিষয় পুনর্ব্বিচার করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ডিরেক্‌টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন তিনি শীঘ্র বারাণসীতে ফিরিয়া না গেলে তাঁহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে। কূর্গরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ভগ্নহৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। বেণ্টিঙ্কের সময়েও পররাজ্যগ্রহণ-নীতির এইরূপ বলবতী যথেচ্ছাচারিতা। যিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন, ইঙ্গরেজী শিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্রিটিশ শাসনের গৌরব বর্দ্ধিত

করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে যাঁহার নাম গৌরবের সহিত অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার সময়েও এইরূপ প্রবলবতী স্বার্থপরতা। লর্ড ডালহৌসীর সময়ে পররাষ্ট্রগ্রহণের পূর্ণতা সাধিত হয়। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, লর্ড ডালহৌসী যতগুলি রাজ্য গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত করিয়াছেন, তাহার একটিতেও সুরাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ডালহৌসী প্রথমে বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, উত্তরাধিকারীর ভাব দেখাইয়া সেতারা, ঝাঁসি ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলেন, সর্ব্বশেষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন করেন *।

ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, অনেক বিষয়ে উহার আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ভারতবাসী-দিগের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া, দেশের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। এ সকল বিষয়ে ভারতবাসী ইঙ্গরেজের মহদুপকার কখনও ভুলিতে পারিবে না। কিন্তু সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ইঙ্গরেজ ভারতশাসনে সমদর্শিতা ও উদারতার সম্মান রাখিতে পারেন না। ভারতে ইঙ্গরেজের রাজনীতি, শ্রেণীভেদে, বর্ণভেদে এখনও সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রথমে মুসলমানেরা প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষমতায় ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুরাজগণ, আপনাদের রত্নভূমি অবলীলায় মুসলমানের হস্তে সমর্পণ করেন নাই। দৃষদ্বতীর তীরে পাঠানেরা

* এই সকল রাজ্যগ্রহণের সবিস্তর বিবরণ মৎপ্রণীত সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রথম ভাগে আছে।

জয়ী হইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলে নির্ব্বিবাদে রাজত্বসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই,তথাপি ঘোর যথেচ্ছাচারী মুসলমানদিগের অবলম্বিত নীতি সমদর্শিতার সম্মান রাখিত। গেয়াসউদ্দীন যদিও হিন্দুদিগকে প্রধান রাজকীয় পদ সমর্পণ করেন নাই, তথাপি তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে হিন্দুদের হস্তে প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার ছিল। প্রথম মোগল সম্রাট বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণমানসে পঞ্জাবে উপনীত হন, তখন হিন্দুগণ তাঁহার সাহায্য করেন নাই। কিন্তু এই মোগলের বংশধরদিগের রাজ্যে হিন্দুদিগের অসীম প্রতিপত্তি ও অসীম ক্ষমতা ছিল, মোগলেরা সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয় ছিলেন। ভারতবর্ষীয় হইয়া তাঁহারা ভারতবর্ষীয়দিগের পরামর্শ অনুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা তোডরমল আকবরের প্রধান রাজস্বমন্ত্রী এবং রাজা বীরবল ও মানসিংহ প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা রঘুনাথ আওরঙ্গজেবের মন্ত্রিত্ব এবং জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ সেনাপতিত্ব করিতেন। রাজা রতনচাঁদ সম্রাট ফররোক্ শেরের প্রধান মন্ত্রীর কাজ চালাইতেন। বিক্রমজিৎ ও রাজা ভীম, সম্রাট শাহজঁহার প্রধান সেনাপতি ও প্রধান সহায় ছিলেন। ইঙ্গরেজের বর্ণিত ঘোরতর অত্যাচারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বেও আমরা এই সমদর্শিতার পরিচয় পাই। তখন বাঙ্গালী সেনাপতি, বাঙ্গালী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা এবং বাঙ্গালী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এখন ইঙ্গরেজের অধিকারে এ সম্মোহন দৃশ্য অন্তর্হিত হইয়াছে। বীরবর, তোডরমল প্রভৃতির বিবরণ এখন কেবল ইতিহাসের কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া লোকের পূর্ব্বস্মৃতিতে বিরাজ করিতেছে। আর হত-

ভাগ্য বাঙ্গালী? সিরাজের সময়ে যাহারা রাজ্য শাসনের অস্থিমজ্জাস্বরূপ ছিল, ইঙ্গরেজাধিকারে তাহাদের কি দশা ঘটিয়াছে? বাঙ্গালী আজ ইঙ্গরেজরাজের মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশের অনধিকারী। রাজপুরুষের অনুমতি ব্যতীত এক খানি সামান্য অস্ত্র ব্যবহার করিতে আজ বাঙ্গালীর কোনও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা শ্বেতপুরুষকে বাঙ্গালার স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণই আজ এইরূপ ক্ষমতাশূন্য ও অধিকারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবরের উদার রাজনীতির গুণে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য বদ্ধমূল ও সম্প্রসারিত হয়, সাম্রাজ্যের এই সম্প্রসারণে বিজিত হিন্দুরাই বিজেতা মোগলের প্রধান সহায় ছিলেন। শেষে আওরঙ্গজেব এই উদারতা ও সমদর্শিতার মূলে আঘাত করিয়াই আপনার বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করেন।

আওরঙ্গজেব বৃদ্ধ পিতাকে কারারোধ করিয়া, ভ্রাতাদিগকে নিহত করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু রাজদণ্ড গ্রহণের পর তিনি সুনিয়মে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকালেই প্রজাদিগের জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়া উঠেন। যখন সম্রাট্ শাহজঁহা সুরম্য দেওয়ানী খাসে জগতে অতুলনীয় সুদৃশ্য ময়ূরাসনে উপবিষ্ট হইয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তখন আওরঙ্গজেব প্রায়ই তাঁহার নিকটে বসিয়া অনেক জটিল বিষয়ে আপনার সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয় দিতেন। এই সময়ে আওরঙ্গজেবের বয়স দ্বাদশ বৎসর। দ্বাদশবর্ষীয় বালক এক সময়ে রাজকার্য্যে যে অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম

বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিবার পরে তাহার পূর্ণবিকাশ হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব পাপের গতি নিরোধ করিতে অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন। তিনি প্রতিদিন বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক লোকের সাহায্যে বিচার করিতেন। তাঁহার আদেশে কাবুল হইতে আওরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত, গুজরাট হইতে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত, রাজপথের পার্শ্বে পথিকদের সুবিধার জন্য পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পথিকেরা এই স্থানে রাজকীয় ব্যয়ে কাষ্ঠ, পাকপাত্র, চাউল ও অন্যান্য দ্রব্য পাইত। পূর্ব্বতন সম্রাটেরা রাজপথের পার্শ্বে যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তৎসমুদয়ের জীর্ণসংস্কার করেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীপারের জন্য সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং বৃহৎ নদী পার হইবার নিমিত্ত নৌকার বন্দোবস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপকদিগের বেতন রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইতে থাকে। সম্রাট নানা স্থান হইতে নানা বিষয়ের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালোচনার সুবিধা করিয়া দেন। তিনি স্বয়ং সুলেখক ছিলেন, তাঁহার লিখিত লিপি সকল লালিত্য ও মাধুর্য্যগুণে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগের লিখিত লিপি নিজেই সংশোধন করিয়া দিতেন। তাঁহার সময়ে মোগল সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। সুদূর দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে। রাজপুতশ্রেষ্ঠ জয়সিংহ ও যশোবন্ত সিংহ তাঁহার প্রাধান্য ও ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখি-

বার জন্য যত্নশীল হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে দক্ষিণাপথে বিশাল সৈন্যসাগরের আবির্ভাব হয়। ভারতের মুসলমান-রাজত্বে আর কখনও এরূপ দৃশ্যের বিকাশ হয় নাই। এরূপ বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি, এরূপ ধনসম্পত্তির অধিস্বামী ও এরূপ সৈন্যবলের অধিকারী হইলেও আওরঙ্গজেব মোগলের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নানাগুণে অলঙ্কৃত হইলেও সমদর্শী বা উদারপ্রকৃতি ছিলেন না। সমদর্শিতা ও উদারতার বলে যে, সাম্রাজ্য দৃঢ়তর হয়, তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার রাজ্যে সকল শ্রেণীর প্রজারা নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে নাই। তিনি অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে অনুচিত সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়া, আপনার বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য, আপনিই বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলেন। আকবর যে জিজিয়া কর রহিত করিয়া, হিন্দুদিগের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে বিরক্ত করেন। মিবারের রাজধর্ম্মবিৎ, রাজন্যশ্রেষ্ঠ রাণা রাজ-সিংহ তাঁহাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিলেও তিনি সেই পরামর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। রাজসিংহ জিজিয়া কর গ্রহণের বিরুদ্ধে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবকে যে পত্র লিখেন, তাহার ভাব এস্থলে প্রকাশ করিতেছি :—

"সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের মহিমা প্রশংসিত হউক। সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় গৌরবান্বিত আপনার বাদান্যতা প্রশংসিত হইতে থাকুক। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী আমি, যদিও এখন আপনার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, তথাপি সমুচিত রাজভক্তির নিদর্শন দেখাইতে আমার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। এই হিন্দু-

স্থানের রাজা, রায় ও সম্ভ্রান্তগণের, ইরাণ তুরাণ, শাণ ও রুমপ্রভৃতি জনপদের ভূপতিগণের, এবং স্থলপথ ও জলপথ যাত্রিগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উপকারসাধনে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি। এ বিষয়ে বোধ হয়, আপনার কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য আমি আমার পূর্ব্বকৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া এবং আপনার শীলতা ও সৌজন্যের উপর নির্ভর করিয়া সাধারণের স্বার্থ-সংসৃষ্ট একটি গুরুতর বিষয় উত্থাপন করিতেছি। আমার আশা আছে, আপনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

"আমি অবগত হইয়াছি যে, আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আপনি বহু অর্থ অপব্যয় করিয়াছেন এবং আপনার শূন্য ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য একটি বিশেষ কর সংগ্রহ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

"আপনার স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষ মহম্মদ জালালউদ্দীন আকবর সমদর্শিতা ও দৃঢ়তার সহিত বায়ান্ন বৎসর কাল এই সাম্রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তাঁহার রাজত্বে সকল জাতির লোকই সুখস্বচ্ছন্দে ছিল। ঈশা, মূসা বা মহম্মদের শিষ্যই হউক, ব্রাহ্মণ বা হিন্দু জাতির ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকই হউক, তিনি সকলের প্রতিই অনুগ্রহ ও শীলতা প্রদর্শন করিতেন। এইরূপ সমদর্শিতার জন্য, তাঁহার প্রজাগণ কৃতজ্ঞতার আবেশে তাঁহাকে জগদ্‌গুরু বলিয়া অভিহিত করিত।

"স্বর্গীয় নুরউদ্দীন জাহাঁগীর বাইশ বৎসর যথানিয়মে প্রজাপালন করিয়াছেন। মিত্ররাজগণের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রদর্শন করাতে তিনি সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতেন।

"মহিমান্বিত শাহজহাঁ বত্রিশ বৎসর শাসন-দণ্ড পরিচালনা

করিয়া, দয়া ও ধর্ম্মের গৌরবযুক্ত পুরস্কার—অক্ষয় সুখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন।

"আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণের লোক-হিতকর কার্য্য এইরূপ। তাঁহারা এইরূপ মহৎ ও উদার নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, যেখানে পদার্পণ করিতেন, সেই খানেই বিজয়লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যশ্রী তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইত। তাঁহারা অনেক দেশ ও অনেক দুর্গ আপনাদের অধীন করিয়াছেন। কিন্তু আপনার রাজত্বে অনেক জনপদ সাম্রাজ্য হইতে স্খলিত হইয়াছে। এখন অত্যাচার ও অবিচারস্রোত অপ্রতিহতবেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আরও অনেক স্থান ঐরূপে হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। আপনার প্রজাগণ পদদলিত হইতেছে, আপনার সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশ দুঃখদারিদ্র্যে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। যখন রাজ্যাধিপতি অর্থশূন্য হন, তখন সম্ভ্রান্ত লোকের অবস্থা আর কি হইতে পারে? সৈন্যগণ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, বণিকেরা নানারূপ অভিযোগ করিতেছে, হিন্দুগণ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে এবং জনসাধারণ রাত্রিকালের আহারের সংস্থান করিতে না পারিয়া, ক্রোধে ও নিরাশায় উন্মত্ত হইয়া, সমস্ত দিন শিরে করাঘাত করিতেছে।

"যে রাজ্যাধিপতি এরূপ দরিদ্র জনসাধারণকে গুরুতর করভারে নিপীড়িত করিবার জন্য আপনার ক্ষমতা বিনিয়োগ করেন, তাঁহার মহত্ত্ব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? এই দুর্দ্দশার সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর বিদ্বেষী হইয়া, ব্রাহ্মণ ও যোগী, বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন।

সুপ্রসিদ্ধ তৈমূরবংশের গৌরবের প্রতি অনাদর দেখাইয়া, তিনি এইরূপে নির্জ্জন-স্থানবাসী নিরপরাধ তপস্বীদিগের উপর আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি, যে কোন স্বর্গীয় গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, ঈশ্বর সমস্ত মানব জাতিরই ঈশ্বর; তিনি কেবল মুসলমানদিগের ঈশ্বর নহেন। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ই তাঁহার সমক্ষে তুল্য। বর্ণভেদ কেবল তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি মাত্র। তিনিই সকলের অস্তিত্বের আদি কারণ। আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরে তাঁহার নামেই স্তোত্র উচ্চারিত হয়। দেবালয়ে ঘণ্টা-ধ্বনিকালে তিনিই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। অপরাপর লোকের ধর্ম্ম ও অত্যাচারের অবমাননা করা, আর সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছার বহির্ভূত কাজ করা, উভয়ই সমান। যখন আমরা কোন চিত্র বিকৃত করি, তখন চিত্রকর স্বভাবতই আমাদের উপর জাতক্রোধ হইয়া থাকে। এইজন্য কবি যথার্থই কহিয়াছেন যে, বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া, স্বর্গীয় শক্তির নানাবিধ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত নহে।

"আপনি হিন্দুদিগের নিকট যে কর চাহিতেছেন, তাহা ন্যায়পরতার বহির্ভূত। উহা সাধু রাজনীতিরও অনুমোদিত নহে। উহাতে দেশ অধিকতর দরিদ্র হইবে। অধিকন্তু উহা হিন্দুস্থানের প্রচলিত নিয়মের একান্ত বিরোধী। কিন্তু যদি আপনার ধর্ম্মান্ধতা আপনাকে ঐ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা হইলে ন্যায়পরতার নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের প্রধান রামসিংহের নিকটে অগ্রে ঐ কর প্রার্থনা করা উচিত। পরে আপনার এই শুভাকাঙ্ক্ষীকে কর দিতে আদেশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু

পিপীলিকা ও মক্ষিকাদিগকে নিপীড়িত করা প্রকৃত বীরত্ব ও প্রকৃত মহানুভাবকত্বের লক্ষণ নহে। আপনার অমাত্যগণ যে, ন্যায়পরতা ও সম্মানের সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য আপনাকে সদুপদেশ দিতে উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিতেছে।"

রাণা রাজসিংহের পত্রে এইরূপ শীলতা অথচ এইরূপ অভিমান ও এইরূপ সাহস পরিস্ফুট হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ভূপতি এইরূপ নম্রতা, এইরূপ তেজস্বিতা ও এইরূপ স্পষ্টবাদিতার সহিত দিল্লীর সম্রাটকে অপকর্ম্মে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজনীতির উচ্চতায়, ভাবের গভীরতায়, উদারতার মহিমায় ও প্রকৃত বীরত্বের অপূর্ণমাদকতায়, ঐ পত্র পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের, যে কোন সময়ের রাজনীতিজ্ঞের নিকটে সমুচিত সম্মান পাইতে পারে। ঐ পত্রের প্রতি অক্ষরে হিন্দু আর্য্যের প্রকৃত হিন্দুত্ব পরিস্ফুট হইতেছে, এবং হিন্দু রাজার প্রকৃত রাজধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু আওরঙ্গজেব ঐ পত্রানুসারে কার্য্য না করিয়া আপনার দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয় দেন। এইরূপ নানা দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্তই তাঁহার সাম্রাজ্যের বলক্ষয় হয়। তাঁহার দক্ষিণাপথস্থ বিশাল সৈন্য সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং তাঁহার জীবন নিজের অকার্য্যজনিত নানা দুশ্চিন্তায় ও বার্দ্ধক্যজনিত অবসন্নতায় আওরঙ্গাবাদের নির্জ্জন গৃহে কালের অনন্ত সাগরে নিমজ্জিত হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ভারতের এই পরিবর্ত্তনের যুগে সুসভ্য ব্রিটিশশাসনেও সময়ে সময়ে তাহার আভাস দেখা যাইতেছে। ইঙ্গরেজ যাহাদের

সাহায্যে ভারতে আপনাদের সাম্রাজ্যবিস্তারে সক্ষম হইয়াছেন, প্রধানতঃ যাহাদের সহিষ্ণুতায় ইঙ্গরেজের প্রাচ্য সাম্রাজ্য সুরক্ষিত রহিয়াছে, তাহারাই এখন সময়ে সময়ে ইঙ্গরেজের নিকটে উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়। তাহাদের স্বত্ব, তাহাদের অধিকারের প্রতি সময়ে সময়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আওরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণতা-মূলক রাজনীতিতে ভারতে যে দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজরাজত্বে যে, তাহার পুনরাবির্ভাব হইবে, এ কথা কেহই বলে না। ভারতবাসী রাজভক্ত; ইঙ্গরেজ-রাজত্বে তাহাদের অনেক উপকার হইয়াছে বলিয়া তাহারা ইঙ্গরেজরাজের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাহারা ইঙ্গরেজরাজত্বের উচ্ছেদ কামনা করে না। ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে তাহাদের কোনরূপ ক্ষমতা ও ইচ্ছা নাই। তাহারা নিরাপদে, নির্ব্বিবাদে ব্রিটিশ অধিকারে বাস করিতে ভাল বাসে। শান্তির এই সুখময় রাজ্যের বহির্ভূত হইতে তাহাদের কখনও আগ্রহ জন্মে না। কিন্তু তাহারা ন্যায়ানুগত স্বত্বের প্রার্থী। ইঙ্গরেজ ভারতে যে শিক্ষার বীজ নিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে এখন একটি সতেজ বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মহাবৃক্ষের সুদূরবিস্তৃত ছায়ায় সমবেত হইয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন এবং পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একতার বন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছেন। এই রমণীয় চিত্র পূর্ব্বে কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় নাই। ইঙ্গরেজের প্রসাদে, ইঙ্গরেজী শিক্ষার গুণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একতা জন্মিতেছে, মুসলমানরাজত্বে তাহার

আবির্ভাব দেখা যায় নাই। আশা আছে, সমগ্র ভারতবাসী এক সময়ে এই একতার বলে বলীয়ান হইয়া ইঙ্গরেজরাজের সমক্ষে আপনাদের ন্যায়ানুগত স্বত্বরক্ষায় সমর্থ হইবে, এবং শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিয়া, শৃঙ্খলা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, আপনাদের কৃতকার্য্যতায় আপনারাই গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। মহারাণীর ঘোষণাপত্র চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবে না। সরলহৃদয় লর্ড রিপন যাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী কোন উদারহৃদয় ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি হয়ত এক সময়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তুলিবেন। ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণসময়ে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন, "আমার প্রজারা, যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চরিত্রতাবলে গবর্ণমেণ্টের অধীনে যে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনাপক্ষপাতে সেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।" এই মহাবাক্য এক সময়ে সর্ব্বাংশে সার্থক হইবে। যদি ন্যায়ের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, সাধুতার রাজ্য অটল রহে, নিরপেক্ষতার শাসন সন্তাড়িত, নিষ্পেষিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া না যায়, তাহা হইলে রাজসিংহ ও জয়সিংহের লীলাভূমিতে, আবুলফজল ও তোড়লমল্লের আবির্ভাব-ক্ষেত্রে এই পরাধীন, পরপীড়িত, ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভূখণ্ডে এক সময়ে ব্রিটিশশাসনের অমৃতময় ফলের বিকাশ দেখা যাইবে এবং ব্রিটেনিয়ার অনন্ত অক্ষয় কীর্ত্তি-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

ভারতে ইঙ্গরেজরাজত্ব।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতবর্ষ কেবল ইঙ্গরেজের বাহুবলে অধিকৃত হয় নাই। ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় বিজেতা বলিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ প্রধানত ভারতবাসীর সাহায্যে ইঙ্গরেজের অধিকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক সীলির মতানুসারে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতের ইঙ্গরেজ-রাজত্ব অলোকসাধারণ বা অপূর্ব্ব ঘটনার মধ্যে পরিগণিত নহে।

অনেকে বলেন, ইঙ্গরেজ আপনাদের অনন্ত মহিমাময় ক্ষমতায় ও অপূর্ব্ব যাদু বিদ্যাবলে প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। চন্দ্র গুপ্ত বা অশোক, শিবজী বা রণজিৎ সিংহ যে সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, ইঙ্গরেজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহাতে ফললাভ করিয়াছেন; চাণক্যের কূট মন্ত্রণায় যাহা সম্পন্ন হয় নাই, ইঙ্গরেজের রাজনীতিজ্ঞতায় তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। ইঙ্গরেজ বণিকবেশে ভারতবর্ষে আসিয়া অল্প দিনে সিন্ধু ও পঞ্জাবের বিশাল ভূমিতে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সমৃদ্ধ স্থলে আপনাদের জয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন। অল্প দিনেই তাঁহাদের স্বদেশের বণিক-সমিতির একজন অনুগত কর্ম্মচারীর ক্ষমতা, সেকন্দর শাহ বা শার্লেমানের, পিতর বা নেপোলিয়নের ক্ষমতার সহিত গৌরব ও তেজোমহিমার স্পর্দ্ধা করিয়াছে। ফলে ইঙ্গরেজের অধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের আয়তন ও অধি-

বাসীর সংখ্যার সহিত ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের আয়তন ও অধিবাসীর সংখ্যার তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঙ্গরেজের এই প্রাচ্য সাম্রাজ্য ইঙ্গলণ্ডের গৌরব ও প্রাধান্যের মহাস্তম্ভ স্বরূপ। ভারতের ষ্টেট্ সেক্রেটরি সুদূরবর্ত্তী মহার্ণব-পরিবৃত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে থাকিয়া যে রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তাহা আয়তনে ও লোকসংখ্যায় মহাবীর নেপোলিয়নের শাসিত সাম্রাজ্যকে অধঃকৃত করিয়াছে। ইউরোপবলিলে প্রধানতঃ ইঙ্গ্লণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, অষ্ট্রিয়া ইতালি, স্পেন ও গ্রীস এই কয়েকটি দেশের সমষ্টিরই ধারণা হয়। এই কয়েকটি দেশের সমষ্টি হৃদয়ে ধারণ করিলে যে গভীর ভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে, সমগ্র ভারত এই নাম উচ্চারণ করিলেও সম্ভবতঃ সেই ভাবের উৎপত্তি হয়। ভারতের একটি প্রদেশের জনসংখ্যা কেবল এক রুশিয়া ব্যতীত ইউরোপের যে কোন দেশ এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেটকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বাঙ্গালার লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর এই প্রদেশ শাসন করেন। ইহার পর আর দুইটি প্রদেশের সহিত ইউরোপীয় রাজ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উহার একটি উত্তরপশ্চিম প্রদেশ। এই প্রদেশ আয়তনে গ্রেট্ ব্রিটনের কিছু কম হইলেও জনসংখ্যায় গ্রেট ব্রিটন অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি আয়তনে গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লণ্ড, এই সম্মিলিত রাজ্যের সমান। উহার জনসংখ্যা ইতালি রাজ্যের জনসংখ্যার তুল্য। পঞ্জাবের জনসংখ্যা, স্পেনের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যা গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লণ্ড, এই সম্মিলিত রাজ্যের জনসংখ্যার কিছু কম হইলেও, আয়তনে উক্ত

প্রেসিডেন্সি ঐ সম্মিলিত রাজ্যের সমান। বেল্‌জিয়ম ও হলন্দ, এই দুই রাজ্য একত্র করিলে, অযোধ্যা উহা অপেক্ষা প্রধান এবং মধ্যপ্রদেশ উহার প্রায় সমান। ভারতের এই সকল খণ্ড রাজ্য ও আর কয়েকটি সঙ্কীর্ণ জনপদের সমষ্টি সমগ্র ভারতের একটি অংশের মধ্যে পরিগণিত। ঐ অংশ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হইয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত পরম্পরাসম্বন্ধে সমগ্র ভারতের অন্য অংশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য আছে। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য বলিলে যে সকল জনপদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে নেপোলিয়নের কর্ম্মচারিগণকর্ত্তৃক শাসিত হইত, কেবল সেই সকল জনপদ বুঝাইত না, যে সকল জনপদের নামমাত্র অধিপতিগণ প্রকারান্তরে নেপোলিয়নের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, সেই সকল জনপদও বুঝাইত। ভারতের অন্য অংশের জনপদেও ইঙ্গলণ্ডের ঐ রূপ প্রাধান্য আছে *। ঐ সকল জনপদ লোকসংখ্যায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট অপেক্ষা প্রধান। ইঙ্গলণ্ড এইরূপ অতিবিস্তৃত, অতিসমৃদ্ধ ও অতিজনাকীর্ণ সাম্রাজ্যে অপ্রতিহত ভাবে আপনার আধিপত্য রক্ষা করিতেছেন। ইহা ইঙ্গরেজের অলৌকিক দেব-শক্তির ফল, অগম্য, অচিন্ত্য মহিমার পরিচয়। ইঙ্গরেজ এই দেবশক্তির বলে, এই অচিন্ত্য মহিমার প্রসাদে হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধু হইতে দূরতর ব্রহ্ম পর্য্যন্ত, বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডে অলোক-সামান্য দেবপুরুষ ও রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বলিয়া পূজিত হইতেছেন।

যাঁহারা অন্তস্তত্ত্বদর্শী নহেন, তাঁহারা যে, ইঙ্গরেজের সম্বন্ধে

* Expansion of England, p. 188-189.

এইরূপ মত প্রকাশ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ইতালির সহিত ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এশিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারতভূমি, ইউরোপের মানচিত্রে তেমনি ইতালি। উভয়ই উভয় মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ। উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ হইয়াছে। উভয়ের শীর্ষদেশেই অটল অচলবর বিরাট পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে। উভয়ের অন্তর্দ্দেশেই প্রসন্ন-সলিলা স্রোতস্বতী তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে। উভয়ই প্রকৃতি-রাজ্যের রমণীয় স্থান; শ্যামল তরুলতায়, শস্যপূর্ণ, প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়ই চিরশোভিত, অযত্নসম্ভূত সৌন্দর্য্যের গরিমায়, অনায়াস-লভ্য ফলসম্পত্তির মহিমায় উভয়ই বিভূষিত। পক্ষান্তরে ভারতের ন্যায় ইতালিও অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। বহু শতাব্দী ধরিয়া উভয় জনপদই বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নির্জ্জিত, নিপীড়িত ও আত্মস্বাধীনতায় বঞ্চিত। ইতালি পূর্ব্বে অস্ত্রিয়ার অধীন ছিল। অস্ত্রিয়ার ন্যায় ইতালির সৈন্যবল ছিল না, ইতালির অধিবাসীরাও অস্ত্রিয়ার অধিবাসীদের ন্যায় সাহস-সম্পন্ন বা রণনিপুণ ছিল না। সীজর বা আণ্টনীর সময়ের বীরত্বকীর্ত্তি, এ সময়ে ইতালি হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। যে অসাধারণ পরাক্রমে, যে বিপুল বৈভবে জগতের লক্ষ্মী সৌন্দর্য্য-শালিনী রোম নগরী তিবরের তীরে দাঁড়াইয়া আপনার গৌরবে আপনিই হাসিয়াছিল, সে পরাক্রম ও সেই বৈভব ধীরে ধীরে অনন্ত, অতীত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এ দিকে অস্ত্রিয়া ইতালির নিকটবর্ত্তী ছিল, সুতরাং অল্প সময়ে, অল্প

আয়াসে আক্রান্ত জনপদে আপনাদের পাশব শক্তির পরিচয় দিত। ইতালি এরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় থাকিয়াও আপনাকে অস্ট্রিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। এই অধীনতা পাশ উচ্ছেদের একমাত্র কারণ—ইতালির অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালি অনেকবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু কখনও আপনার জাতীয় ভাব হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ইতালির সাহসী সৈন্যগণ পবিত্র সমরে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে, উহার অধিবাসিগণ বিদেশীর অত্যাচারে সুখের, সম্পদের, শান্তির আশায় অনেকবার জলাঞ্জলি দিয়াছে, উহার বিপুল অর্থ অনেকবার বিলুণ্ঠিত ও দেশান্তরে নীত হইয়াছে, কিন্তু ইতালি জাতীয় জীবনের গৌরবশূন্য হয় নাই। জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ ও জাতীয় জীবনে অনুপ্রাণিত হওয়াতে সমগ্র ইতালিতে অভূতপূর্ব্ব শক্তির সঞ্চার হয়, অন্যান্য ভূখণ্ড ইতালির সহিত সমবেদনা প্রকাশ করে, বিদেশী আক্রমণকারী অবশেষে ইতালিকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরে ভারতের দিকে—এই ঘোর দুর্দ্দশাময় পতিত ভূমির দিকে চাহিয়া দেখ। ইতালি যেমন অস্ট্রিয়ার নিকটে রহিয়াছে, ভারতভূমি তেমন ইঙ্গলণ্ডের নিকটবর্ত্তী নহে। ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডের বহু দূরে, সাগর-ভূধর-পরিবৃতা বিপুলা পৃথিবীর আর এক ভাগে রহিয়াছে। ইঙ্গলণ্ডের বণিকদিগকে বিশাল সাগর অতিক্রম করিয়া, উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক দিনে ভারতবর্ষে আসিতে হইয়াছিল। তখন অন্তরীক্ষের তাড়িত ভূতলে আসিয়া ভারতবর্ষকে ইঙ্গলণ্ডের নিকটবর্ত্তী করে নাই, বাষ্পপ্রবাহ বিজ্ঞানের শক্তিতে মস্তক

অবনত করিয়া ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষে আসিতে সাহায্য করে নাই, মাস্যুর লেসেপ্‌সের বুদ্ধি, বিস্তৃত সৈকত ভূমিতে জলস্রোত প্রবাহিত করিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ অধিকতর সুগম করিয়া দেয় নাই। অধিকন্তু ইঙ্গলণ্ড সে সময়ে বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত ছিল না, ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি, সেকন্দর শাহ বা হানিবলের ন্যায় দিগ্বিজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন না, জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ ইঙ্গলণ্ডের আটগুণ পরিমিত ছিল; তথাপি ভারতবর্ষ সহজে ইঙ্গলণ্ডের বশীভূত হয়। অথচ পরাধীন ভারতবর্ষ ইতালির ন্যায় জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া ইঙ্গলণ্ডকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া কখনও আহ্বান করে নাই। অষ্ট্রিয়াকে ইতালির জন্য যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, ইঙ্গলণ্ডকে ভারতবর্ষের জন্য সেরূপ কিছুই করিতে হয় নাই। সমগ্র ভারত যেন কোন অভাবনীয় মন্ত্রের গুণে ইঙ্গরেজ বণিকের পদানত হইয়াছে। সুতরাং সাধারণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারে, ইহা কি বিস্ময়কর ঘটনা নহে? ইহাতে কি ইঙ্গরেজের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? ইঙ্গরেজের অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমায় কি ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই?

ঘটনা বিচিত্র বটে, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের সহিত কোনরূপ অলৌকিক শক্তির সংযোগ নাই, কোনরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমার সংশ্রব নাই। উপরে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমত ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ইতালির ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে জাতীয় ভাব ছিল। দ্বিতীয়ত, ইঙ্গলণ্ডের পরাক্রমে ভারতের সার্ব্বজনীন শক্তি পর্য্যুদস্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ইঙ্গরেজ, সমগ্র ভারতের সমান আচার, সমান ধর্ম্ম ও সমান ভাষার একটী বিশাল

জাতিকে আপনার ক্ষমতার আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই *দুইয়ের একটি কথাও প্রকৃত নহে, একটিও যথার্থ ঘটনার উপর* স্থাপিত হইয়া ইঙ্গরেজের অলৌকিক শক্তির সমর্থন করিতে পারে না।

ভারতে ব্রিটিশাধিকার প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, ইঙ্গরেজের পদার্পণসময়ে বা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত ছিল না, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া, এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরস্পর ভ্রাতৃভাবে দণ্ডায়মান হয় নাই। এই বিষয়ের বিচারস্থলে প্রথমে বুঝিতে হইবে যে, কিসে জাতীয় ভাবের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিকাশ হয়।

জাতীয় ভাবের উৎপত্তির প্রধান কারণ, সমান জাতি ও সমান ভাষা। সমস্ত ইঙ্গলণ্ডের লোক এক ইঙ্গরেজীতেই আলাপ করিয়া থাকে। কিন্তু এ সুযোগ ভারতবর্ষে নাই। সমগ্র এশিয়ার লোক এক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, ইহা বলিলে সত্যের যেরূপ অপলাপ হয়, সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এক ভাষায় আলাপ করে, ইহা বলিলেও সত্যের সেইরূপ অন্যথাচরণ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের এক জনপদের ভাষা আর এক জনপদের লোকে বুঝিতে পারে না, এক জনপদের সাহিত্য আর এক জনপদের লোকে আদর করিয়া পড়ে না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জনপদবাসীর চিন্তা, ধারণা, সমবেদনা প্রভৃতি পরস্পর পৃথক হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ভাব বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? ইতালি ভারতবর্ষের ন্যায় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত থাকিলেও এক ভাষায় আবদ্ধ ছিল।

সমগ্র ইতালির লোক পরস্পর এক ভাষায় কথোপকথন করিয়া পরস্পরের নিকটে মনোগত ভাব জানাইতে পারিত। এই সাধারণ ভাষা হইতে একটি সাধারণ সাহিত্যের উৎপত্তি হয়। স্বদেশবৎসল কবির রসময়ী কবিতায়—স্বদেশ-হিতৈষী বক্তার তেজস্বিনী বক্তৃতায়, এই সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতে থাকে। কবিগুরু দান্তে এক সময়ে অপূর্ব্ব দেশভক্তিতে বিভোর হইয়া যে গান গাইয়াছিলেন, রায়েঞ্জি সেই গান গাইয়াই স্বদেশীয়-গণের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িত-বেগ সঞ্চারিত করেন। সমগ্র ভারত-ভূমিতে এ দৃশ্যের আবির্ভাব দেখা যায় নাই; সুতরাং কোন সময়ে সমগ্র ভারতভূমি এক জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ হইতে পারে নাই।

একবিধ ধর্ম্ম, একবিধ স্বার্থ ও একবিধ আচারব্যবহার-প্রভৃতিতেও জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ভার-তের অদৃষ্টে তাহাও ঘটে নাই। ইহা ব্যতীত দুরারোহ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের জনপদ সকল পরস্পর পৃথকভাবে অবস্থিত। এই প্রাকৃতিক অন্ত-রায়েও কোন সময়ে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধিত হয় নাই—জাতীয় ভাবের উন্মেষ দেখা যায় নাই। সুতরাং এশিয়া, ইউ-রোপের ন্যায় ভারতবর্ষও একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা মাত্র। ইহার সহিত সার্ব্বজনীন রাজনৈতিক ভাবের কোন সংশ্রব নাই। নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তিতে ভারতবর্ষের অঙ্গ সকল বহুকাল হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার এক অঙ্গে আঘাত করিলে আর এক অঙ্গ বেদনা অনুভব করে না, এক অঙ্গে তাড়িত-বেগ প্রবেশিত করিলে আর এক অঙ্গের স্পন্দনক্রিয়া লক্ষিত হয় না। এই বিচ্ছেদে—এই

অনৈক্যে, ভারতবর্ষ জাতীয় ভাবে বলশালী হয় নাই। যখন শাহবদ্দীন গোরিকে দেশ হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্ত পৃথ্বীরাজ দৃষদ্বতীর তীরে সমাগত হন, তখন জয়চন্দ্র তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন নাই। ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবরশাহ স্বদেশ হইতে তাড়িত হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ান, শেষে আফগানিস্তান তাঁহার হস্তগত হয়। বাবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণে অগ্রসর হন, তখন তিনি তাদৃশ সহায়সম্পন্ন ছিলেন না, রণনিপুণ যোদ্ধারাও তাঁহার সহযোগী হয় নাই. তথাপি বাবরশাহ ভারতবর্ষে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন, শেষে ইহারই বংশধরের উদ্দেশে ভারতের হিন্দুগণ "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনিতে সকলকে মাতাইয়া তুলেন।

সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ ছিল না। ইঙ্গরেজ কোন রূপ জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষ পূর্ব্বেই বন্ধনীবিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইঙ্গরেজ এই বিচ্ছেদের চূড়ান্ত অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন। সুতরাং ইহাতে ইঙ্গরেজের অলৌকিক শক্তি বা অচিন্ত্যপূর্ব্ব মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় না। যদি ভারতের হিন্দুগণ দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের স্বদেশীয়, স্বজাতীয় রাজার শাসনাধীন থাকিতেন, এই রাজকীয় শক্তির সহিত যদি তাঁহাদের জাতীয় বল বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বলিতে পারা যাইত যে, ইঙ্গরেজ ঐ রাজশক্তির উপর আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করিয়া জগতের সমক্ষে অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। আর যদি ভারতের

সমস্ত হিন্দু আর্য্য পরস্পর সমবেদনার অধিকারী হইয়া একবিধ চিন্তায়, একবিধ ধারণায় একটি মহাজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিত, তাহা হইলেও বলিতে পারা যাইত, ইঙ্গরেজ এই চিরপ্রসিদ্ধ মহাজাতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দেবশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে এই দুইযের একটিরও চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইঙ্গরেজের পদার্পণসময়ে ভারতবর্ষ এমন কতক গুলি লোকের আবাসক্ষেত্র ছিল যে, তাহাদের মধ্যে সমবেদনা ছিল না, রাজনৈতিক একতা ছিল না, একের ধারণা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের চিন্তায় অপরে চিন্তাশীল হইত না, একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সহিত মিশিয়া যাইত না, একের অভাবে অপরে অভাব বোধ করিত না। ইঙ্গরেজ পরের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন। ভারতে ইঙ্গরেজ-রাজত্ব দেবশক্তির বলে স্থাপিত হয় নাই। ইতিহাসের চক্ষে ইহা অসাধারণ, বিস্ময়কর ঘটনাও নহে। অনিবার্য্য প্রাকৃতিক শক্তি—অপরিহার্য্য আচার ব্যবহারের বৈষম্য ও ধর্ম্মসংঘর্ষ সহায় না হইলে বোধ হয়, ভারতের হিন্দু আর্য্যদিগকে কেহ কখনও পরাজিত করিতে পারিত না।

অধ্যাপক সীলি এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন, “যাহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজদ্রোহী হয়, তাহারা আপনাদের শক্তি ভাল বুঝিতে পারে, এবং আপনাদের শক্তির উপর আশা ভরসা স্থাপন করিতে পারে। যদি ভারতে ঐরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সৈন্যগণ যে পর্য্যন্ত হিন্দুদিগকে স্বদেশীয় ভ্রাতা এবং আপনাদের অধিনায়ক

ইঙ্গরেজকে বিদেশীয় বলিয়া না ভাবিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদের দ্বারা উহা নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহাদের মধ্যে সার্ব্বলৌকিক ভ্রাতৃভাব জন্মে, সকলেই যদি আপনাদিগকে জাতীয় ভাবে সম্বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে, তাহা হইলে আমাদিগকে হতাশ হইতে হইবে। আমরা যে ভাবে রাজ্য শাসন করিতেছি, তাহাতে সম্ভবতঃ ঐ ভাবই জন্মিতেছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকালে উক্ত ভাবের এরূপ বিকাশ হয় নাই। * * আমরা ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের ন্যায় একটি ভয়ঙ্কর রাজদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যেহেতু, উহাতে সমগ্র ভারতীয় সৈন্যের একাংশমাত্র লিপ্ত হইয়াছিল। উহার সহিত দেশের জনসাধারণের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না, এবং ভারতীয় কতিপয় জাতি ঐ সময়ে আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু কেবল নামমাত্র বিপ্লব নয়, যে বিপ্লবে সর্ব্বব্যাপী জাতীয় ভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়, যে মুহূর্ত্তে এরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের সাম্রাজ্যরক্ষার সমস্ত আশাভরসার অবসান হইবে। আমরা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভারতবর্ষের বিজেতা নহি। বিজেতা, বিজিতকে যে ভাবে শাসন করিয়া থাকে, আমরা কখনও ভারতবর্ষ সে ভাবে শাসন করিতে পারিব না। যদি আমরা ঐ ভাবে ভারতশাসনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমাদের এত অর্থ ব্যয় হইবে যে, আমরা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইব *।" ইঙ্গরেজ যে, পরস্পরসম্মিলিত ও জাতীয়ভাববিশিষ্ট একটি মহাজাতিকে পরাজিত করেন নাই, তাহা সীলির এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে।

* Expansion of England, p. 234.

সীলির মতে ইঙ্গরেজ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করিয়া, আপনাদের জ্ঞানগরিমাতেও ভারতবর্ষীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারেন নাই। অসভ্য দেশের অধিবাসিগণ উন্নত সভ্যতাসম্পন্ন বিজেতাকে যেরূপ দেবভাবে চাহিয়া দেখে, ভারতের হিন্দু, ইঙ্গরেজকে সেভাবে দেখে নাই। যখন মহাবীর সেকেন্দর শাহ অপেক্ষাকৃত অনুন্নত প্রাচ্যদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া গ্রীসের সভ্যতা ও জ্ঞানের পরিচয় দেন, তখন সেই সকল জনপদের অধিবাসীরা ভক্তি ও প্রীতির সহিত গ্রীসের ঐ সভ্যতার সমাদর করিয়াছিল। রোম যখন গলের উপর সভ্যতালোক প্রসারিত করে,তখন গলের অধিবাসীরা উহার অনুপম উজ্জ্বল ভাবে বিমোহিত হইয়া বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। যেহেতু রোমের ঐ আলোক তাহাদের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া জীবনের মহাব্রতসাধনে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। কিন্তু ভারতে ইঙ্গলণ্ডের আধিপত্যবিস্তারে ভারতবর্ষীয় হিন্দুর হৃদয়ে ঐরূপ কোন ভাবের উৎপত্তি হয় নাই। অতি প্রাচীনকালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসারিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল, অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার অনুপম প্রাচীন মহাকাব্য ছিল, জ্ঞানগরিমার ভিত্তিভূমি দর্শন শাস্ত্রাদি ছিল। এই জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। ইঙ্গরেজ ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত ও উজ্জ্বল হইলেও হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক ও অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। ঐ আলোক অন্ধকারময় স্থানে যেরূপ উজ্জ্বল হইত, ভারতে সেরূপ হয়

নাই। সুতরাং ইঙ্গরেজের আনীত আলোক তমোবিনাশক অত্যুজ্জ্বল আলোক নহে। উহা কুজ্ঝটিকাসঙ্কুল আলোক-মালার ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষীণপ্রভাবে ভারতের উষাকালীন রক্তিম রশ্মিজালে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অধ্যাপক সীলি ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অনেক ভ্রমণকারী কহেন, "অভিজ্ঞ হিন্দুগণ আমাদের ক্ষমতা স্বীকার করিলেও এবং আমাদের প্রতিষ্ঠিত রেলওয়েতে বেড়াইলেও আমাদের প্রতি সম্মাননা না দেখাইয়া ঘৃণা প্রকাশ করেন। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক। আমরা হিন্দু অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ নহি; আমাদের হৃদয় হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত, অচিন্ত্যপূর্ব্ব ধারণা সম্মুখে রাখিয়া অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু তাঁহার কাব্যের গভীর ও উদার ভাব লইয়া আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার নিকটে অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদেব বিজ্ঞানেও অল্প আছে" *।

এই উক্তি অতি যথার্থ। ইঙ্গলণ্ড এখন ভারতবর্ষকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতেছেন, ইঙ্গলণ্ডের প্রসাদে এখন ভারতবাসী অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী হইতেছেন, কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের প্রদত্ত শিক্ষায় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু আপনার পূর্ব্ব পুরুষদিগের প্রদত্ত জ্ঞানে জলাঞ্জলি দেন নাই। প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ হিন্দুর সমক্ষে যে জ্ঞানভাণ্ডার প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু, ইঙ্গলণ্ডের প্রদত্ত শিক্ষায় আদর দেখাইলেও বিস্ময়ে অভি-

* Expansion of England, p. 244.

ভূত হন নাই। ভারতে আধিপত্যস্থাপনে ইঙ্গরেজ যেমন হিন্দুর নিকটে দেবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন নাই, জ্ঞানালোকপ্রসারণেও তেমনি, অলোকসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া হিন্দুর হৃদয়ে অপূর্ব্ব বিস্ময়ের বিকাশ করিতে সমর্থ হন নাই।

পরিশিষ্ট।

'সৈর মুতাক্ষরীণ' গ্রন্থানুসারে "বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার" প্রবন্ধসংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান ঘটনার সারাংশ এই স্থলে সঙ্কলিত হইল।

মীরকাসেমের বাঙ্গালার সুবাদারিগ্রহণ।

১১৮ পৃষ্ঠা

মীরজাফরের সময়ে রাজ্যের বড় শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। সৈন্যগণের বেতন বাকী পড়াতে সকলেই নবাবের উপর যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকবার তাহারা এরূপ অশান্ত হইয়া উঠে যে, বৃদ্ধ নবাবের প্রাসাদ অবরুদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার কটূক্তি করিতেও বিমুখ হয় নাই। এইরূপ ঘটনায় একদা মীরকাসেম মধ্যবর্ত্তী হইয়া সৈন্যদিগকে শান্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের বাকী বেতনের কিয়দংশ পরিস্কার করিয়া দিতেও নিজে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এই সকল কারণে সৈন্যগণের অনেকে তাহার অনুগত হয়। যাহা হউক, রাজ্যে এইরূপ নানা গোলযোগ হওয়াতে মীরকাসেম কলিকাতায় গমন করেন। কৌন্সিলের অধ্যক্ষ বান্সিটার্ট সাহেব বাঙ্গলার শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলার জন্য, তাঁহাকে সহকারী নবাবরূপে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। কৌন্সিলে এই মত প্রবল হইলে বান্সিটার্ট উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন।

এদিকে মীরকাসেম সফলমনোরথ হইয়া হৃষ্টচিত্তে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে তাঁহার বন্ধু আলি ইব্রাহিম খাঁকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিলেন যে, দরবারের প্রধান প্রধান লোক ও সৈন্যসামন্ত যাহা সংগ্রহ করা যায়; তাহাদিগকে লইয়া; তিনি যেন, মুর্শিদাবাদে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করেন। মীরকাসেম বিশেষ আড়ম্বরের সহিত মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা করিয়াই, তাঁহার বন্ধুকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। আলি ইব্রাহিম খাঁ ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে উদাসীন থাকেন নাই। বরং এ বিষয়ে তাঁহার আয়োজন মীরকাসেমের আশাতিরিক্ত হয়। তিনি বহুসংখ্যক আসাসোটাধারী লোক ও সৈন্যসামন্ত লইয়া পলাশীতে গমন করেন। মীরকাসেম ঐ সকল অনুচর লইয়া বিশেষ আড়ম্বরের সহিত মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। তিনি প্রথমে আপনার আবাসগৃহে উপনীত হইয়া, পরে বৃদ্ধ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার উপস্থিতির পর দিন বান্সিটার্ট ভাগীরথীর অপর পারে মুরাদবাগ নামক স্থানে উপনীত হন। বান্সিটার্টের সহিত কতিপয় সিপাহি ও কোম্পানির কয়েকজন কর্ম্মচারী ছিল। বান্সিটার্ট যে দিন উপনীত হন, তাহার পরদিন পূর্ব্বাহ্ণ নয় ঘটিকার সময়ে বৃদ্ধ মীরজাফর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে মুরাদবাগে গমন করেন। বান্সিটার্ট যথোচিত সমাদরের সহিত তাঁহার অভিনন্দন করিয়া * আপনার আগমনের কারণ বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি

* সম্মান প্রদর্শন করিবার প্রণালী এই :—গবর্ণর টুপি খুলিয়া প্রাসাদের প্রান্তভাগে উপনীত হন। নবাব আসিলে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নজর দেন (তুল্য ব্যক্তি দিয়াছেন বলিয়া, এই নজর প্রায়ই ফিরাইয়া দেওয়া হয়)।

শাসনকার্য্যের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যে, এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা বৃদ্ধ নবাবকে বিশেষ রূপ বুঝাইয়া দেন। মীরজাফর উপস্থিত প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি এসম্বন্ধে বান্সিটার্টের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া আপনার গভীর মনোক্ষোভ অভিব্যক্ত করেন। বান্সিটার্ট এই সময়ে মীরকাসেমকে আনিবার জন্য একজন লোক পাঠাইয়া দেন। বৃদ্ধ নবাব উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া মীরকাসেমের উপস্থিতির পূর্ব্বেই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। মীরকাসেম উপস্থিত হইলে, বান্সিটার্ট, মীরজাফরের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা মীরকাসেমের নিকটে বিবৃত করেন। মীরকাসেম মীরজাফরের অসম্মতির কথা শুনিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু আপনার সঙ্কল্প পবিত্যাগ করিলেন না। তিনি উপস্থিত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত কবিবাব জন্য বান্সিটার্টকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বান্সিটার্ট এই অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, মীরকাসেম পরদিন প্রাতঃকালে আপনার সশস্ত্র সৈন্যগণের সহিত প্রস্তুত থাকিবেন। প্রাতঃকালের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ইঙ্গরেজেরাও আপনাদিগের সৈন্য ও কামান লইয়া নবাবের প্রাসাদের তোরণ অধিকার করিবেন। মীরকাসেম আশ্বস্তহৃদয়ে বান্সিটার্টের নিকটে বিদায় লইলেন। মুরাদবাগ হইতে ভাগীরথী পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ-

পরে নবাবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার আসনের নিকটে আনিয়া এক সময়ে দুই জনে সেই আসনে উপবেশন করেন।—Seir Mutakharin. Vol II. p. 144, note.

ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মীরকাসেম ঐ সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। ভাগীরথীর অপর পার হইতে তাঁহার বাসগৃহ পর্য্যন্ত আবার ঐরূপ সৈন্যশ্রেণী সজ্জিত রহিল। মীরকাসেম উহার মধ্য দিয়া আপনার আবাসগৃহে উপনীত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মীরকাসেম আপনার অনুচরবর্গ ও সৈন্যদিগকে সজ্জিত হইতে বলিলেন। মীরকাসেমের আদেশে সকলে সজ্জিত হইল। মীরকাসেম ঐ সৈন্য ও অনুচরবর্গ লইয়া নবাবের প্রাসাদের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। প্রাসাদের নিকটে বান্সিটার্ট প্রভৃতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বান্সিটার্ট নবাবের নিকটে যে প্রস্তাব করিলেন, নবাব কিছুতেই তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। উভয় পক্ষের উত্তর প্রত্যুত্তর আনিতে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। কিন্তু মীরজাফর, জামাতার হস্তে শাসনকার্য্যের ভার সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ইঙ্গরেজপক্ষের সিপাহিসকল প্রাসাদতোরণের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। কামান সকল সজ্জিত হইল। নবাবের প্রাসাদরক্ষক সৈন্যগণ এই গোলযোগে চমকিত হইয়া পলায়ন করিল। বান্সিটার্ট অতঃপর বৃদ্ধ নবাবের প্রতীক্ষা না করিয়াই মীরকাসেমকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন। এই সময়ে প্রাসাদদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। বান্‌সিটার্ট প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সিপাহিদিগকে রাখিয়া মীরকাসেমকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৭৬০ অঃ, ২০এ অক্টোবর) *।

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 144-148.

মীরকাসেমের কর্ম্মচারী।

১২৩ পৃষ্ঠা।

মীরকাসেম বাঙ্গালার শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে, ধনাগার ধনশূন্য হইয়াছে, সৈন্যদিগের বেতন অনেক বাকী পড়িয়াছে। মীরকাসেম প্রথমে রাজস্বের শৃঙ্খলা করেন। খাতাঞ্জিখানায় অনেক টাকা তছরূপ হইয়াছিল। মীরকাসেম উক্ত বিভাগের সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বন্ধু আলি ইব্রাহিম খাঁ সৈনিকব্যয়-বিভাগের প্রধান পদে নিযুক্ত হন। এতদ্ব্যতীত খাজা গুর্গিন (গুর্গিন খাঁ *) নামক

* গুর্গিন খাঁ পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বস্ত্র বিক্রয় করিতেন। এজন্য গোলাম হোসেন, বস্ত্রবিক্রেতা বলিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিয়াছেন, তাঁহার গুণগ্রামের তত সম্মান করেন নাই। কিন্তু সৈর মুতাক্ষরীণের অনুবাদকারক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গুর্গিন খাঁ মহম্মদ তকিখাঁর ন্যায় সামরিক গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার যেমন প্রতিভা, তেমনি অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি নবাবের সমস্ত পদাতিক অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক সৈন্য, ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত করেন। তাঁহার নির্ম্মিত বন্দুকপ্রভৃতি সে সময়ে ইঙ্গরেজদিগের বন্দুক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যের সামান্য এক দল, ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজর কার্স্টেয়ার্সের সৈন্য পরাজিত করে। তিনি নবাবকে সর্ব্বাংশে স্বাধীন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। নবাব সহসা ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি যখন ইঙ্গরেজদিগের অন্যায়াচরণে নবাবকে ধৈর্য্যচ্যুত দেখিতেন, তখনই বলিতেন :—"সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন, আপনি এখনও পক্ষবিশিষ্ট হন নাই। যে পর্য্যন্ত আপনার পক্ষ সবল না হয়, সে পর্য্যন্ত ক্রোধ সংযত করুন।"—Seir Mutakharin. Vol. II. p. 186, note.

গুর্গিন খাঁর মৃত্যু বড় শোচনীয়। উদয়নালার যুদ্ধের পর মীরকাসেম মুঙ্গের হইতে পাটনায় যাত্রা করেন। পথে রেবানামক একটি নদীর তীরে তাঁহার শিবির সন্নিবেশিত হয়। একদা তাঁহার শিবিরে বড় গোলযোগ

এক জন আরমাণী সৈনিক বিভাগের প্রধান পদ অধিকার করেন। ইঁহার উপর অভিনব নবাবের অপরিসীম বিশ্বাস ছিল। ইনি যখন যে পরামর্শ দিতেন, নবাব তাহাতেই সম্মত হইতেন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে মীরকাসেমের সৈন্যগণ শিক্ষিত হয়। মীরকাসেমের আর এক জন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের নাম

ঘটে। সৈন্যগণ সন্ত্রস্ত হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। গুর্গিনখাঁর আকস্মিক মৃত্যুই এই গোলযোগের কারণ। গোলাম হোসেন খাঁ এই সময়ে মীরকাসেমের সহচরবর্গের মধ্যে ছিলেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, বেতন বাকী থাকাতে দুই তিন জন মোগল সৈনিক গুর্গিন খাঁর নিকটে আসিয়া, ক্রোধের সহিত তীব্র বাক্য প্রয়োগ করে। গুর্গিন খাঁ এজন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, "কি? ইহাদিগকে অবরুদ্ধ করে, এমন কি কেহই এখানে নাই?" এই কথায় উত্তেজিত সৈনিকেরা তরবারির আঘাতে তাঁহাকে বধ করে। কিন্তু সৈরমুতাক্ষরীণের ইঙ্গরেজী অনুবাদকারক কহিয়াছেন যে, সৈনিক পুরুষেরা, বেতনের জন্য উত্তেজিত হইয়া বোধ হয়, গুর্গিনকে বধ করে নাই। যেহেতু এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহাদের বেতন দেওয়া হইয়াছিল। গুর্গিনের মৃত্যুর অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। গুর্গিনের এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। ইঁহার নাম আগাবিদ্রোস্ ওরফে খোজা পিক্রুস। খোজা পিক্রুসের সহিত বান্সিটার্ট ও ওয়ারেণ হেষ্টিংসের বিশেষ পরিচয় ছিল। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংসের অনুরোধে খোজা পিক্রুস, গুর্গিনকে লিখেন যে, তিনি যেন, মীরকাসেমকে অবরুদ্ধ করিয়া ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করেন, অথবা অন্ততঃ যেন, নিজের সৈন্যদলের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হন। মীরকাসেমের প্রধান চর এ বিষয় জানিতে পারিয়া একদা রাত্রি এক টার সময়ে মীরকাসেমকে জাগরিত করিয়া কহেন, "আপনি শয্যায় কি করিতেছেন, আপনার সেনাপতি গুর্গিন খাঁ এদিকে আপনাকে ফিরিঙ্গীর হস্তে বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন।" মীরকাসেম সাতিশয় সন্দিগ্ধ ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার আদেশে গুর্গিন নিহত হন। অনুবাদকারকের সহিত গুর্গিন খাঁর দুইবার আলাপ হয়। অনুবাদক উল্লেখ করিয়াছেন যে, বর্ণিতসময়ে গুর্গিনের বয়স ৩৬ বৎসর হইয়াছিল। গুর্গিন দীর্ঘাকার, সুগঠিত ও গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল, নাসিকা উন্নত এবং ভ্রূযুগল পরস্পরসংযুক্ত ও ধনুর ন্যায় বক্র ছিল।—Seir Mutakharin. Vol. II. p. 278-279

মহম্মদ তকি খাঁ। ইনি পারস্যের অন্তর্গত তাব্রিজ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। মহম্মদ তকি খাঁ বীরভূমের ফৌজদারের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে আদিষ্ট হন। তিনি এই কার্য্য যথোচিত মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার যেমন অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব, তেমনি অটল প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা ছিল। মীরকাসেম এইরূপ অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলাম হোসেন খাঁ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যোগ্যব্যক্তির সহিত কতিপয় অযোগ্য ব্যক্তিও নিযুক্ত হইযাছিলেন। শাহ মসনদ আলি নামক এক ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের একটি প্রধান পদে নিয়োজিত হন। কিন্তু ইহার তাদৃশ গুণ ছিল না। এতদ্ব্যতীত মীরকাসেমের দুই একজন আত্মীয় প্রধান প্রধান উপাধিতে ভূষিত হন বটে, কিন্তু রাজকীয় কার্য্যে তাঁহাদের তাদৃশ ক্ষমতা ছিলনা *।

বান্সিটার্টের সহিত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ।

১৩১ পৃষ্ঠা।

বান্সিটার্ট যখন কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য মুঙ্গেরে উপনীত হন, তখন মীরকাসেম তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে বিমুখ হন নাই। বান্সিটার্ট নবাবের সৈন্য পরিদর্শন করেন। এই সকল সৈন্য ইউরোপীয় প্রণালীতে শিক্ষিত হইয়াছিল। বান্সিটার্ট প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত সৈন্যসমষ্টি দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যে নবাবকে যাহা কহিয়াছিলেন,তাহার সারাংশ এই:—"আমি স্বীকার করি, আপনি

* Seir Mutakharin. Vol. II. pp. 150, 152. 185.

আপনার সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহারা কেবল এই দেশের অধিবাসীদিগেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ। সাবধান, আপনি ইহাদিগকে ইউরোপীয়-দিগের বিপক্ষে নিযুক্ত করিবেন না; কিংবা ইহাদিগকে লইয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইবেন না। আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, ওরূপ করিলে আপনাকে হতাশ্বাস হইতে হইবে। এই সকল লোক স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্যেরও বিপক্ষতা করিতে সমর্থ হইবে না। এইজন্য, সাবধান, আপনি কেবল ইহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না, করিলে, নিশ্চয়ই হতাশ্বাস হইবেন। আপনার সম্মান নষ্ট হইবে। আপনি প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় জাতি এবং প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় রাজারও সম্মান বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন, যেহেতু আপনি যদি এই সকল শিক্ষিত সৈন্যের সহিত পরাজিত হন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের উপর ইউরোপীদিগের ঘৃণা জন্মিবে। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের সকল বিষয়ই অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিবেন। আপনি মনে রাখি-বেন যে, আপনার অদৃষ্টের সহিত সমগ্র ভারতের অদৃষ্ট জড়িত রহিয়াছে। অর্থ দিয়া ও যুক্তি দেখাইয়া আমাদের সহিত বিবাদের মীমাংসা করিলেই আপনি কৃতকার্য্য হইবেন। আপনি আপনার এই সামরিক ভাব পরিত্যাগ করুন। আমি, আপনার ও আমাদের মধ্যে যে সকল স্বত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তাহা রক্ষা করুন। উহা ভঙ্গ করিয়া কখনও অপরকে কষ্ট দিবেন না। আপনি ঐ সকল স্বত্ব রক্ষা করিলেই এই প্রদেশের অধিবাসীরা সুখে ও শান্তিতে কালাতি-

পাত করিতে পারে। অতএব উহা রক্ষা করিতে মনোযোগী হউন। চিরকালের জন্য আপনাকে সাধারণের আশীর্ব্বাদের পাত্র করিয়া রাখুন। যদি ঐ স্বত্ব ভঙ্গ হয়, এবং আপনার সহিত যদি আমাদের বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে আপনার সর্ব্বনাশের সহিত সাধারণেরও সৌভাগ্য বিনষ্ট হইবে এবং সমস্ত জনপদে মৃত্যু ও অরাজকতার করালভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে*।" পাছে মীরকাসেম ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এই আশঙ্কায় বোধ হয়, বান্সিটার্ট তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন।

মীরকাসেমের কার্য্যদক্ষতা।

১৩৬ পৃষ্ঠা।

মীরকাসেমের গুণগৌরব ও কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন যে, শাসনবিভাগের গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহে বিশেষ রাজস্বসংক্রান্ত জটিল বিষয় সম্পাদনে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি, কোন বিষয়ে অনৈক্য ঘটিলে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন। আপনার সৈন্য ও পরিবারমধ্যগত কর্ম্মচারীদিগকে যথানিয়মে বেতন দিবার বন্দোবস্ত করিতেন। গুণী ও অভিজ্ঞ লোকদিগকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতেন। সকল বিষয়ে পরিমিত ব্যয় করিতে মনোযোগী হইতেন। কোথায় বেশী এবং কোথায় কম ব্যয় করিতে হইবে, তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে বুঝিতেন। এই সকল গুণে তিনি তৎসমকালে অতুলনীয় ও অসাধারণ লোক ছিলেন। স্বদেশের

* Seir Mutakharin, Vol. II. p. 210-211.

প্রাচীন ভূপতিদিগের দৃষ্টান্তানুসারে তিনি সপ্তাহে দুই দিন প্রকাশ্য দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। এই সময়ে বাদী প্রতিবাদীদিগের বিষয় তিনি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আদেশে অর্থিপ্রত্যর্থিগণ তাঁহার নিকটে আসিত। তিনি মনোযোগের সহিত তাহাদের কথা শুনিতেন। কোন কোন সময়ে বিচারকের আদেশ বহাল রাখিতেন। তাঁহার বিচারালয়ের কোন ব্যক্তি উৎকোচ লইতে সাহসী হইত না। কেহ কেহ কাহারও প্রতি পক্ষপাত করিতে পারিত না। কিংবা কেহ প্রকৃত ঘটনা গোপন করিয়া কোন গোলযোগ ঘটাইত না। রাজা জানকীরাম ও রামনারায়ণের শাসনকালে যে সকল উপায়হীন তালুকদার সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল, তাহারা এখন বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের প্রণষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাহাদের দলিলপত্র ছিল, তাহারা কিছুদিনের জন্য শিক্ষানবিশরূপে আপনাদের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইত। যাহাদের উহা ছিল না, তাহারা যথানিয়মে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া দিত। স্থানীয় প্রাচীন অধিবাসী এবং সেই বিভাগের কাজী ও মুফ্তি দ্বারা তাহাদের অধিকার সাব্যস্ত হইলে মীরকাসেম যথোপযুক্ত আদেশ প্রচার করিতেন। অত্যাচরিত ব্যক্তি আপনাদের বিষয় ফিরিয়া পাইয়াছে কি না, নিঃসহায় লোকের ন্যায়ানুগত অধিকার রক্ষিত হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য, তাহাদের সহিত চোপদার সকল প্রেরিত হইত। রাজকার্য্য ব্যতীত সাধারণহিতকর কার্য্যেও তাঁহার সমান মনোযোগ ছিল। সিরাজ উদ্দৌলার ইমামবারা বহুসংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যময় অলঙ্কারে শোভিত ছিল। ঐ সকল

অলঙ্কার গলাইয়া কয়েক লক্ষ টাকা করা হয়। এবিষয় তাঁহার গোচর হইলে তিনি ঐ সকল অর্থ এবং তাহার উপর আরও অনেক টাকা ধর্ম্মনিষ্ঠ সৈয়দদিগকে দান করিতে আদেশ দেন*।

অমিয়ট সাহেবের মৃত্যু।

(১৪২ পৃষ্ঠা)

গোলামহোসেন উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত নবাবের বিরোধ ঘটে, তখন তিনি তাঁহার রাজ্যের সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচার করেন যে, যেখানে ইঙ্গরেজদিগকে পাওয়া যাইবে, সেইখানে তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে। মীরকাসেম এই আদেশলিপিতে অমিয়ট সাহেবকে বধ করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, অথবা এই আদেশ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে তাঁহার লোকে অমিয়টকে বধ করিয়াছিল কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সৈয়দ মুতাক্ষরীণের অনুবাদকারক স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অমিয়ট নিজের উগ্রতা ও হঠকারিতার জন্যই নিহত হইয়াছিলেন। নবাব কেবল অমিয়ট ও তাহার অনুচরবর্গকে মুঙ্গেরে পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মহম্মদ তকি খাঁ এই সময়ে মুর্শিদাবাদ ও কাশীমবাজারের মধ্যে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি বিনা গোলযোগে ঐ আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেন। যখন অমিয়টের নৌকা তাহার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয়, তখন মহম্মদ তকি খাঁ অমিয়টকে সাদরে আহ্বান করিয়া

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 197-198.

আনিতে আগা আলি নামক তাঁহার একজন বন্ধুকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অমিয়ট নানাছলে ঐ আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া ভাগীরথীর মধ্যভাগে গমন করেন। পুনরায় আর একজন লোক প্রেরিত হয়। এই লোক যাইয়া অমিয়টকে কহে যে, সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে, এখন নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলে সৈন্যাধ্যক্ষ দুঃখিত হইবেন। কিন্তু অমিয়ট এবারেও অসম্মতি প্রকাশ করেন। দূত বিফলমনোরথ হইয়া তীরে প্রত্যাগমন করিলে লোকদিগকে অমিয়টকে আনিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। অমিয়টের নৌকা হইতে এই সময়ে তীরদেশের দিকে গুলি চালান হয়। মহম্মদ তকির পক্ষ হইতেও গুলি চলিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে অমিয়টের উগ্রতার জন্য তুমুল বিবাদ ঘটে। এই বিবাদে অমিয়ট নিহত হন*।

মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্‌যোগ।

(১৪৩ পৃষ্ঠা)

মীরকাসেম মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন করিলে সৈয়দ মহম্মদ খাঁ মুর্ষিদাবাদের শাসনকর্ত্তা হন। অমিয়টের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বান্সিটার্ট সাহেব সৈয়দ মহম্মদ খাঁকে এই ভাবে একখানি পত্র লিখেন, যদি তিনি স্বয়ং এই কার্য্য করিয়া থাকেন, অথবা তাঁহার অনুচরবর্গের জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচরবর্গকে যথোচিত শাস্তি পাইতে হইবে। কিন্তু যদি তাঁহার প্রভুর আদেশে এই হত্যাকার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ এবং নবাবের মধ্যে সর্ব্বশক্তি-

* Seir Mutakharin Vol II. p. 248, note

মান ঈশ্বর কি ঘটনার সূত্রপাত করেন, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। এই পত্রে নিম্নলিখিত ভাবের একটি কবিতা ছিল, "শক্তিশালী রাজা ও গর্ব্বিত ভূপতিদিগের মধ্যে নানারূপ অনৈক্য হইলেও দূতের অনিষ্ট করা হইয়াছে, এরূপ কখনও শুনা যায় নাই।" এই পত্র পাঠাইয়া দিবার পর কলিকাতাকৌন্সিলের সদস্যেরা মন্ত্রণাগৃহে সমবেত হইয়া, মীরকাসেমের সহায় ও রক্ষক বলিয়া, বান্সিটার্টের উপর নানা দোষারোপ করিতে থাকেন। তাঁহাদের উত্তেজনা এতদূর বৃদ্ধি পায় যে, তাঁহারা বান্সিটার্টের যথোচিত নিন্দা করিয়া মীরকাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। এই গোলযোগের সংবাদ শুনিয়া বান্সিটার্ট মন্ত্রণাগৃহে সমাগত হন, এবং সদস্যদিগের অভিপ্রায় ও অভি-রুচি কি, জিজ্ঞাসা করেন। সদস্যগণ সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃ-স্বরে বলিয়া উঠেন যে, অমিয়টের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হইবে। এই সময়ে বান্সিটার্ট একখানি কাগজ দেখাইয়া বলেন যে, এলিস্ সাহেব এবং আরও অনেক ইঙ্গরেজ কর্ম্মচারী ও ইঙ্গরেজ সৈন্য মীরকাসেমের হস্তগত রহিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে নবাব জানিতে পারিবেন যে, তাঁহার অনিষ্টের জন্য সৈন্য আসিতেছে, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সকল হতভাগ্য লোকের জীব-নের আশা ছাড়িতে হইবে। যে পর্য্যন্ত বন্দিগণ তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পায়, সে পর্য্যন্ত ঐ নির্দ্দয় ব্যক্তির সহিত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া থাকা সঙ্গত। ইহার পরে প্রতি-শোধ লইবার উপায় অবলম্বন করা যাইবে। কিন্তু কৌন্সিলের সদস্যগণ সভাপতির এই যুক্তিসঙ্গত বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা, বান্সিটার্ট যে কাগজে আপনার প্রস্তাব লিখিয়া

ছিলেন, সেই কাগজখানি লইয়া বান্সিটার্টের প্রস্তাবের নিম্নে এই ভাবে লিখিলেন যে, যদি মীরকাসেম বন্দীদের সকলকেই বধ করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত থাকিবেন না, কিংবা তাঁহার সহিত কোনরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইবেন না। এইরূপ লিখিয়া সকলেই আপনাদের নাম স্বাক্ষর করেন। বান্সিটার্ট উহা পড়িয়া ভবিষ্যতে আপনার দোষ ক্ষালনের জন্য ঐ কাগজখানি পকেটে রাখিয়া দেন। এইরূপে মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়*।

মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ।

(১৪৫ পৃষ্ঠা)

মীরকাসেমের সৈন্যগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে কয়েকটি প্রধান যুদ্ধ হয়, গোলাম হোসেন তাহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে গোলাম হোসেনের বর্ণনা অনুসারে সংক্ষেপে ঐ কয়েকটি প্রধান যুদ্ধের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

প্রথম যুদ্ধ, অজয়নদের নিকটে।— মীরকাসেম যখন দেখিলেন যে, ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি জাফরখাঁ, আলমখাঁ এবং মীর হবিতুল্লা, এই তিনজন সেনাপতির অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য মুর্ষিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। মহম্মদ তকিখাঁকে আপনার সৈন্যদলসহ ঐ সকল সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইতে আদেশ দেওয়া হইল। মুর্ষিদাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মহম্মদ খাঁর নিকট হইতে আব-

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 249-252

শুক দ্রব্যাদি লইবার জন্য তকিখাঁকে বলা হইল। মহম্মদ তকিখাঁ ইঙ্গরেজসৈন্যদিগকে বাধা দিবার জন্য পলাশী ও কাটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে আদিষ্ট হইলেন। এই আদেশ অনুসারে তকিখাঁ বীরভূম পরিত্যাগ করিয়া আপনার শিক্ষিত সৈন্যদিগের সহিত কাটোয়ায় আসিয়া শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

এদিকে কলিকাতা ও মুর্ষিদাবাদের সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইতে লাগিল। প্রধান সেনাপতি মহম্মদ তকিখাঁ সেনাপতির সমস্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি যেমন উদারহৃদয়, কর্ত্তব্যপর ও প্রভুভক্ত, তেমনি সাহসী. বীরত্ব-সম্পন্ন ও সমরপারদর্শী ছিলেন। এই সাহসী সেনাপতি, সৈয়দ মহম্মদ খাঁর আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকা, অবমানকর বোধ করিলেন। সৈয়দ মহম্মদ নীচপ্রকৃতি ছিলেন। সুতরাং তিনি সেনাপতির মহৎ চরিত্রের সম্মাননা করিতে জানিতেন না। এই নীচপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তার আদেশানুসারে কার্য্য করা. উদারপ্রকৃতি, স্বাধীন সেনাপতির বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। অবিলম্বে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেনাপতি অভি-যানের জন্য যাহা যাহা চাহিতে লাগিলেন, সহকারী শাসন-কর্ত্তা সর্ব্বদাই সেই সকল দ্রব্য যোগাইতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মুর্ষিদাবাদের শাসনভার হস্তে থাকাতে সৈয়দ মহম্মদ, ধনাগারও অন্যান্য সকল বিষয়েরই অধ্যক্ষ ছিলেন। এখন এই নীচপ্রকৃতি অধ্যক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত ধীরে ধীরে মহম্মদ তকি খাঁর সৈন্যদিগের আবশ্যক দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন। মহম্মদ তকি খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হন,

ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। এইরূপ পরাজয়ে পরিণামে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হইবে, এতদ্দ্বারা মীরকাসেম এবং তিনি স্বয়ং কিরূপ বিদপাপন্ন হইবেন, তাহা বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র বুদ্ধি ছিল না। সৈয়দ মহম্মদ কেবল এইরূপ করিয়াই নিরস্ত হন নাই। মুঙ্গের হইতে যে তিন জন সেনাপতি সৈন্যদল লইয়া মুর্ষিদাবাদে আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে মহম্মদ তকি খাঁর সহিত সম্মিলিত না হইয়া স্বপ্রধান ভাবে পৃথক্ থাকিতে কহিলেন। মহম্মদ তকি খাঁকে পরাজিত দেখিবার জন্যই ঐ অনভিজ্ঞ ও অদূরদর্শী শাসনকর্ত্তা এই সকল অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। সৈয়দ মহম্মদের অনুরোধে জাফর খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিত্রয় মহম্মদ তকির সহিত সম্মিলিত না হইয়া আপনাদের সৈন্যদল লইয়া ভাগীরথীর অপর তটে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। পরদিন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, ইঙ্গরেজদিগের দুই দল সিপাহি অদূরে তাঁহাদের কোন কুঠীর অভিমুখে আসিতেছে। সেনাপতিগণ উহাদিগকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়া সাহায্যের জন্য মহম্মদ তকি খাঁর নিকটে একদল জিজিয়ারচী * সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, মহম্মদ তকি খাঁর এই পদাতিক সৈন্য সেসময়ে সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তকি খাঁ এই সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়কের অধীনে রাখিয়াছিলেন। সৈন্যগণ তরুণবয়স্ক, সাহসী ও সুশিক্ষিত ছিল। মুঙ্গের হইতে আগত সেনাপতিগণ যখন সাহায্যের জন্য ঐ সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন মহম্মদ তকি খাঁ

* জিজিয়ার একরূপ বন্দুক। এই বন্দুকধারী সৈন্যের নাম জিজিয়ারচী।

কোন রূপ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। যদিও সেনাপতিত্রয় তাঁহার বিরক্তি জন্মাইয়াছিলেন, তথাপি তিনি আপনার উদারতাগুণে প্রভুর কার্য্যসিদ্ধি জন্য ৫০০ শত সৈন্য ফার্‌মোরাজ নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে পাঠাইয়া দিলেন। জাফর খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণ এইরূপ সাহায্য পাইয়া ইঙ্গরেজপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ফার্‌মোরাজের প্রভূত সাহসে ও রণনৈপুণ্যে ইঙ্গরেজ সৈন্য হটিয়া গেল। তাহারা এইরূপে পরাজিত হইয়া আপনাদের সমন্নিবেশক্ষেত্র-কুঠীতে সমবেত হইলে নবাবের সৈন্য কুঠী ও অবরুদ্ধ করিল *। রাত্রিকালে বর্দ্ধমান হইতে কতিপয় সৈন্য অবরুদ্ধ সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে পরদিন প্রাতঃকালে আবার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এযুদ্ধে ইঙ্গরেজপক্ষের জয়লাভ হইল। নবাবের সৈন্যগণ অনেকে হত ও আহত হইল; অনেকে ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। এখন সেনাপতি হবিতুল্লা ও আলম খাঁ, মহম্মদ তকি খাঁর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন। উদারপ্রকৃতি, উন্নতহৃদয় সেনাপতি তাঁহাদিগকে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা নীচপ্রকৃতি সৈয়দ মহম্মদের কথায় সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের পরা-

* লেফ্‌টেনেণ্ট গ্লেন নামক একজন সৈনিক পুরুষ সিপাহিদিগের অধিনায়ক ছিলেন। সাহসে ও বীরত্বে ইনি সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গে একটি মাত্র কামান ছিল। ইনি এক লক্ষ টাকা সেনাপতি আডাম্‌সের নিকটে লইয়া যাইতে ছিলেন। তিনবার এই কামান ও টাকা ইঁহার হস্তচ্যুত হয়। তিনবারই ইনি উহা পুনরধিকার করেন।—Seir Mutakharin. Vol II. p. 257, note.

জয় হইল, ইঙ্গরেজ সৈন্য যখন বর্দ্ধিতবিক্রমে তাঁহাদের পরাক্রম বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, তাঁহাদের সৈন্যগণ যখন একে একে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল, তখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল, তখন তাঁহারা ঘোর অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। এখন এই তিনজন সেনাপতি হটিয়া মহম্মদ তকি খাঁর দিকে যাইতে লাগিলেন। তকি খাঁ নিহত সৈন্যদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি আপনার সৈনিকনিবাসে গোলযোগ হইবে বলিয়া পলায়িতদিগকে আশ্রয় দিতে সম্মত হইলেন না। মহম্মদ তকি খাঁ উল্লিখিত সৈন্যদিগের পলায়নসংবাদ আপনার সৈনিকদিগকে জানাইয়া তাহাদিগকে উৎসাহবাক্যে আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করিলেন *।

দ্বিতীয় যুদ্ধ, কাটোয়ায়।—পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধের দুই তিন দিন পরে মহম্মদ তকি খাঁ বিপক্ষদিগের গতিরোধের জন্য কৃতনিশ্চয় হন, এবং জাফর খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করিয়াই আপনার শিক্ষিত দল লইয়া, বিপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। সৈন্যদল একত্র হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, মহম্মদ তকি খাঁ তাহাদিগকে কহেন যে, তাহাদের উন্নত চরিত্রের গৌরব সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যেন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়। তাহারা যদি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইবেন। এই কথা এমন সহৃদয়তার সহিত বলা হইয়াছিল যে, সৈন্যগণ মহম্মদ তকি খাঁকে তাহাদের অধিনায়ক না ভাবিয়া সুহৃদ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহম্মদ তকি-

* Seir Mutakherin. Vol. II p. 255-257.

খাঁর [illegible] ও সদাশয়তায় তাঁহার সৈন্যগণ এত সন্তুষ্ট হইল, [illegible]য, তাহারা [illegible]াপনাদের সম্মানরক্ষার [illegible] উৎসর্গ করিল। সাহসী সেনাপতি তাহাদিগকে যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইলেন। ইঙ্গরেজসৈন্য বিপক্ষদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ও কামানের গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। মহম্মদ তকি খাঁর উৎসাহবাক্যে তাঁহার সৈন্যগণ এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহারা অবিচলিতচিত্তে গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। জয়শ্রী মহম্মদ তকি খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিবেন বলিয়াই, বোধ হইল। ইঙ্গরেজ সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা গেল। এই সময়ে কামানের একটি গোলায় মহম্মদ তকির পাদদেশ আহত ও তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব নিহত হইল। তেজস্বী সেনাপতি উহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া অন্য একটি অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে দিতে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে বন্দুকের একটি গুলি তাঁহার স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া, উহার অপর দিক দিয়া বাহির হইল। সৈন্যগণ উহা দেখিতে না পায়, এজন্য নির্ভীক সেনাপতি, আপনার পরিচ্ছদ জড়াইয়া, উহাদ্বারা স্কন্ধদেশের আহত স্থান ঢাকিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পরাক্রমে ইঙ্গরেজ সৈন্য হটিয়া গিয়া, একটি ক্ষুদ্র নদীর তটের নিম্নদেশে লুক্কায়িত রহিল। মহম্মদ তকি সেই স্থানে উপনীত হইলে বিপক্ষগণ আপনাদের লুক্কায়িতভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মহম্মদ তকির সম্মুখীন হইয়া, গুলিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। এই সময়ে আর একটি গুলি মহম্মদ তকির ললাটদেশে প্রবিষ্ট হইল।

কামানের গোলায় তাঁহার পাদদেশ আহত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি কাতর হন নাই; বন্দুকের গুলি তাঁহার স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া গিয়াছিল, তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই; এখন ললাটদেশে গুলি প্রবিষ্ট হওয়াতে তাঁহার পতনকাল আসন্ন হইল। মীরকাসেমের সৌভাগ্যের প্রধান অবলম্বন—তাঁহার সৈন্যদলের অতুলনীয় সেনাপতি পবিত্র সমরে, বীরত্ব, সাহস ও প্রভুভক্তির একশেষ দেখাইয়া, অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেনাপতির পতনে নবাবের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইঙ্গরেজ বিজয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। হবিতুল্লা ও তাঁহার সহকারী অন্য দুই জন সেনাপতি আপনাদের সৈন্যদল লইয়া, দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা যুদ্ধের সময়ে মহম্মদ তকির সহিত সম্মিলিত হন নাই। এখন মহম্মদ তকির পতন প্রযুক্ত তদীয় সৈন্যদলের পলায়ন দেখিয়া, তাঁহারাও ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়িতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদিগের অপার বিদ্বেষে, অনন্ত পরশ্রীকাতরতায়, মীরকাসেমের সৈন্য কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইল।

সৈর মুতাক্ষরীণের অনুবাদক উল্লেখ করিয়াছেন, মহম্মদ তকি খাঁ যখন স্কন্ধদেশে আহত হন, তখন প্রগাঢ় যাতনায় তাঁহার মুখ হইতে "আ আলি! ও আলি!" এই বাক্য নির্গত হয়। তাঁহার স্বদেশী ও বিশ্বস্ত সহচর আগা আলি (অনুবাদকের বন্ধু ও প্রতিবেশী) তাঁহাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইতে পরামর্শ দেন। তেজস্বী সেনাপতি উত্তর করেন, "কি? পশ্চাৎ ফিরিব? ইহার পর এই কাল দাড়ি মীরকাসেমকে দেখাইতে হইবে?" এই সময়ে দাড়িতে হাত দিয়া আবার কহেন, "কখ-

নই না, কখনই না।” যখন ললাটে গুলি প্রবিষ্ট হয়, তখন তিনি আবার যাতনাব্যঞ্জক স্বরে কহেন, “আ আলি! মুহূর্ত্ত-মধ্যেই, “যদি আর সকলেই প্রভুর কার্য্য করিত—” এই কথা বলিতে বলিতে ভূপতিত হইলেন। কথা আর শেষ হইল না। মুখের কথা মুখেই রহিল *।

তৃতীয় যুদ্ধ, সুতী নদীর নিকটে।—কাটোয়ার যুদ্ধের পর ইঙ্গরেজ সৈন্য দুই তিন দিন বিশ্রাম করিয়া মুর্ষিদাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইল। মুর্ষিদাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ইহাতে এরূপ ভীভ হইলেন যে, তিনি অনুচরবর্গ ও সমগ্র দ্রব্যাদি ফেলিয়া মুঙ্গেরের দিকে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে বৃদ্ধ মীরজাফর মুর্ষিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। এদিকে মীরকাসেম আপনার সর্ব্বাপেক্ষা দক্ষ ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুভক্ত সেনাপতির পতনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি হবিতুল্লাকে সুতীর নিকটবর্ত্তী ভূভাগে থাকিতে আদেশ দিয়া আসদউল্লা খাঁর অধীনে ৬।৭ হাজার অশ্বারোহী এবং মার্কার্ ও সমরুর অধীনে ৭।৮ দল সিপাহি ও ১৬টি কামান পাঠাইলেন। এতদ্ব্যতীত মীরনসুর নামক একজন অধিনায়কের অধীনে এক দল আশমান গোলা-চালক সৈন্যও ঐ সকল সৈন্যের সহিত প্রেরিত হইল। মীরকাসেম এই সকল সৈন্যাধ্যক্ষকে, সর্ব্বপ্রকার বিদ্বেষভাব ও অনৈক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর একীভূত হইয়া সুতীর তটবর্ত্তী ভূভাগে বিপক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কহিলেন। তিনি ইঁহাদের সাহায্যার্থ পূর্ণীয়ার ফৌজদার শের আলি খাঁকে আপনার

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 258-259, note.

সৈন্যদল সহ আসিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশানুসারে শের আলি আসদউল্লা খাঁর সহিত সম্মিলিত হইলেন। মার্কার্ ও সমরু সুতীর তটবর্ত্তী সদর রাস্তায় আপনাদের সৈন্য শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। ইঁহাদের দক্ষিণে আসদউল্লা খাঁ ও বামে শের আলি খাঁ স্ব স্ব সৈন্যদল সহ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঙ্গরেজ-সৈন্য তিন হাজারের অধিক ছিল না। এই সৈন্যও বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত বিপক্ষের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর দূরে থাকাতে প্রথমে কামানের গোলায় যুদ্ধ হইল। এদিকে ইঙ্গরেজ সৈন্য ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিল। আসদউল্লা খাঁ আপনার সাহস ও বীরত্ব দেখাইবার জন্য সৈন্যদল লইয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল অগ্রসর হইয়া, বিপক্ষদিগের প্রতি তরবারি চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। মীরবেদরুদ্দীন খাঁ নামক তাঁহার সৈন্যদলের একজন অধিনায়কও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে তিনি আপনার অধিষ্ঠিত অশ্ব খরবেগে বিপক্ষদিগের মধ্যে পরিচালিত করিলেন। এই সময়ে মীরনসুর আপনার সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষদিগকে এরূপ তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন যে, ইঙ্গরেজদিগের যে সকল সিপাহি মীরবেদরুদ্দীনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎ হটিয়া নদীর তটপ্রান্তে উপস্থিত হইল। অনেকে প্রাণভয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধে মীরবেদরুদ্দীনের প্রায় সকল সৈন্যই বিনষ্ট হইয়াছিল। কেবল তের জন মাত্র সৈনিক পুরুষ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব, কামানের গোলায় ভূতলশায়ী হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। মীরবেদরুদ্দীন

এই সঙ্কটকালে আসদউল্লা খাঁকে কতিপয় পদাতিক দিয়া সাহায্য করিতে অনেকবার ইঙ্গিত করিলেন। আসদউল্লা খাঁ প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ সাহসী বা বীরত্বসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি সাহস ও বীরত্বের ভাণ করিয়াই বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন। শেষে যখন দেখিলেন, তাঁহার অনেক সৈন্য সমরশায়ী হইয়াছে, অনেক অশ্ব গতাসু হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিত-স্রোত প্রবাহিত করিতেছে, তখন তাঁহার বীরত্ব ও সাহস অন্তর্ধান করিল। তিনি মীরবেদরুদ্দীনের পুনঃ পুনঃ ইঙ্গিতেও দৃক্‌পাত করিলেন না। আসদউল্লা খাঁ, মীর বেদরুদ্দীনের কিয়দ্দূরে সৈন্যদল লইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। এদিকে মীরনসুর বিপক্ষদিগকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে বিপক্ষসৈন্য হটিয়া গিয়াছিল। এই সাহসী সেনাপতিও যখন দেখিলেন যে, তাহার সাহায্যার্থে কেহ অগ্রসর হইল না, তখন তিনিও পশ্চাৎ ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এই সময়ে পশ্চাৎ ফিরিয়া যাওয়া, দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বৃথা সহযোগী সেনাপতিদিগকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিলেন, বৃথা তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইবার জন্য আপনার হস্ত দ্বারা বারংবার ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে ও তাঁহার ইঙ্গিতে কেহই সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। এই সময়ে মার্‌কার্‌ ও সমরু লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতটবর্ত্তী প্রকাশ্য পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। অবিলম্বে আসদউল্লা খাঁও তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। এদিকে, ইঙ্গরেজব্যূহের যে দিক বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইঙ্গরেজ সেনাপতি সেই দিকে তিন চারি দল সিপাহি

পাঠাইয়া দিলেন। এই নূতন সৈন্যের সমাগমে মীরবেদরুদ্দীন সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। মীরনসুর অকাতরে যুদ্ধ করিতে করিতে সাহসী বীরপুরুষগণের সহিত অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। আর যে কয়েকজন সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তাঁহারাও এখন আপনাদিগকে অসহায় দেখিয়া হটিয়া গেলেন। সুতীর প্রান্তরে ইঙ্গরেজের বিজয়পতাকা উড়িতে লাগিল। এস্থলেও সেনানায়কদিগের পরস্পর সমবেদনা ও সহকারিতার অভাবে মীরকাসেমের সৈন্য পরাজিত হইল। কর্ণেল গডার্ড নামক একজন ইঙ্গরেজ সেনানায়ক এই যুদ্ধে ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন যে, যদি বিপক্ষেরা সুতীর প্রান্তরে আর কয়েকদিন বাধা দিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সৈন্য নিঃসন্দেহে পরাজিত হইত*।

চতুর্থ যুদ্ধ, উদয়নালায়।—কর্ণেল মালিসন প্রভৃতি ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিকেরা উদয়নালার যুদ্ধের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত গোলাম হোসেনের বর্ণনার কিয়দংশে পার্থক্য আছে। মীরকাসেমের সৈন্য সুতীর প্রান্তরে পরাজিত হইয়া উদয়নালার দিকে অগ্রসর হয়। উদয়নালা একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর নদী। উহা দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী রাজমহল পাহাড় হইতে বাহির হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। উহার তটদেশ, অতি উচ্চ ও দুরারোহ। কয়েকমাস পূর্ব্বে মীরকাসেম ঐ নদীর উপর একটি প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থান প্রাকৃতিক অন্তরায়ে অতিশয় দুর্গম দেখিয়া দুর্গ নির্ম্মাণের ইচ্ছা করেন। এজন্য তাঁহার আদেশে নদীর অপর পার্শ্বে গভীর

* Seir Mutakharin. Vol II. p. 260-264.

গড়খাই করা হয়। উহার পশ্চাৎ ভাগে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ঐ প্রাচীর ও খাত পাহাড় হইতে গঙ্গাপর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। প্রাচীর ও খাত এবং উক্ত ক্ষুদ্র নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি সৈন্যদিগের সন্নিবেশের স্থান ছিল। খাত অতিশয় গভীর ও উহা পাহাড়ের পাদদেশস্থিত একটি হ্রদ ও জলাভূমির সহিত সংযুক্ত ছিল। রাজমহল হইতে মুঙ্গেরে যাইবার একমাত্র পথ ঐ প্রাচীর ও খাতের উপর দিয়া ছিল। নৌপথে গঙ্গা উত্তীর্ণ না হইলে দক্ষিণ ভাগ দিয়া যাওয়া যাইত না। কিন্তু উহাও দুঃসাধ্য ছিল; যে হেতু ঐরূপ চেষ্টা করিলে বিপক্ষগণকর্ত্তৃক সমূলে বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল। বাম ভাগে দুর্গম পল্বল ও দুরারোহ পাহাড় অতিক্রম না করিলে মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইত না।" মীরকাসেম সূতীর প্রান্তরে আপনার সৈন্যদিগের পরাজয়সংবাদ পাইয়া পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি রোটাস দুর্গে স্থানান্তরিত করিলেন, এবং বিপক্ষের গতিনিরোধ জন্য সেনাপতিদিগকে স্ব স্ব সৈন্যদল লইয়া উদয়নালায় যাইতে আদেশ দিলেন। মার্কার্, সমরু, আরাটুন ও আসদ উল্লা খাঁ আপনাদের সৈন্যদল লইয়া উদয়নালায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আসদ্ উল্লা খাঁর সহিত মহম্মদ নকি খাঁ প্রভৃতি কতিপয় সেনাপতি স্ব স্ব সৈন্য দল লইয়া রহিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রাকৃতিক প্রাচীরে আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান অগম্য ভাবিয়া মনে করিলেন যে, শত্রুগণ উহা আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া সেনাপতিগণ আপনাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীনতা দেখাইতে লাগিলেন। অনেকে রাত্রিতে সুরাপান করিয়া নর্ত্তকীর নৃত্যকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন, মীর্জ্জা নজীফ্ খাঁ নামক

একজন সৈনিক পুরুষ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত বিলের একাংশ দিয়া পদব্রজে গমন করা যাইতে পারে। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া একদা রাত্রি তিন ঘটিকার সময়ে বিলের পূর্ব্বোক্ত অংশ দিয়া হাঁটিয়া ইঙ্গরেজ শিবিরের এক ভাগ আক্রমণ করিলেন। এই ভাগে মীরজাফর খাঁ অবস্থিতি করিতেছিলেন। বৃদ্ধ নবাব গোলযোগে সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার নৌকায় পলায়ন করিলেন। ইহার মধ্যে নজীফ খাঁ সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া ন-র্ব্বার আপনাদের সৈনিক নিবাসে ফিরিয়া আসিলেন। নজীফ খাঁ এইরূপ কয়েকবার করাতে ইঙ্গরেজেরা তাঁহার আগমন-পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের সমক্ষে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। একজন ইঙ্গরেজ সৈনিক আপনাদের দল ছাড়িয়া মীরকাসেমের সৈনিকদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইঙ্গরেজদিগের নিয়মানুসারে ঐ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি প্রাণদণ্ডার্হ ছিল। একদা অন্ধকাররাত্রিতে ঐ ব্যক্তি নজীফ খাঁর অবলম্বিত পথে ইঙ্গরেজ সৈনিকনিবাসের নিকটে উপস্থিত হইল। সহজে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, এজন্য সে পথের কয়েক স্থান চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিল। সৈনিক পুরুষ শিবিরে আসিয়া আপনার স্বদেশীয়দিগকে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল যে, যদি তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হয়, তাহা হইলে সে, তাহার স্বদেশীয়দিগকে বিপক্ষের শিবিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছে। তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে একদা রাত্রি দশটার সময়ে কর্ণেল গর্ডাডের অধীনে একদল সৈন্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের জন্য মই সঙ্গে লইয়া, পূর্ব্বোক্ত সৈনিক পুরুষের সাহায্যে বিপক্ষদিগের অভিমুখে যাত্রা করিল। রাত্রি দ্বিপ্রহ-

রের সময়ে সকলে প্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গের সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। ইঙ্গরেজ সৈন্য ইহাতে উৎসাহিত হইয়া নিঃশব্দে, মই দিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিল। এই সময়ে মীরকাসেমের সৈন্যদলের একজন বংশীবাদক আপনার যন্ত্রের সাহায্যে সকলকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চেষ্টামাত্রেই সে ইঙ্গরেজের সঙ্গিনের আঘাতে গত ইল। ইঙ্গরেজসৈন্য একে একে দুর্গে সমবেত হইয়া আপনাদের দলস্থ আর সকলকে সঙ্কেত করিবার জন্য প্রজ্বালিত মোমবাতি উপরে তুলিয়া ধরিল। এই সঙ্কেতে বহুসংখ্য সৈন্য দুর্গদ্বারের নিকটে আসিয়া কামানের গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল। যাহারা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারাও অনবরত গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। মীরকাসেমের অনেক সৈন্য নিহত হইল। অনেকে আহত হইয়া পড়িয়া রহিল। অনেকে সন্ত্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল। সমরু, মারকার, আসদ্ উল্লা প্রভৃতি সকলে একে একে পলায়ন করিলেন। বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। পরদিন বেলা সাত টার সময়ে উদয়নালার সমস্ত সৈন্য পরাজিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। (১৭৬৩, ৩১এ জুলাই *) এস্থলেও সেনাপতিদিগের অসাবধানতা ও অদূরদর্শিতায়, অধিকন্তু পরস্পরের সহযোগিতার অভাবে মীরকাসেমের সৈন্য, সংখ্যায় অধিক হইলেও এবং সুদৃঢ় ও দুরাক্রম্য স্থানে অবস্থিত থাকিলেও, ইঙ্গরেজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল। এই সকল যুদ্ধের বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেনাপতি-

* Seir Mutakharin. Vol II. pp. 266, 271-275.

দিগের পরস্পর বিদ্বেষভাব, অনৈক্য ও অনবধানতায় মীর-কাসেমের সৈন্যদল বারংবার পরাজিত হইয়াছে। যদি মীর-কাসেমের সেনাপতিগণ সকলেই মহম্মদ তকি খাঁ, নজীফ খাঁর ন্যায় স্বকর্ত্তব্য পালন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, মীর-কাসেমের এরূপ দুর্গতি হইত না।

মুঙ্গের অধিকার।

(১৫১ পৃষ্ঠা)

গোলাম হোসেনের মতে মুঙ্গের এইরূপে অধিকৃত হয় :—মীরকাসেম, আরব আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তির উপর মুঙ্গেরের দুর্গরক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া আজিমাবাদে (পাটনায়) প্রস্থান করেন। আরব আলি খাঁ তাদৃশ সাহসী বা তেজস্বী ছিলেন না। ইঙ্গরেজেরা উপস্থিত হইলে তিনি এই প্রস্তাব করেন যে, যদি ইঙ্গরেজ তাঁহাকে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক টাকা দেন, তাহা হইলে, তিনি, দুর্গ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন ইঙ্গরেজেরা মীরকাসেমের অনুসরণ করিতে ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা আরব আলি খাঁর প্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক বিনাযুদ্ধে মুঙ্গের অধিকার করেন *।

অযোধ্যার নবাব ও দিল্লীর সম্রাটের সহিত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ।

(১৫২ পৃষ্ঠা)

এলাহাবাদে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সহিত মীরকাসেমের সাক্ষাৎ হয়। ইহারা উভয়েই মীরকাসেমের যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। এই সময়ে

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 285-286.

বুন্দেলখণ্ডের রাজা স্বপ্রধান হইয়াছিলেন। তিনি সুজাউদ্দৌলাকে নিয়মিত রাজস্ব দিতেন না। সুজাউদ্দৌলা বুন্দেলখণ্ডের রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য আপনার মন্ত্রী ও সেনাপতি রাজা বেণীবাহাদুরকে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু বেণীবাহাদুর অভীষ্টসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। এই সময়ে মীরকাসেম ঐ কার্য্যসম্পাদন জন্য সুজাউদ্দৌলার নিকটে স্বয়ং বুন্দেলখণ্ডে যাইবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব গ্রাহ্য হয়। মীরকাসেম আপনার সৈন্যদল লইয়া বুন্দেলখণ্ডে উপনীত হন। তথাকার কয়েকটি দুর্গ অধিকৃত হয়। বুন্দেলখণ্ডের জমীদারেরা পরাজিত ও বশীভূত হন। তাঁহাদের নিকটে যত টাকার দাবী করা হইয়াছিল, তাঁহারা তৎসমুদয় দিতে অঙ্গীকার করেন। মীরকাসেম এইরূপে সফলমনোরথ হইয়া পুনর্ব্বার সুজাউদ্দৌলার সহিত সম্মিলিত হন। পাটনায় সুজাউদ্দৌলার সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মীরকাসেম ও সমরু, উভয়েই আপনাদের সৈন্যদল লইয়া সুজাউদ্দৌলার পক্ষে ছিলেন *।

মীরকাসেম অযোধ্যার নবাবকে মাসে ১১ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। পাটনা আক্রমণের সময়ে নবাব ঐ টাকার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। এই সূত্রে মীরকাসেমের সহিত নবাবের মনোবাদ জন্মে। এদিকে অকৃতজ্ঞ সমরু সৈন্যদিগের বেতনের জন্য তাঁহার অনেক লাঞ্ছনা করে। সমরু এই সময়ে অযোধ্যার নবাবের পক্ষে গিয়াছিল। এই সময়ে মীরকাসেমের দুরবস্থার একশেষ হয়। অযোধ্যার নবাব তাঁহাকে

* Seir Mutakharin. Vol. II. pp. 301, 303, 313.

বন্দী করিয়া রাখেন। উপস্থিত সময়ে আলি ইব্রাহিম খাঁ সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনার সদাশয়তা ও উদারতায় অনেকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। এই সদাশয় ব্যক্তি আপনার বন্ধুকে (মীরকাসেমকে) নিরাপদ করিবার জন্য, চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। বক্সারের নিকটে ইঙ্গরেজদিগের সহিত সুজাউদ্দৌলার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই মীরকাসেম বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হন। ঐ যুদ্ধের পরেও সুজাউদ্দৌলা ইঙ্গরেজদিগের বিপক্ষতা করিয়াছিলেন। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ইঙ্গরেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী রাজা বেণীবাহাদুর প্রথমে যখন সন্ধির প্রস্তাব করেন, তখন ইঙ্গরেজেরা কহেন যে, যদি সমরু ও মীরকাসেমকে তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন। মীরকাসেমের সহিত বেণীবাহাদুরের তাদৃশ সদ্ভাব ছিল না। এজন্য বেণীবাহাদুর কহিলেন যে, সমরু এখন আপনার সৈন্যসামন্তে পরিবেষ্টিত আছে, তাহাকে অবরুদ্ধ করা সহজ নয়, কিন্তু মীরকাসেমকে অবরুদ্ধ করা যাইতে পারে। যদি নবাব সম্মত হন, তাহা হইলে এ বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার কোন ত্রুটি হইবে না। বেণীবাহাদুর এ বিষয় আপনার বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের গোচর করেন। এই বিশ্বস্ত বন্ধুদিগের মধ্যে আলি ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন। তিনি উহা শুনিয়াই বন্ধুতার অনুরোধে মীরকাসেমের নিকটে সংবাদ পাঠান। মীরকাসেম কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি সংবাদ পাইয়াই ত্বরিতগতিতে সেস্থান পরিত্যাগ করেন *।

* Seir Mutakharin. Vol. II p. 356-357.

বান্সিটার্টের মৃত্যু।

(১৫২ পৃষ্ঠা)

বান্সিটার্ট ইঙ্গলণ্ড পঁহুছিলে তাঁহার কার্য্যের সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইতে থাকে। পাটনার হত্যাকাণ্ডের সমস্ত দোষ বান্সিটার্টের উপর আরোপ করা হয়। কিন্তু বান্সিটার্ট আরোপিত দোষক্ষালনে নিরস্ত থাকেন নাই। কলিকাতা-কৌন্সিলের সদস্যেরা যে কাগজে আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিয়া মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, বান্সিটার্ট এখন সেই কাগজ বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাইয়া আপনার কার্য্যপ্রণালীর সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। কর্ত্তৃপক্ষ এজন্য সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তার পদ সমর্পণ করেন। কিন্তু বান্সিটার্ট আর এতদ্দেশে আসিতে পারেন নাই। তিনি যে জাহাজে যাত্রা করেন, তাহা সমুদ্রে নিমগ্ন হয়। ঐ জাহাজে যাহারা ছিল, তাহাদের কাহারও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই *।

সিরাজউদ্দৌলার নাম।—নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত নাম মীর্জ্জা মহম্মদ। তাঁহার প্রধান উপাধি, 'সিরাজ-উদ্দৌলা ইদ্‌এফি' (সাম্রাজ্যের জ্বলন্ত বর্ত্তিকা)। বাল্যকালে তাঁহার একটি উপাধি "শাহ কুলি খাঁ" (ভূপতিদিগের গৌরবান্বিত সৈনিক) ছিল †।

মীরকাসেমের পূর্ণনাম।—নসের উল্‌মুল্‌ক্, ইম্‌তাজ

* Seir Mutakharin. Vol. II. p. 417.

† Ibid Vol. I. p. 612, note.

উদ্দৌলা, মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ, নস্‌রেত জঙ্গ *। 'আলিজা' মীরকাসেমের সাধারণ উপাধি ছিল।

সৈর মুতাক্ষরীণে লর্ড ক্লাইব, সবুৎজঙ্গ (যুদ্ধে স্থির ও পরীক্ষিত) † নামে উক্ত হইয়াছেন। হেনরি বান্সিটার্ট 'নসের উল্‌মুল্ক্‌ সমসউদ্দৌলা বাহাদুর' ‡ নামে পরিচিত ছিলেন।

রণতরীর অধ্যক্ষ ওয়াটসন সাহেব 'দিলীর জঙ্গ বাহাদুর' (যুদ্ধে সাহসী) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন ¶।

পলাশীর যুদ্ধের সম্বন্ধে একটি গীত রচিত হইয়াছিল। ঐ গীতি জনসাধারণের মুখে মুখে চলিয়া আসিয়াছে। উহা অনেকে নানাস্থানে গাহিয়া বেড়াইত। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"নবাব কি হলোরে জান্‌।
আচম্বিতে হলো খাড়া ইঙ্গরেজের নিশান ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে র'য়ে,
একা লড়ে মীরমদন কত রবে স'য়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তী গায়,
হেঁটো পোড়ে মারে গুলি হাওদা উড়ে যায়।

* রাজ্যের সাহায্যকারী, সাম্রাজ্যের মধ্যে বিখ্যাত, সাহসী মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ, যুদ্ধে চিরজয়ী।—Seir Mutakharin. Vol. II. p. 149, note.

† Seir Mutakharin. Vol. I. p. 753, note.

‡ সাম্রাজ্য-স্থৈর্য্য, রাজ্যের সাহসী সাহায্যকারক।—Seir Mutakharin. Vol. II. p. 1 38, note.

¶ Seir Mutakharin. Vol. I. p 760.

জাফরের পায়ে পড়ে খুলিয়ে পাগড়ী,
কাঁদিয়ে নবাব বলে জহর খেয়ে মরি।
লালবাগে মলো নবাব ফুলবাগে মাটি,
মতি ঝিলে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী॥" *

সমাপ্ত।

* গীতের এই অংশটুকু নদীয়া জেলার দেবগ্রামনিবাসী শ্রীযুত বাবু কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কথিত আছে, এই গীত একজন ফকীর নানাস্থানে গাইয়া বেড়াইত। গীতের সমুদয় অংশ পাওয়া গেল না। আমাদের দেশে অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনার সম্বন্ধে এই রূপ অনেক গীতি লোকের মুখে মুখে রহিয়াছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে জনসাধারণের মানসিক ভাব কিরূপ ছিল, তাহা ঐ সকল গীতিকবিতায় বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন বিষয়গত এইরূপ গীতিকবিতা-গুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা উচিত।